পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 40 Friday, 9 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা ❋ ২৪ পৌষ ১৪৩২, শুক্রবার, ৯ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

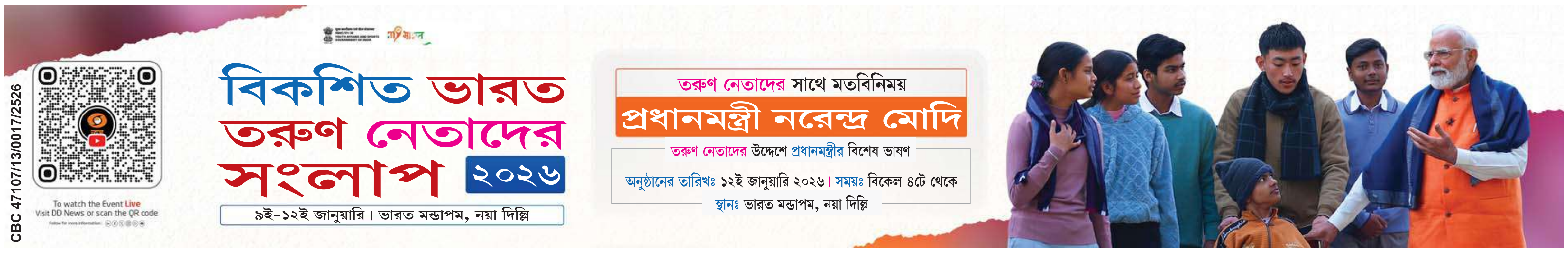

আঘাত করতে প্রত্যাঘাত হবে

আইপ্যাকের অফিস থেকে তথ্য চুরির অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকেও আই প্যাকের অফিসে ইডির হানা নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং কেন্দ্রকে একযোগে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, 'ভোটের আগে সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।' 'বাড়িতে চুরি করতে এলে আমি আটকাব না?' একথা বলে কেন্দ্রকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আঘাত করলে প্রত্যাঘাত হবে।' বৃহস্পতিবার সাত সকালে তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের অফিসে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতেও যায় ইডির একটি দল। বেলা গড়াতেই সিপির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় প্রতীক জৈনের বাড়িতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করেছিলেন, 'ভোটের আগে তৃণমূলের সব তথ্য হাতিয়ে নিতেই এই অভিযান।' এদিন গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকেও তাঁর গলায় শোনা গেল একই সুর। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ''দলের সব ডেটা চুরি করে, আমার নামে মিথ্যে কেস বানিয়ে চক্রান্ত হচ্ছে।'' তাঁর কথায়, ''তুমি যদি আমার বাড়িতে চুরি করতে আসে, তাহলে আমি আটকানোর চেষ্টা করব না।'' তিনি বলেন, ''চুরি করে সব নিয়ে চলে গেছে। এসআইআর-এর লিস্ট, অসহায় মানুষদের চিঠি ছিল, সব নিয়ে পালিয়েছে।'' কেন্দ্রকে তোপ দেগে বলেন, ''ভোটের আগে মনে পড়ে ভোটবন্দি, নোট বন্দি। সারাক্ষণ শুধু লুট করছে আর মিথ্যে বলছে।'' যোগ করেন, ''নোটবন্দি করে মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়েছে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড সব করানো হয়েছে। অথচ এখন বলছে আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে না।'' নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন থেকে শুরু করে জয় গোস্বামী, অভিনেতা তথা তিনবারের তৃণমূলের সাংসদ দেবকে এসআইআর-এ শুনানির নোটিস নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার'

বলে কটাক্ষ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, 'এটা গণতন্ত্র নাকি ষড়যন্ত্র?' আগামিকাল (৯ জানুয়ারি) থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত যদি কারও মৃত্যু হয়। তাহলে তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকার ইন্সুরেন্সের সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়াও মেলায় পুণ্যার্থীদের একটি ব্যান্ড দেওয়া হবে, যাতে কেউ নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলে তাঁদের খুঁজে পেতেও সুবিধা হবে। ২০২৩ সালে সাগরের মাটিতে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর সেতু গড়ে তুলবে। তার পরেই শুরু হয় টেন্ডারের প্রক্রিয়া। নানা বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে গত ৫ তারিখ শিলান্যাস হয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের গঙ্গাসাগর সেতু। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এক হাজার ৭০০ কোটি টাকায় ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আগামী ২-৩ বছরের মধ্যেই গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, ''কেন্দ্রকে ১০ বছর ধরে বলছি এক পয়সাও দেয়নি। রাজ্য সম্পূর্ণ টাকা দেবে।'' মুড়িগঙ্গা নদীর উপর তৈরি হবে এই গঙ্গাসাগর সেতু। দায়িত্বে থাকছে নির্মাণ সংস্থা এল অ্যান্ড টি। সাগরদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগকারী এই সেতুর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৪ কিলোমিটার, অ্যাপ্রোচ রোড মিলিয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার। চার লেনের এই সেতু এক দিকে যুক্ত হবে কাকদ্বীপের লট ৮-এর সঙ্গে, অন্য দিকে কচুবেড়িয়ার সঙ্গে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে পুরনো কয়লা পাচার মামলায় আই প্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা দেয় ইডির দিল্লির আধিকারিকরা। তল্লাশি চালানো হয় আইপ্যাকের অফিসেও। ১২টার পর প্রতীকের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে সবুজ রঙের একটি ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন। প্রতীকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইডির বিরুদ্ধে তৃণমূলের গোপন তথ্য এবং প্রার্থী তালিকা চুরি করার অভিযোগ করেন মমতা। তিনি আরও বলেন, ''এই অভিযান দুর্ভাগ্যজনক। আমার আইটি দপ্তরে অভিযান চালিয়েছে। দলের সব গোপন নথি এবং প্রার্থী তালিকা চুরি করতে ইডিকে দিয়ে হামলা করেছেন ন্যাস্টি হোম মিনিস্টার। নটি হোম মিনিস্টার।'' তৃণমূল নেত্রীর সাফ কথা, ''এগুলি আমার দলের। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'' তারপর রওনা দেন সংস্থার সল্টলেকের দপ্তরে। তারপরই ১২টা ৪৪ মিনিট নাগাদ আবাসনের ১১ তলায় আইপ্যাকের অফিসের ভিতর যান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ। এরপরই অফিসের ভিতর থেকে একগুচ্ছ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন একজন। রাখা হয় মমতার গাড়িতে। বাইরে ছিলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সুজিত বসুরা। পৌনে চার ঘণ্টা পর সেখান থেকে বেরন তিনি। জানান, ''বাংলার উপর যে হামলা ওরা করেছে জনতা এর জবাব দেবে। ওদের ফেস সেভিং করার জন্য এগুলো করছে। সত্য অনুসন্ধান করার জন্য যা করার তা নিশ্চয়ই করবে।'' অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সোজা আউট্রাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুর দু'টো নাগাদ নিজে পথে নামবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘ক্ষমতার বলে নথি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে’

এবার মুখ খুলল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ আই প্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের ৭ নম্বর লাউড্রন স্ট্রিটের বাড়ি ও গোদরেজ ওয়াটার সাইডের অফিসে ইডির তল্লাশি। আর তল্লাশির মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর ঢুকে পড়া। ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসা। বাংলার বেনজির এই ঘটনা আজ গোটা দেশের নজর কেড়ে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, তাঁদের দলের স্ট্র্যাটেজি, ফাইল, হার্ড ডিস্ক, প্রার্থী তালিকা হাতানোর চক্রান্ত হয়েছে। এবার মুখ খুলল ইডি। কেন তল্লাশি, কোন মামলায় তল্লাশি, সবটাই পরিস্কার করা হল ইডির তরফে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাব এবার সম্পর্ক নেই। কোনও রাজনৈতিক কার্যালয়ে তল্লাশি করা হয়নি। ইডি-তরফে জানানো হয়েছে, এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ১০ জায়গায় তল্লাশি চলছে, তার মধ্যে ৬টি বাংলা, বাকি চারটি দিল্লিতে। বাংলার মধ্যে দুটি হল প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিস। সেখানেই বেনজিরভাবে ঢুকে পড়েন মমতা। সেখানে সাংবিধানিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অসাংবিধানিকভাবে ফাইল কেড়ে নিয়ে এসেছেন। সূত্রের খবর, পদক্ষেপের রাস্তা খোলা রাখছে ইডি। সক্রিয়ভাবে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন,

ইডির। ইডির তার বিবৃতিতে জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগে পর্যন্ত তল্লাশি প্রক্রিয়া অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল। তল্লাশির মাঝেই বিশাল সংখ্যক পুলিশ নিয়ে ঢুকে পড়েন মমতা। প্রতীকের বাড়ি থেকে বেশ কিছু মূল নথি, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ক্ষমতার বলে নিয়ে নেন বলে ইডির দাবি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে যায়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সহকারি, রাজ্য পুলিশ জোর করে নথি, কাগজপত্র, ডিভাইস হাতিয়ে নিয়ে চলে যান বলে ইডির দাবি। ইডির বক্তব্য, কয়লা দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে। এটা আর্থিক দুর্নীতি মামলায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ভোটের সঙ্গে এর কোনও তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারে ইডি। সংঘাতের জায়গা চওড়া হচ্ছে। রাজীব কুমারের সময়েও একই সংঘাত দেখা গিয়েছে। আবারও মুখ্যমন্ত্রীকে সেই পথেই হাঁটতে দেখা গেল। ঠিক একই বিষয় উল্লেখ করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ ও তদন্তে বাধা দান। একজন মুখ্যমন্ত্রী কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীই নন, তিনি একজন প্রশাসনিক প্রধান। ইডি নিশ্চয়ই ক্ষমতাবলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে আমার মনে হয়েছে। আইনের মধ্যে থেকেই ব্যবস্থা নেবেন।''

তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ ইডির তদন্তে বাধা। কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ ইডির। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযোগ, বৃহস্পতিবার যখন প্রতীক জৈনের বাড়িতে চলছিল তল্লাশি চলছিল। সেই সময় পুলিশ সেখানে অতিসক্রিয় ছিল। তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি আধিকারিকরা। এ দিন, এই মামলায় যাবতীয় নথি নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। শুক্রবারই শুনানির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির আর্থিক প্রতারণা মামলায় আইপ্যাক-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের অফিস ও লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে ইডি হানা দেয়। প্রতীক জৈনের বাড়িতে যখন তল্লাশি চালায়, তখন শেক্সপিয়ার থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আবাসনের নীচে কথা কাটাকাটি হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর। পুলিশকে আবাসনের প্রধান গেটের বাইরে যেতে অনুরোধ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই নিয়ে চলে একপ্রস্ত বচসা। ইডি আধিকারিকরা যখন ভিতরে ঢোকেন, তার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। আর সিপি যাওয়ার খানিক পরপরই দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন সেখানে। তড়িঘড়ি বাড়ির ভিতরে ঢোকেন তিনি। খানিক পরই বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় তাঁর হাতে একটি সবুজ ফাইল দেখা যায়। সেটিকে ধরে সাংবাদিকদের সামনেই মমতা বলেন, ''দেখুন আমি সব এই ফাইলে নিয়ে এসেছি। কারণ প্রতীক আমার পার্টির ইনচার্জ। সব হার্ড ডিস্ক আমি গুছিয়ে নিয়ে এসেছি।'' মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেছেন, ''প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি আধিকারিকরা। আইটি ইনচার্জের বাড়িতে সব হার্ডডিস্ক সংগ্রহ করতে এসেছিল। সমস্ত প্রার্থীর তালিকা, পার্টির প্ল্যান, স্ট্র্যাটেজি সংগ্রহ করতে এসেছিল। এটাই কি অমিত শাহের কাজ? যে আমার দলের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে। এই ঘটনাতেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি।''

৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে ট্রাম্প?

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারিঃ ৫০ শতাংশে মন ভরছে না, ভারতের উপরে ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবেন ট্রাম্প? রাশিয়ার কাছ থেকে জেনে বুঝেও তেল কেনার জন্য শাস্তি দিতেই নাকি এই পরিকল্পনা। বাইপার্টিশান স্যাংশন বিল নামক একটি বিল আনার পরিকল্পনা। ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই বিলে সবুজ সঙ্কেতও দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহেই ভারত ও চিনের উপরে ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপাতে পারে আমেরিকা। রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসি গ্রাহাম এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন যে বাইপার্টিশান স্যাংশন বিলে সম্মতি দিয়েছেন। এই বিলে বলা হয়েছে, যারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল ও ইউরেনিয়াম কিনছে, তাদের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হবে। আগামী সপ্তাহেই এই বিল নিয়ে ভোটাভুটি হতে পারে। যদি এই বিল পাশ হয়, তবে ট্রাম্পের হাতে অপরিসীম ক্ষমতা চলে আসবে। ভারত, চিন ও ব্রাজিলের উপর নিষেধাজ্ঞা বা চড়া শুল্ক চাপাতে পারবে। এই সবই করবেন যাতে রাশিয়ার কাছ থেকে এতদিন কম দামে তেল কিনছিল ভারত সহ অন্যান্য দেশ, তারা যাতে আর তেল না কেনে। মার্কিন সেনেটর বলেছেন, ''এটা সঠিক সময়ের সিদ্ধান্ত হবে, কারণ ইউক্রেন শান্তির জন্য প্রচেষ্টা করছে আর পুতিন শুধু মুখেই কথা বলছে, নিরাপরাধদের হত্যা করছে। এই বিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সেই সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেবে যারা রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল কিনছে, যা পুতিনকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে।''

কলকাতার ভুটিয়া মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন, মুহূর্তে পুড়ে ছাই ৫৫টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ শহরে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। কলকাতার ভুটিয়া মার্কেটে ভয়ংকর আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে অন্তত ৫৫টি দোকান। বাজারের ভিতর ও বাইরের অংশ মিলিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক দোকানে। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। যদিও ঠিক কী কারণে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল ও পুলিশ প্রশাসন। তদন্ত না শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলতে চাইছেন না আধিকারিকরা। ভুটিয়া সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এই বাজারে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক স্থানীয় ব্যবসায়ী শীতবস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের পোশাকের দোকান চালাতেন। হঠাৎ এই আগুনে কার্যত সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বহু ব্যবসায়ী। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। আগুন নেভাতে কাজে লাগে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতায় চারদিক ঢেকে যায় ঘন কালো ধোঁয়ায়। কিছু সময়ের জন্য গোটা এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। অগ্নিকাণ্ডের পর এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, বাজারে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা আদৌ ছিল কি না। পাশাপাশি আগুনের উৎস কোথায় এবং কীভাবে এত দ্রুত তা ভয়াবহ রূপ নিল, এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রনীল কুমারও। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে আগুনে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

বাইরে থাকা ভোটারদের আসতে হবে না শুনানিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ যেসব ভোটার সাময়িকভাবে বিদেশে রয়েছেন (পড়াশোনা, সরকারি কাজ, চিকিৎসা বা অন্য কোনও কারণে), তাঁদের শুনানিতে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এই ধরনের ভোটাররা চাইলে, তাঁদের অনুমোদিত কোনও পরিবারের সদস্যকে পাঠাতে পারবেন, সেই পরিবারের সদস্যকে ভোটারের সঙ্গে মঙ্গলবারই কমিশনের তরফে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। প্রথম দিকে কমিশনের অবস্থান ছিল, ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচন আধিকারিক। সেই কারণে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিল, কোন স্তরের আধিকারিক এই শংসাপত্র ইস্যু করেন। রাজ্য

সম্পর্কের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে এবং কমিশনের নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে। এদিকে, এসআইআর সংক্রান্ত নথি গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। সূত্র মারফ জানা যাচ্ছে, কমিশনের নির্ধারিত ১১টি নথির পাশাপাশি সিএএ সার্টিফিকেটকে প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত সেই সময় এল যখন মঙ্গলবারই কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কোনওভাবেই এসআইআর শুনানিতে গ্রাহ্য হবে না। কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই যাঁরা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন, তাঁদের ফের শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হতে পারে। সরকারের তরফে জানানো হয়, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জেলাশাসকরাই ইস্যু করতেন। পরে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসক বা এসডিওদের। ঘটনাচক্রে, এসআইআর পর্বে এই এসডিওরাই নির্বাচনী নথিভুক্তিকরণ আধিকারিক-র দায়িত্বেও রয়েছেন। এই ব্যাখ্যা পাওয়ার পরই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আদৌ এসআইআর-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ্য নথি কি না, তা জানতে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠায় রাজ্য সিইও দফতর। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এসআইআর শুনানিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

আইপ্যাক থেকে ফাইল সরিয়ে মমতা নিজের ভাবমূর্তির কফিনে শেষ পেরেক পুঁতলেন। শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার ভোটকুশলী সংস্থা আই-প্যাকের অফিস ও কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি নিয়ে উত্তাল বাংলার রাজ্য-রাজনীতি। তল্লাশি অভিযান শুরুর খবর পেয়েই জৈনের বাড়ি পৌঁছন মমতা। সূত্রের দাবি, সেখান থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও হার্ড ডিস্ক নিয়ে বেরিয়ে যান। তল্লাশি চলাকালীন তাঁর সেখানে উপস্থিতি নিয়ে উঠতে শুরু করে প্রশ্ন। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছন সল্টলেকে আই-প্যাকের অফিসে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ থাকেন এবং দেখা যায় একটি সাদা স্করপিও গাড়িতে বিভিন্ন নথি লোড করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, ওই সব ফাইল ও কাগজ নিয়ে বেরিয়ে যান মমতা। এই ঘটনারই ধিক্কার জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। অতীতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন কাজ করেছেন কি না সেনিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, এই ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। ইডি-র তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এই হস্তক্ষেপকে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' বলে আখ্যা দেন শমীক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজের সাংবিধানিক পদের প্রভাব খাটিয়ে প্রয়োজনীয় নথি কেড়ে নিয়েছেন, যা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই।'' তদন্তকারী সংস্থা কেন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে নথি ছিনিয়ে নেয়নি-এই প্রশ্ন উঠতেই শমীকের ব্যাখ্যা, একজন মুখ্যমন্ত্রী ও একজন মহিলার হাত থেকে বলপ্রয়োগ করে নথি কেড়ে নেওয়ার দৃশ্য গণতন্ত্রে শোভন নয়। তবে তা সত্ত্বেও তিনি জোর দিয়ে বলেন, ''মমতার এই আচরণ সম্পূর্ণ অনুচিৎ।'' একই সঙ্গে জানান,

বিজেপি কোনও ভাবেই ইডি-র মুখপাত্র নয়। কিন্তু তাঁদের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে স্পষ্ট, আইন মেনেই প্রমাণ হাতে পাওয়ার পর তল্লাশি শুরু হয়েছিল। সেই তদন্তেই বাধা দেওয়া হয়। এটা কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কাঙ্খিত নয় বলে মনে করেন শমীক। বুক ঠুকে বলেন, ''রাজনীতিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে দেশে বিজেপি কোনও নির্বাচনে অংশ নেয়নি।'' এর আগেও অনেক অফিসে ইডি, সিবিআই গেছে, রেড করেছে কিন্তু একটি বিশেষ অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, সেই তদন্তপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা মোটেও স্বাভাবিক নয়। এরাজ্যে অধিকাংশ তদন্ত চলছে আদালতের নির্দেশে। তার মাঝে আদালত অবমাননা, সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ, আধিকারিকদের ওপর আক্রমণ, তাদের কাছ থেকে কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, অপরাধীদের আড়াল করা, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা, দলকে সরানোর চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী, যোগ করেন বিজেপি নেতা। শেষে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এভাবে আক্রমণের নিন্দা জানান। ঘটনাকে 'নজিরবিহীন' বলে উল্লেখ করে তাঁর মত, ''গোটা দেশ এটা আজ দেখল। আর এনিয়ে ওঁর এমন কাজ ৩ বার। আগে রাজীব কুমারের সময় করেছিলেন, ধরনায় বসেছিলেন। তারপর ফিরহাদের ক্ষেত্রে অবস্থান করেছিলেন। সেটা তবুও হয়তো প্রতীকী প্রতিবাদ ছিল কিন্তু এবার একেবারে একটা অফিসে ঢুকে গিয়ে তাকে দলীয় কার্যালয় বানিয়ে ফেললেন, তাহলে তৃণমূল মানে কী!'' ফৌজদারি তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় এমন অনধিকার হস্তক্ষেপ কোনও সুস্থ সমাজ মেনে নিতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণে পশ্চিমবঙ্গের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আর তার বিচার করবে রাজ্যের মানুষই করবেন বলে জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। পাশাপাশি মনে করেন, মমতা নিজের ভাবমূর্তির কফিনে শেষ পেরেক পুঁতলেন আজ নিজেই।

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3 (1) AND 4 READ WITH REGULATION 13(4), 14(3) AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE REGULATIONS OF THE SECURITIES AND EXCHNAGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISTION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

LCC INFOTECH LIMITED

CIN No.: L72200WB1985PLC073196
Registered Office: P- 16, C.I.T. Road, P S Entally, Kolkata, West Bengal-700014, India
Contact No: +91-33-23570048 **Email Id:** corporate@lccinfotech.co.in **Website:** www.lccinfotech.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 4,38,34,271 (FOUR CRORE THIRTY EIGHT LAKHS THIRTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- (INDIAN RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE EMERGING VOTING SHARE CAPITAL# (AS DEFINED BELOW) OF THE LCC INFOTECH LIMITED ("LCCINFOTEC" OR THE "TARGET COMPANY" OR "TC") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF LCC INFOTECH LIMITED ("LCCINFOTEC" OR THE "TARGET COMPANY" OR "TC"), BY KUNJIT MAHESHBHAI PATEL ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF REGULATION 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER")

#The Emerging Voting Share Capital does not include equity shares arising from issue of convertible warrants approved by the board of directors on their meeting held on 03rd January, 2026, as such warrants shall not be converted into equity shares until ten working days from the closure of the tendering period of the open offer, in accordance with the terms of their issuance. An undertaking to this effect has been obtained from the proposed allottees. The terms of issuance of the warrants have been approved by the Board of Directors and are subject to the approval of the shareholders at the ensuing general meeting. Accordingly, these convertible warrants have not been considered for computing the Emerging Voting Share Capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

This detailed public statement ("DPS") is being issued by Grow House Wealth Management Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and Regulation 4 read with 13(4), 14(3) and 15(2), and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 pursuant to the public announcement ("PA") dated January 03, 2026 submitted with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), BSE Limited ("BSE") and the Target Company at its registered office in terms of Regulations 3(1) and 4 read with Regulation 14 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

Definitions:

"Emerging Voting Share Capital" refers to the total voting Equity Share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of the 10th Working Day from the closure of the Tendering Period for the Offer. The same has been calculated as per the information encapsulated in the table below:

Particulars of Shareholding	Number of Equity Shares	Face Value	Percentage of Voting Share Capital considering Post-Preferential Issue of Equity Shares
Pre-Preferential Issue of Equity Shares	12,65,93,350	₹2.00/-	75.09%
Preferential Issue of Equity Shares	4,20,00,000	₹2.00/-	24.91%
Total	**16,85,93,350**	–	**100.00%**

This does not envisage the conversion of warrants into equity shares since as per the confirmation received from the warrant holders, the conversion of warrants into equity shares shall be done only upon expiry of 10 working days from the completion of Offer Period in terms of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

"Equity Shares" means the fully paid-up and diluted equity shares of the Target Company of face value of Rs.2/- (Rupees Two Only) Each.

'Manager' refers to Grow House Wealth Management Private Limited, the Manager to the Open Offer.

"Offer" or "Open Offer" means the open offer for acquisition of up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty-Eight Lakhs Thirty-Four Thousand Two Hundred Seventy-One) Equity Shares, representing 26% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company.

"Offer Price" "means ₹3.55 /- (Rupees Three Point Fifty-Five only) Per Share.

"Offer Size" means 4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One) fully paid Equity Shares of the face value of ₹2/- each ("Offer Shares"), representing 26% (Twenty Six Percent) of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company.

"Pre-Issue Share Capital" means the paid-up Equity Share Capital of the Target Company prior to the Preferential Issue i.e., ₹25,31,86,700 (Indian Rupees Twenty-Five Crore Thirty-One Lakh Eighty-Six Thousand Seven Hundred only) representing 12,65,93,350 (Twelve Crore Sixty-Five Lakh Ninety-Three Thousand Three Hundred and Fifty) equity shares of ₹2.00 each.

"Preferential Issue of Equity Shares" or **"Proposed Preferential Issue Equity Shares"** refers to the proposed preferential issue as approved by the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, which is subject to approval of the members and other regulatory approvals of 4,20,00,000 Equity Shares at a preferential issue price of ₹3.55/- per Equity Share of the Target Company to the acquirer.

"Preferential Issue of Convertible Warrants" or **"Proposed Preferential Issue Convertible Warrants"** refers to the proposed preferential issue as approved by the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, subject to approval of the members and other regulatory approvals of 22,56,05,633 Warrants for cash at a price of ₹3.55/- per Convertible Warrant. Each Warrant is convertible into equal number of Equity Shares of the Target Company.

"Promoter and Promoter Group" refers to the existing promoters of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulations 2(1)(s) and 2(1)(t) of the SEBI (SAST) Regulations, read with Regulations 2(1)(oo) and 2(1)(pp) of the SEBI (ICDR) Regulations, namely Shreeram Bagla and Rachna Suman Shaw.

"Public Shareholders" shall mean all the public shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Open Offer, except the Acquirer, persons who are parties to Share Purchase Agreement and existing members of the promoter and promoter group of the Target Company, preferred allottees for the Preferential Issue of Equity Shares, and persons deemed to be acting in concert with such parties pursuant to and in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

"Share Purchase Agreement / SPA" shall mean the Share Purchase Agreement dated Saturday, January 03, 2026 executed between the Acquirer and the Selling Promoter Shareholder of the Target Company, pursuant to which the Acquirer has agreed to acquire 5,80,42,357 (Five Crore Eighty Lakhs Forty-Two Thousand Three Hundred Fifty-Seven) equity shares of Rs. 2/- each, representing 34.43% (Thirty-Four Point Forty Three Percent) of the Emerging voting share capital of the Target Company, at a negotiated price of ₹3.55/- (Rupees Ten Only) per equity share, aggregating to a maximum consideration of ₹20,60,50,368 (Rupees Twenty Crore Sixty Lakhs Fifty Thousand Three Hundred Sixty-Eight only), payable subject to the terms and conditions specified in the Share Purchase Agreement

"Sale Shares" collectively refers to 5,80,42,357 Equity Shares representing 34.43% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company, proposed to be acquired by the Acquirer from the Selling Promoter Shareholder, as per the conditions stipulated under the Share Purchase Agreement.

"SCRR" means Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended.

"SEBI (ICDR) Regulations" refers to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and subsequent amendment thereto.

"SEBI (LODR) Regulations" refers to Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subsequent amendment thereto.

"SEBI (SAST) Regulations" refers to Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendment thereto.

"Seller / Selling Promoter Shareholder" means and includes, Shreeram Bagla and Rachna Suman Shaw, the current member of promoter and promoter group of the Target Company, that have entered into the SPA (as defined below) to sell 5,80,42,357 (Five Crore Eighty Lakhs Forty-Two Thousand Three Hundred Fifty-Seven) Equity Shares constituting 45.85% of the Pre-Issue Share Capital of the Target Company.

"SEBI" means the Securities and Exchange Board of India;

"Target Company" or "TC" or "LCCINFOTEC" refers to LCC Infotech Limited, a public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, bearing corporate identity number 'L72200WB1985PLC073196', bearing Permanent Account Number 'AACCA2580J' allotted under the Income Tax Act, 1961, with its registered office located at P- 16, C.I.T. Road, P S Entally, Kolkata, West Bengal-700014, India.

"Tendering Period" means the period of 10 (ten) Working Days during which the Public Shareholders may tender their Equity Shares in acceptance of the Offer, which shall be disclosed in the Letter of Offer;

"Underlying Transaction" refers to the transaction for sale and purchase of the Sale Shares as contemplated under the Share Purchase Agreement.

"Working Day" means any working day of SEBI.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

(A) DETAILS OF ACQUIRER AND THE PAC:

1. Acquirer – Mr. Kunjit Maheshbhai Patel

1.1 Kunjit Maheshbhai Patel, son of Mr. Mahesh Apabhai Patel, aged about 41 years, Indian Resident, bearing Permanent Account Number 'APLPP0167P' allotted under the Income Tax Act, 1961, resident at 34, Safal Vivaan-1, Near Gota Flyover, S G Highway, Gota, Ahmedabad, Gujarat- 382481, India. The Acquirer can be contacted via telephone at '+91- 9978607608' or via Email Address at 'kmp@pateljain.com'.

1.2 Acquirer holds DIN '06719295' and is acting as a director or designated partner in the following stated companies:

Sr. No.	Name of the Company/ Name of the LLP	CIN/LLPIN	Date of Appointment	Designation
1	RFBL Flexi Pack Limited	U25202GJ2005PLC046403	Wednesday, 28 December, 2022	Managing Director cum Promoter
2	Meridian Finance Private Limited	U65923GJ1994PTC023932	Thursday, 01 May, 2025	Independent Director
3	N Events Club Limited	U93097GJ2016PLC092472	Wednesday, 15 June, 2016	Director cum Promoter

1.3 The Net Worth of the Acquirer as of Thursday, January 01, 2026, stands at ₹4749.74 Lakhs as certified by Mr. CA Sarang Chavan, Chartered Accountants, holding membership number '142576', proprietor at M/s. Sarang Shivajirao Chavan and Associates, Chartered Accountants, bearing firm registration number '159649W'. The firm has its office located at 35, 4th Floor, Shree Krishna Tower, Near Navrangpura Jain Derasar, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, India, Mobile Number: +91-9974623154; Email: chavansarang1@gmail.com.

1.4 As on date of this detailed public statement, the Acquirer has confirmed, warranted, undertaken, and declared that:

1.4.1 The Acquirer does not hold any Equity Shares of the Target Company. Furthermore, the Acquirer has not purchased any Equity Shares of the Target Company between the date of the Public Announcement and the date of this Detailed Public Statement.

1.4.2 The Acquirer except for being a party of the Share Purchase Agreement, has no other interest or any other relationship in or with the Target Company

1.4.3 The Acquirer does not belong to any group.

1.4.4 The Acquirer is not forming part of the present promoter and promoter group of the Target Company.

1.4.5 There is/ are no director(s) representing the Acquirer on the board of the Target Company.

1.4.6 The Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act or under any other Regulation made under the SEBI Act.

1.4.7 The Acquirer has not been categorized nor are appearing in the 'Wilful Defaulter or a Fraudulent Borrower' list issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on wilful defaulters or fraudulent borrowers issued by Reserve Bank of India

1.4.8 The Acquirer is not declared as 'Fugitive Economic Offenders' under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

1.4.9 No person is acting in concert with the Acquirer for the purposes of this Offer. While persons may be deemed to be acting in concert with the Acquirer in terms of Regulation 2(1)(q)(2) of the SEBI (SAST) Regulations ('Deemed PACs'), however, such Deemed PACs are not acting in concert with the Acquirer for the purposes of this Offer, within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

1.4.10 The Acquirer will not sell the Equity Shares of the Target Company, held, and acquired, if any, during the Offer Period in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

1.4.11 As per Regulation 38 of the SEBI (LODR) Regulations read with Rule 19A of the SCRR, the Target Company is required to maintain minimum public shareholding, as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. Upon completion of the Transactions, if the public shareholding of the Target Company falls below the minimum level of public shareholding as required to be maintained by the Target Company as per the SCRR and the SEBI (LODR) Regulations, the Acquirer undertakes to take necessary steps to facilitate the compliance by the Target Company with the relevant provisions prescribed under the SCRR as per the requirements of Regulation 7 (4) of the SEBI (SAST) Regulations and/or the SEBI (LODR) Regulations, within the time period stated therein, i.e., to bring down the non-public shareholding to 75.00% within 12 months from the date of such fall in the public shareholding to below 25.00%, through permitted routes and/or any other such routes as may be approved by SEBI from time to time. Upon completion of this Offer, assuming full acceptances, the Acquirer will hold 14,38,76,628 Equity Shares, representing 85.34% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company.

1.4.12 Pursuant to the consummation of this Underlying Transactions, the Acquirer will acquire control over the Target Company the sellers will cease to be Promoters of the Target Company and relinquish the management and control of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations and as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulation.

1.4.13 The Acquirer does not have an intention to delist the Target Company pursuant to this Offer.

(B) DETAILS OF SELLERS:

Sr. No.	Name of Sellers	Part of Promoter and Promoter Group (Yes / No)	Details of shares held by the Sellers			
			Pre-Transaction		Post Transaction	
			Number of Equity Shares	% of Equity Share Capital of the Target Company*	Number of Equity Shares	% of Equity Share Capital of the Target Company**
1	Mr. Shreeram Bagla PAN: AGPPB2841R Address: CF -72 Sec-1, Saltlake, BNCC Block, Bidhannagar (M), North 24 Parganas - 700064, West Bengal, India	Yes	2,90,25,566	22.93	Nil	Nil
2	Ms. Rachna Suman Shaw PAN: CQHPS4524E Address: Indralok Apartment, 7th Floor, Flat 701, 187 N.S.C. Bose Road, Regent Park, Kolkata -700040, West Bengal, India	Yes	2,90,16,791	22.92	Nil	Nil
	Total		**5,80,42,357**	**45.85**	**Nil**	**Nil**

*The percentage have been calculated on the basis of Pre-Issue Share Capital of the Target Company.

**The percentage have been calculated on the basis of Emerging Voting Share Capital of the Target Company.

- The Seller have entered into the Share Purchase Agreement dated January 03, 2026 with the Acquirer.
- The Seller have not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

Pursuant to completion of the sale and purchase of the sale shares, i.e. 5,80,42,357 Equity Shares representing 45.85% of the total paid-up equity shares capital of the Target Company, the sellers will cease to be Promoters of the Target Company and relinquish the management and control of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations and as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulation.

(C) DETAILS OF TARGET COMPANY – LCC Infotech Limited

- The Target Company was incorporated as a Public limited Company on December 17,1985 under the provisions of Companies Act, 1956 as "Sintex Apartments Limited" vide Certificate of Incorporation dated December 17, 1985, issued by Registrar of Companies, Delhi at Haryana. The name of the Target Company was subsequently changed from "Sintex Apartments Limited" to "Arihant Housing Finance Limited" vide fresh Certificate of incorporation dated December 18, 1995, issued by Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. The name of the Target Company was further changed to the present name LCC Infotech Limited and a Fresh Certificate of Incorporation consequent on change of name was received from Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on July 14, 1998. The Registered office of the Target Company was shifted from state of Delhi to the state of West Bengal, vide certificate dated July 27, 1995, issued by Company Law Board, Northern Region Bench, New Delhi. There has been no change in the name of the Target Company in the last 3 (three) years.
- The Registered Office of the Target Company is presently situated at P- 16, C.I.T. Road P S Entally, Kolkata-700014, West Bengal. Tel No: +91 33-23570048, Email: corporate@lccinfotech.co.in; Website: www.lccinfotech.in. The Corporate Identification Number ("CIN") of the Target Company is L72200WB1985PLC073196.
- The Target Company proposes to shift its registered office from the State of West Bengal to the State of Gujarat Subject to receipt of requisite approvals, including approval of the shareholders and statutory authorities.
- The Target Company is a public limited Company engaged in the business IT training through Learning Centers, Software Development, Corporate H. R. Skill Development/ Technical up-gradation, LCC school for undertaking Turnkey Projects for implementing ICT Courses at schools and college levels, university degree programs through distance learning, skill development initiatives for state and central government departments. The Equity Shares (as defined hereinafter) of the Company are listed on the Stock Exchanges (as defined hereinafter) in India.
- The Target Company proposes to alter its object clause to, inter alia, include businesses relating to (i) Music, Media and Entertainment, (ii) Jewellery and Ornaments, (iii) Real Estate and Construction, and (iv) Tours and Travel Services, along with allied and incidental activities, Subject to receipt of requisite approvals, including approval of the shareholders and regulatory authorities.
- As on the date of this DPS, the Authorized Share Capital of the Company is ₹51,00,00,000/- comprising of 25,50,00,000 equity shares of Rs. 2.00/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Target Company is ₹25,31,86,700/- comprising of 12,65,93,350 equity shares of Rs. 2.00/- each fully paid up. The Target Company proposes to increase its authorised share capital from ₹51,00,00,000 (Rupees Fifty-One Crore Only) to ₹80,00,00,000 (Rupees Eighty Crore Only) and to make consequential alterations to the Capital Clause of the Memorandum of Association subject to receipt of requisite approvals, including approval of the shareholders.
- As disclosed in the shareholding pattern filed by the Target Company with Stock Exchanges for quarter ended September 30, 2025, in accordance with Regulation 31 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, there are no: (i) partly paid Equity Shares; (ii) shares in locked-in and (iii) no outstanding convertible securities which are convertible into Equity Shares (such as depository receipts, fully convertible debentures, warrants, or employee stock options), issued by the Target Company.
- The Equity Shares of Target Company are presently listed on BSE Limited ("BSE") (Scrip Code: 532019 and Scrip id: LCCINFOTEC) and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (Symbol: LCCINFOTEC). The ISIN of Equity Shares of Target Company is INE938A01021. The marketable lot of Target Company is 1 (One). As on the date of this DPS, the shares of the company are trading under Graded Surveillance Measure (GSM) stage 2.
(Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com)
- As on date of this DPS, The Equity Shares of the Target Company are not frequently traded on NSE and BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.
- Due to the failure to comply with the erstwhile listing agreement (presently "SEBI LODR Regulations") Target Company was suspended from trading on the BSE Limited w.e.f February 14, 2003, and from trading on the National Stock Exchange of India Limited w.e.f July 06, 2018. Further BSE vide Notice bearing number 20210323-49 dated March 23, 2021, and National Stock Exchange of India Limited circular ref no 0292/2021 dated March 23, 2021, notified that the suspension in trading of equity shares of LCC Infotech Limited was revoked w.e.f. March 31, 2021. As on date of the DPS, the equity shares of the Target Company are traded on the Exchanges.

(BSE Source: https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DispNewNoticesCirculars.aspx?page=20210323-49) and (NSE Source: https://www.nseindia.com/resources/exchange-communication-circulars)

- Due to violation of erstwhile listing agreement of (presently "SEBI LODR Regulations") by the Target Company, on June 26, 2018, Delisting committee of BSE limited had passed an order against Target Company to compulsorily delist the Equity Shares of the Target Company from the Exchange. Further due to order to compulsory delist the shares the Target Company, its erstwhile whole-time directors, erstwhile promoters and the companies which were promoted by any of them were directly or indirectly restrained from accessing the securities market or seek listng for any equity shares for a period of ten years from the effective date, i.e. July 04, 2018. The said order of restraining was revoked by BSE vide letter dated November 15, 2018.
- As on date of this DPS, except as disclosed herein, there are no directions in force or proceedings pending against the Target Company under SEBI Act, 1992 and regulations made there under. SEBI has passed an order dated November 12, 2024, imposing a monetary penalty on the Target Company and other noticees with regards to misrepresented/ misstated financials statements and did not adhere to accounting standards regarding loans, investments and debtors in financial statements violating regulations 4(1), 4(2)(e), 33(1)(a), 33(1)(c), 34(3) and 48 of sebi (lodr) regulations, 2015. The said penalty has since been paid by the Target Company, and there are no further proceedings pending against the Target Company in relation to the said matter as on the date of this DPS.
- The key financials of the Target Company based on its annual audited standalone financial statements as on and for the financial years ended on 31 March 2025, 31 March 2024, 31 March 2023 and limited review consolidated financials for the 6 months period from 1 April 2025 to 30 September 2025 are as follows:

(₹in Lakhs except EPS)

Particulars	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-25	6 months period from 1 April 2025 to 30 September 2025
Total Revenue#	171.12	298.12	52.30	3.03
Profit After Tax (PAT) including Other Comprehensive Income	(64.08)	(5332.44)	(215.84)	(20.63)
Earnings Per Share (₹)	(0.05)	(4.21)	(0.17)	(0.016)
Networth / Shareholder's Fund$	5615.34	282.90	67.06	46.44

Total Revenue includes revenue from operations and other income

$ Networth= Equity Capital + Other Equity

(Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com)

(D) DETAILS OF THE OFFER

- This offer is mandatory open offer being made by the Acquirer in compliance with Regulations 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations 2011, pursuant to the execution of SPA for the substantial acquisition of shares or voting rights and control over target company, to the public shareholders of Target Company.
- The Acquirer are giving this Open Offer to acquire up to **4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One)** fully paid-up equity shares having face value of ₹2 (Rupees Two only) each, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of **₹3.55/- (Rupees Three point Fifty Five Paisa Only)** per Equity Share ("Offer Price") aggregating a maximum consideration of **₹15,56,11,663 (Rupees Fifteen Crore Fifty-Six Lakhs Eleven Thousand Six Hundred and Sixty-Three only)**, payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement ("PA"), this Detailed Public Statement ("DPS") and the Letter of Offer ("LoF"), which will be sent to the Eligible Equity Shareholders of the Target Company.
- The offer price has been determined in accordance with Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI SAST Regulations, 2011. Assuming full acceptance of the offer, the total consideration payable by the Acquirer under the offer will be ₹15,56,11,663 (Rupees Fifteen Crore Fifty-Six Lakhs Eleven Thousand Six Hundred and Sixty-Three only).
- The Offer Price will be paid in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The payment of consideration shall be made to all the shareholders, who have tendered their equity shares in acceptance of the Open Offer, within ten working days of the expiry of the Tendering Period as per secondary market pay out mechanism.
- As on date of this DPS, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable at a later date before the completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- As on date, there are no instruments pending for conversion into Equity Shares.
- The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents required by them to sell the Equity Shares on the foregoing basis.
- If the aggregate number of equity shares validly tendered in this open offer by the Public Shareholders, is more than the Offer Size, then the equity shares validly tendered by the public shareholders will be accepted on a proportionate basis, subject to acquisition of a maximum of 4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One) Equity Shares, representing 26% of the emerging voting share capital and hence there is no certainty that all the Equity Shares tendered by the Public Shareholders in the Open Offer will be accepted. The unaccepted Equity Shares will be returned to the Public Shareholders in accordance with the schedule of activities for the Open Offer.
- The Acquirer intend to retain the listing status of the Target Company and no delisting offer is proposed to be made.
- This Open Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- This Open Offer is not a competing offer in terms of Regulations 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of shares of the Target Company.
- In accordance with Regulation 23(1)(c) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations"), the Acquirer shall have the right to withdraw the Open Offer in the event that: (i) any of the statutory or regulatory approvals specified in this Detailed Public Statement ("DPS"), or those which may become applicable prior to the completion of the Open Offer, are not received or are denied, for reasons beyond the reasonable control of the Acquirer; or (ii) any condition precedent to the underlying transaction that triggers the obligation to make the Open Offer is not fulfilled due to circumstances outside the reasonable control of the Acquirer; and (iii) in the opinion of SEBI, such circumstances warrant the withdrawal of the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer through the Manager to the Open Offer, shall, within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- The Manager to the Open Offer, Grow House Wealth Management Private Limited does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager to the Open Offer and as on the date of this DPS. The Manager to the Open Offer further declares and undertakes that it shall not deal on its account in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Open Offer till the expiry of 15 days from the date on which the payment of consideration to the shareholders who have accepted the Open Offer or the date on which the Open Offer is withdrawn, as the case may be.
- In terms of Regulation 25(2) of SEBI SAST Regulations, 2011, as at the date of this DPS, the Acquirer do not have any plans to dispose of or otherwise encumber any material assets of the Target Company in the next 2 (two) years, except: (i) in the ordinary course of business (including for the disposal of assets and creating encumbrances in accordance with business requirements); or (ii) with the prior approval of the shareholders of the Target Company; or (iii) to the extent required for the purpose of restructuring and/or rationalization of assets, investments, liabilities or business of the Target Company; or (iv) in accordance with the prior decision of board of directors of the Target Company.
- As per Regulation 38 of the SEBI (LODR) Regulations read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended, the Target Company is required to maintain minimum public shareholding, as determined in accordance with the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended, on a continuous basis for listing. Upon completion of the Underlying Transaction and this Offer, if the public shareholding of the Target Company falls below the minimum level of public shareholding as required to be maintained by the Target Company as per the Securities Contract (Regulation) Page 18 of 66 Rules, 1957, as amended, and the SEBI (LODR) Regulations, the Acquirer and PAC undertakes to take necessary steps to facilitate the compliance by the Target Company with the relevant provisions prescribed under the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended, as per the requirements of Regulation 7 (4) of the SEBI (SAST) Regulations and/or the SEBI (LODR) Regulations, within the time period stated therein, i.e., to bring down the non-public shareholding to 75.00% within 12 months from the date of such fall in the public shareholding to below 25.00%, through permitted routes and/or any other such routes as may be approved by SEBI from time to time. Upon completion of this Offer, assuming full acceptances, the Acquirer will hold 14,38,76,628 Equity Shares, representing 85.34% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company.
- Pursuant to the consummation of the Underlying Transaction and subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirer will acquire control over the Target Company and will be reclassified as part of Promoter and Promoter group of the Target Company. Existing Promoter(s) / Promoter Group of the Target Company shall cease to be the 'promoters and promoter group' of Company in accordance with the SEBI (SAST) Regulations and SEBI (Issue of Capital and Disclosures Requirements) Regulations, 2018.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

(A) On **January 03, 2026,** the Acquirer entered into a Share Purchase Agreement with the Seller ('SPA'), to which the Acquirer have agreed to acquire **5,80,42,357 Equity Shares** constituting **34.43%** of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company at a negotiated price of **₹3.55/-** (Rupees Three point Fifty Five Paisa Only) per Equity Share aggregating to **a maximum consideration of ₹20,60,50,367 (Rupees Twenty Crore Sixty Lakhs Fifty Thousand Three Hundred Sixty Seven only)**, payable in cash subject to the terms and conditions as set out in the SPA.

(B) Upon consummation of the Underlying Transaction contemplated in the Share Purchase Agreement and post successful completion of the Offer, the Acquirer will acquire control over the Target Company and the Acquirer shall become the promoter of the Target Company in accordance with the provisions of the SEBI (LODR) Regulations. Upon sale of the entire shareholding of the Selling Promoter Shareholders in the Target Company pursuant to the Share Purchase Agreement, they will cease to be members of the promoter and promoter group of the Target Company in accordance with the applicable law.

(C) Through the SPA , the Acquirer is making this Open Offer in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 to acquire up to **4,38,34,271** equity shares having face value of ₹2 each, representing 26.00% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company at a price of **₹3.55/-**per equity share **("Offer Price")**, aggregating to **₹15,56,11,663/-**, payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement **("PA")**, this Detailed Public Statement **("DPS")** and the Letter of Offer **("LoF")**, which will be sent to the Eligible Equity Shareholders of the Target Company. Pursuant to the Underlying Transaction and upon completion of the Open Offer, the Acquirer shall have control over the Target Company and become the Promoter of the Target Company. Further the Promoters/Promoter Group Shareholders shall cease to be Promoter and Promoter Group of the Target Company and shall be classified as public shareholders in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

(D) The Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, has authorized a allotment of Equity Shares on preferential Basis of 4,20,00,000 (Four Crore Twenty Lakh) fully paid up equity shares of face value of Rs 2/- (Rupees Two only) each representing 25.91% (Twenty Five Point Ninety One) of Emerging Voting Share Capital of the Target Company to the acquirer in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto ("SEBI ICDR Regulations, 2018").

(E) The Board of Directors of the Target Company, also at their meeting held on has Saturday, January 03, 2026 proposed preferential issue subject to approval of the members and other regulatory approvals of 22,56,05,633 Warrants for cash at a price of ₹3.55/- per Convertible Warrant. Each Warrant is convertible into equal number of Equity Shares of the Target Company. The terms of issuance of the warrants have been approved by the Board of Directors and are subject to the approval of the shareholders at the ensuing general meeting. Accordingly, these convertible warrants have not been considered for computing the Emerging Voting Share Capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

(F) The consideration payable, for the shares accepted under the Open Offer to the respective shareholders, shall be paid in cash.

(G) Silent Features of the SPA are as follows:

1. The Acquirer has agreed to purchase, and the Sellers have agreed to sell and transfer, 5,80,42,357 fully paid-up equity shares, representing 45.85% of the paid-up equity share capital of the Target Company, in accordance with the terms and conditions set out in the SPA.
2. The transactional execution of the SPA, including transfer of the Sale Shares, shall be carried out only after completion of the Open Offer and in compliance with the provisions of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and within such timelines as may be prescribed by SEBI from time to time.
3. The Acquirer has paid an advance consideration of ₹6,00,00,000 (Rupees Six Crore Only) to the Sellers on execution of the SPA. The balance purchase consideration shall be paid within seven days from receipt of regulatory approvals for the Open Offer, subject to fulfilment of the condition's precedent under the SPA.
4. The Sellers have represented and warranted that they are the legal and beneficial owners of the Sale Shares and that the Sale Shares are fully paid-up, freely transferable, and free from all encumbrances, liens, claims, pledges or third-party rights of any nature whatsoever.
5. Pursuant to the acquisition of the Sale Shares under the SPA and subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirer shall acquire control over the Target Company. Upon completion of the Open Offer, the Acquirer or his nominees shall be inducted as promoters of the Target Company, and the existing promoters shall relinquish control and be reclassified in accordance with Regulation 31A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
6. The SPA expressly provides that no ownership, voting rights, beneficial interest or control over the Sale Shares or the Target Company shall vest in the Acquirer prior to completion of the Open Offer, except as permitted under Regulation 22 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
7. The Sellers have undertaken to conduct the business of the Target Company in the ordinary course from the date of execution of the SPA until Closing and not to undertake any material corporate actions without prior written consent of the Acquirer, except as permitted under applicable laws.
8. The Sellers have agreed to indemnify the Acquirer and the Target Company against losses, liabilities, penalties or claims arising out of any breach of representations, warranties or non-compliances relating to the period prior to completion of the transaction, as provided under the SPA.
9. The SPA may be terminated in the event of failure to complete the Open Offer, non-receipt of statutory approvals, or non-compliance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in accordance with the terms of the SPA.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding of the Acquirer in Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Sr. No	Particulars	ACQUIRER	
		No. Of Shares	% of Emerging Voting Share Capital*
i.	Shareholding as on PA date	Nil	Nil
ii.	Shares agreed to be acquired under SPA	5,80,42,357	34.42%
iii.	Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil
iv.	Proposed Allotment of Equity Shares on Preferential Basis	4,20,00,000	24.91%
v.	Shares to be acquired in the Open Offer (assuming full acceptances	4,38,34,271	26%
vi.	Post Offer shareholding [assuming full acceptance] (As on 10th working day after closing of tendering period)	14,38,76,628	85.34%

*The Emerging Voting Share Capital does not include equity shares arising from issue of convertible warrants approved by the board of directors on their meeting held on 03rd January, 2026, as such warrants shall not be converted into equity shares until ten working days from the closure of the tendering period of the open offer, in accordance with the terms of their issuance. An undertaking to this effect has been obtained from the proposed allottees. The terms of issuance of the warrants have been approved by the Board of Directors and are subject to the approval of the shareholders at the ensuing general meeting. Accordingly, these convertible warrants have not been considered for computing the Emerging Voting Share Capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations

Note: In the event the shareholding of the Acquirer in the Target Company, after completion of the Open Offer and the Underlying Transaction exceeds 75% of the equity share capital of the Target Company, the Acquirer shall undertake such actions within the timelines specified under the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 ("SCRR"), as deemed appropriate by the Acquirer, to meet the minimum public shareholding requirements specified under SCRR.

IV. OFFER PRICE

(A) The equity shares of the Target Company are listed on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") only, having a below Scrip ID of each stock exchange:

Name of Stock Exchange	Scrip Name	Scrip Code	Group
BSE	LCCINFOTEC	532019	T
NSE	LCCINFOTEC	—	BE

(B) The annualized trading turnover in the equity shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the 12 (twelve) calendar months prior to the month of Public Announcement (January 01, 2025 to December 31, 2025) is as given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of Equity Shares traded during the 12 (Twelve) calendar months prior to the month of PA	Total Number of Listed Shares	Annualized Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Shares)
BSE	87,08,774	12,65,93,350	6.88%
NSE	1,18,61,947	12,65,93,350	9.37%

(Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com)

(C) Based on the information available on the website of BSE and NSE, the equity shares of the Target Company are not frequently traded on the NSE and BSE (within the meaning of explanation provided in 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations). Hence, the Offer Price of **₹3.55/-** (**Rupees Three Point Fifty-Five Paisa Only**) per fully paid-up Equity Share has been determined as per the parameters as set out in terms of Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations,

(a)	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	₹3.55/-
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition during the 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA	NA
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition during 26 (Twenty-Six) weeks period immediately preceding the date of PA	NA
(d)	In case of frequently traded shares, the volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on BSE	NA
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirer and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	₹3.19/-
(f)	The per Equity Share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, if applicable	Not Applicable, sincethis is not an indirect acquisition of Equity Shares

In view of the parameters considered and presented in table above, in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of **₹3.55/-** (**Rupees Three Point Fifty-Five Paisa Only**) per fully paid-up Equity Share is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(D) Pursuant to regulation 8 (17) of the SEBI (SAST) Regulations, there has been no confirmation for any reported event or information provided by the Target Company due to any material price movement as per the framework specified under sub-regulation (11) of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations and thus no exclusion or adjustment has been made for determination of offer price under the SEBI (SAST) Regulations.

(E) Since the date of the Public Announcement and as on the date of this DPS, there have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price may be revised in the event of any corporate actions like bonus, rights, split, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls within 3 (three) Working Days prior to the commencement of Tendering Period of the Offer and Public Shareholders shall be notified in case of any revision in Offer Price and/or Offer Size.

(F) In the event of any acquisition of Equity Shares by the Acquirer during the Offer period, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. However, the Acquirer shall not acquire any Equity Shares after the 3rd Working Day prior to the commencement of the tendering period of this Offer and until the expiry of the tendering period of this Offer.

এস. আই. আর. শুনানির লাইনে মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে এস. আই. আর-এর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু। মৃত ব্যক্তির নাম রমজান আলি, বয়স ৩৮ বছর। বৃহস্পতিবার সকালে বারাসত ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে হাজির হয়েছিলেন। শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রমজান আলি মধ্যমগ্রাম বিধানসভার রহণ্ডা চণ্ডীগড় পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ছিলেন। জানা গেছে, সকাল থেকেই বিডিও অফিসে এস. আই. আর-এর শুনানির কাজ চলছিল। বিভিন্ন নথি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য রমজানকে হাজির হওয়ার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। লাইনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমে কিছুটা অসুস্থ বোধ করলেও মুখে ও চোখে জল দিয়ে সাময়িক সুস্থ থাকেন। কিন্তু কিছু সময় পর আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা গুরুতর হলে তাঁকে কাছে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ সহ তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা পরিবারের সঙ্গে পৌঁছে সমবেদনা জানিয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, এস. আই. আর-এর কারণে রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অমানবিক আচরণেরও নিন্দা করেন।

শিলিগুড়িতে নদীর জলে ডুবে মৃত যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভীমবারে মতিয়া নদীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল যুবকের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত যুবকের নাম জিৎ সরকার (১৭)। সে দার্জিলিং জেলার ভিমবারের ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে ওই যুবক নদীতে গিয়েছিল। এর পর আচমকাই নদীতে পড়ে জলে ডুবে যায়। এই দেখে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ওই যুবককে উদ্ধার করে। এবং ওই যুবককে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎস্ক সক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনার পরেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। বিধান নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

যেনতেন প্রকারে ওরা রাজ্য দখলের পরিকল্পনা করেছে, আমরাও আর চুপ থাকব না

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যেনতেন প্রকারে ওরা রাজ্য দখলের পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু আমরাও আর চুপ করে বসে থাকব না। চুপ করে সহ্য করব না। দরকার হলে আমরা মারামারি করব।' বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মন্ত্রী অরূপ রায়ের। দলের নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়ে ওই মন্তব্য করেন তিনি। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি তৎপরতা ও নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিহিংসা মূলক পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং টাউনে প্রতিবাদ মিছিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হাওড়াতেও এদিন প্রতি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল হয়। মধ্য হাওড়ার প্রতিবাদ মিছিলে মন্ত্রী অরূপ রায় নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, 'আইপ্যাকের অফিসে ক্যান্ডিডেট ফাইল হাতিয়ে নিচ্ছিল ইডি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এভাবে এজেন্সিদের ব্যবহার করে তথ্য লুটপাট করার চেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়েই আমরা আজ প্রতিবাদে পথে নেমেছি।' অরূপ রায় আরও বলেন, 'বিজেপি বাংলা দখল করার স্বপ্ন এবং মানসিকতা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। প্রথমে এস. আই. আর চালু করে বাংলার প্রকৃত ভোটার এবং মহিলা ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, ভুয়ো ভোটারদের নাম তোলা, অন্য রাজ্যের ভোটারদের নাম এখানে তুলে তাদের দিয়ে ভোট দেওয়ানো এমন কাজ তারা করছে। এদিন তারা আমাদের এজেন্সি আইপ্যাক দপ্তরেও হানা দিয়েছে। কোনও কারণ ছাড়াই এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা তারা ঘটিয়েছে। এমনকি গোপন প্রার্থী তালিকা, গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার জন্য বাংলা জুড়ে প্রতিটি ব্লকে দলের পক্ষ থেকে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে বিজেপি জীবনে কোনওদিন পারবেনা। সেই কারণে তারা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে। তারা যেনতেন প্রকারে রাজ্য দখলের পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আমরাও আর চুপ করে বসে থাকব না। চুপ করে সহ্য করব না। দরকার হলে আমরা মারামারি করব। বিজেপি চক্রান্ত ছাড়া কিছু জানেনা। নির্বাচন কমিশন অপদার্থ। এমন 'তঞ্চক', 'দালাল' নির্বাচন কমিশন আগে কোনওদিন দেখিনি। এই নির্বাচন কমিশন বিজেপি'র ধামা ধরা। বিজেপি'র কথামতো এরা চলছে। এরা প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে একটা ভুয়ো ভোটার তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করছে। দীর্ঘদিন ধরে এর প্রতিবাদ আমরা করেছি। আজও এর প্রতিবাদ করছি। আজকে যা ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। এর বিরুদ্ধে সারা বাংলা সোচ্চার। এর জবাব আগামী নির্বাচনে বিজেপি পাবে। বিজেপি কোনওদিন রাজনৈতিক মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে এবং রাজ্য দখলের পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আমরা চুপ করে থাকব না। রুখে দাঁড়াব। নির্বাচনের আগে এটা একটা বিজেপির ষড়যন্ত্র।' প্রসঙ্গত, এদিন বিকেল ৩টেয় মধ্য হাওড়ার পার্বতী সিনেমা হলের সামনে থেকে মল্লিক ফটক পর্যন্ত বিশাল এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের পরামর্শদাতা সংস্থা 'আইপ্যাকে'র সল্টলেক সেক্টর ফাইভের দফতরে বৃহস্পতিবার সকালে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। একই সঙ্গে সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাসভবনেও তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। দিল্লি থেকে বিশেষ তদন্তকারী দল কলকাতায় এসে এই তল্লাশি চালায় বলে খবর। আইপ্যাকের দফতর ও কর্ণধারের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরট হানার খবরে রাজ্যজুড়েই রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতি তৎপরতা ও নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিহিংসা মূলক পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দলের নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং টাউনে প্রতিবাদ মিছিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর ফাঁদে কোটি টাকার প্রতারণা, নদিয়া থেকে গ্রেপ্তার দু'জন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর ভয় দেখিয়ে প্রায় দু'কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। নদিয়ার হাঁসখালি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জন অভিযুক্তকে। ধৃতদের নাম দেবতনু সরকার এবং সৌরভ বিশ্বাস। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই দু'জনই একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং অনলাইন মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতানোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বুধবার সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নদিয়ার হাঁসখালি থানা এলাকায় অভিযান চালায় লালবাজারের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্তদের উপর নজরদারি চলছিল। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বাড়িও হাঁসখালি এলাকাতেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের হেফাজত থেকে দুটি মোবাইল ফোন, চারটি পাসবুক, একটি চেকবুক, ছ'টি এটিএম কার্ড এবং একটি বিশেষ 'হার্ডওয়্যার ওয়ালেট' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই হার্ডওয়্যার ওয়ালেটের মধ্যেই প্রায় ৩,৮০০ ডলারের সমমূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি মজুত ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এছাড়াও ধৃতদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা একাধিক সন্দেহজনক ডিজিটাল নথি ও লেনদেনের তথ্য পেয়েছেন। সেগুলির মাধ্যমে এই প্রতারণা চক্রের বিস্তার এবং আর কে কে এর সঙ্গে যুক্ত, তা জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া সমস্ত নথি ও ডিজিটাল তথ্য খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই প্রতারণার সূত্রপাত চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। কলকাতার নেতাজিনগর এলাকার এক বাসিন্দাকে টার্গেট করে প্রতারকরা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার আধিকারিক বলে পরিচয় দেয়। ওই ব্যক্তিকে জানানো হয়, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এবং তাঁকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এ রাখা হয়েছে। ভয় ও মানসিক চাপে ফেলে ধাপে ধাপে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় বলে অভিযোগ। প্রতারিত ব্যক্তি বিষয়টি বুঝতে পেরে নেতাজিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে লালবাজার। ব্যাঙ্ক লেনদেন, ফোন কলের সূত্র এবং ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা ধীরে ধীরে প্রতারণা চক্রের হদিস পান। তদন্তের সূত্র ধরেই নদিয়ার হাঁসখালিতে এই অভিযান চালানো হয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ধৃতদের দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে। তাঁদের জবানবন্দির ভিত্তিতে প্রতারণা চক্রের অন্য সদস্যদের নাম উঠে আসতে পারে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা।

বিশেষ বাস পরিষেবা দেবে রাজ্য পরিবহন দপ্তর

দুরন্তবার্তা, সুমন দে ঃ আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় পূর্ণার্থীদের যাতায়াতের জন্য রাজ্য পরিবহন দপ্তর বিশেষ বাস পরিষেবা দেবে। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এই বিশেষ বাস পরিষেবা চলবে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম ডব্লু বি টি সি ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম এস বি এস টি সি সহ মোট পাঁচশো ২০টি গাড়ি পথে নামানো হচ্ছে। গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীরা হাওড়া স্টেশন চত্বর এবং ধর্মতলা/বাবুঘাট থেকে এই সরকারি বাস পরিষেবা পাওয়া যাবে। এবারও হাওড়া স্টেশন থেকে নামখানা এবং হারউড পয়েন্ট (লট এইট) পর্যন্ত মাথা পিছু ৬৫ টাকা, বাবুঘাট থেকে নামখানা এবং হারউড পয়েন্ট (লট এইট) পর্যন্ত মাথা পিছু ৬০ টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া দুধরনের কম্বাইন্ড টিকিট পাওয়া যাবে। বাবুঘাট থেকে কচুবেড়িয়া মাথা পিছু ১৪০ টাকা, এবং হাওড়া থেকে কচুবেড়িয়া মাথা পিছু ১৪৫ টাকা ভাড়া ধার্য হয়েছে। এছাড়া গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে ২৩টি ভেসেল রাখা হচ্ছে বলে খবর। যাত্রী নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রত্যেকটি ভেসেলে পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট মজুত রাখা হচ্ছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রের খবর। এইদিকে মেলার সময় গঙ্গাসাগর যাতায়াতের জন্যে প্রধান সড়ক ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভিন রাজ্য সহ এই রাজ্যের অনেক যানবাহন চলাচল করায় কোনরকম দূর্ঘটনা এড়াতে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারের কাছে বাস চলাচল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করার দাবি জানিয়েছে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তরফে কুয়াশার মধ্যে দূর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার জোকা থেকে নামখানা পর্যন্ত দুই লেনের রাস্তার দুই ধারে কালো বর্ডার সহ সাদা রঙের খুঁটি বসানোর দাবি জানান হয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

দমকল কর্মীদের তৎপরতায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ঃ দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তর। রাত ১০.৩০টা নাগাদ শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন মহকুমা শাসকের দপ্তরের ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন পথ চলতি মানুষ। খবর যায় দমকলে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের দরুন ঘটে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

ক্রীড়া প্রশিক্ষন শিবিরের সূচনায় বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয়

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ বর্তমান সময়ে খেলাধূলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বর্তমান প্রজন্ম। আর খেলার জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জয়নগর থানা এলাকার বহু প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয় এগিয়ে এলো ছাত্রদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ দিতে। আর বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয় ও পরিচালন সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে ক্রীড়া প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল। যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১নং বিডিও শুভদীপ দাস, জয়নগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মানস নস্কর ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলী, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র, সহ শিক্ষক লস্কর জাহাঙ্গীর আহমেদ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি ইন্দ্র মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিনের শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, স্কুলের জগতে খেলাধূলাকে ফিরিয়ে আনতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাই। বিধায়ক হিসাবে আমি এই কাজের পাশে আছি। জয়নগর ১নং বিডিও শুভদীপ দাস বলেন, মোবাইলের অভ্যাসকে সরিয়ে খেলার জগতে ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগ সফল হোক। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র বলেন, ৫ম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রদের এথালেটিক, ভলি, ফুটবল ও ক্রিকেটের উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। যাতে আগামী দিনে ভালো খেলোয়াড় তৈরি হতে পারে সেই উদ্দেশে এই ক্রীড়া শিবিরটি তার পথ চলা শুরু করলো।

উওর দূর্গাপুরে পথশ্রী রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পের কাজের সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে বজায় রেখে শুরু হয়েছে পথশ্রী রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পের কাজ। আর এই কাজের অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার জয়নগর ১নং ব্লকের উওর দূর্গাপুরে চারটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১নং বিডিও শুভদীপ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন এই রাস্তার সূচনা করে বিধায়ক বলেন, মানুষের চাহিদা মেনে এই এলাকায় চারটি রাস্তার কাজের সূচনা করা হলো এদিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন করতে জানে। বিডিও বলেন, জয়নগর ১নং ব্লকের উওর দূর্গাপুরে এই কাজের সূচনা হলো। এই ব্লকে এই প্রকল্পের আওতায় ১৮ কিমি রাস্তার কাজ হচ্ছে। আর এই রাস্তাগুলি তৈরি হয়ে গেলে এলাকার মানুষের সুবিধা হবে। এই ব্লকের সব কটি পঞ্চায়েত এলাকায় এই কাজ শুরু হয়ে গেছে।

(G) As on date, there is no revision in open offer price or open offer size. In case of any revision in the open offer price or open offer size, the Acquirer shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, Stock Exchange and the Target Company at its registered office of such revision. The revised Offer Price would be paid to all the Public Shareholders whose Equity Shares are accepted under the Open Offer.

(H) In terms of Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price or the Offer Size may be revised, on account of competing offers or otherwise, at any time prior to the commencement of the last one Working Day before the commencement of the Tendering Period. In the event of such revision: (a) the Acquirer shall make corresponding increase to the Escrow Amount (as defined below); (b) make a public announcement in the same newspapers in which this Detailed Public Statement has been published; and (c) simultaneously with the issue of such public announcement, inform SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office of such revision.

(I) If the Acquirer acquire Equity Shares during the period of twenty-six weeks after the closure of tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Open Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 or open market purchases made in the ordinary course on the Stock Exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

(A) The total funding requirement for the Offer (assuming full acceptances) i.e. for the acquisition of 4,38,34,271 Equity Shares of ₹2/- each from the public shareholders of the Target Company at Offer Price of ₹3.55/- (Rupees Three point Fifty Five Paisa Only) per Equity Share is ₹15,56,11,663 /- (Rupees Fifteen Crore Fifty-Six Lakhs Eleven Thousand Six Hundred and Sixty-Three only) (the "Offer Consideration").

(B) In accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirers has opened an escrow cash account bearing Account No: 000405165316 ("Escrow Cash Account") with ICICI Bank Limited, a banking company duly incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, 390007, Gujarat, and acting through its branch situated at ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 5th Floor, HT Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400020 and made a cash deposit of ₹3,90,00,000 (Three Crore Ninety Lakh only) in the Escrow Cash Account. The amount deposited in the escrow account is in compliance with the requirement of deposit of escrow amount as per Regulation 17 of SEBI (SAST) Regulation, 2011, i.e. 25% of the offer consideration payable to the Public under this open offer. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Agent vide its letter dated January 06, 2026. Further Fixed deposit has been created against the aforesaid escrow amount and a lien has been marked in favor of the Manager to the offer on the said fixed deposit.

(C) The Manager to the Open Offer is duly authorized and has been duly empowered to realize the value of the Escrow Cash Account in terms of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(D) In terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has adequate financial resources and have made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full out of their own sources/ Net-worth and no borrowings from any Bank and/ or Financial Institutions are envisaged. Mr. CA Sarang Chavan, Chartered Accountants, holding membership number '142576', proprietor at M/s. Sarang Shivajirao Chavan and Associates, Chartered Accountants, bearing firm registration number '159649W', has certified that the Acquirer has sufficient resources to meet the full obligations of the Offer.

(E) The Acquirers have confirmed that they have adequate financial resources to meet their obligations under the Open Offer and have made firm financial arrangements for financing the acquisition of the Offer Shares, in terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(F) Based on the above, the Manager is satisfied about the following: (i) the adequacy of resources to meet the financial requirements of the Open Offer and the ability of the Acquirer to implement the Open Offer in accordance with SEBI (SAST) Regulations, and (ii) that firm financial arrangements for the payments through verifiable means are in place to fulfill the obligations under the Open Offer.

(G) The Acquirer shall be solely acquiring the Equity Shares tendered in this Open Offer.

(H) In case of any upward revision in the Offer Price or the size of the Open Offer, the corresponding increase to the escrow amounts as mentioned above shall be made by the Acquirer in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

(A) As on the date of this DPS, to the best of knowledge and belief of the Acquirer, as of the date of this DPS, there are no statutory approvals required for this Offer. However, if any statutory approval that become applicable prior to completion of this Offer, this Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable at a later date.

(B) The Acquirer will not proceed with the Open Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within 2 (Two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE, NSE and the registered office of the Target Company.

(C) Shareholders of the Target Company who are either non-resident Indians ("NRIs") or overseas corporate bodies ("OCBs") and wish to tender their equity shareholding in this Open Offer shall be required to submit all the applicable approvals of RBI which have been obtained at the time of acquisition of Equity Shares of the Target Company. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirer reserve the sole right to reject the Equity Shares tendered by such shareholders in the Open Offer. This Open Offer is subject to receipt of the requisite RBI approvals, if any, for acquisition of Equity Shares by the Acquirer from NRIs and OCBs.

(D) Subject to the receipt of the statutory approval, if applicable, and other approvals set out herein, the Acquirer shall complete payment of consideration within 10 (ten) Working Days from the closure of the tendering period to those Public Shareholders whose documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirer in accordance with Regulation 21(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Where statutory or other approval(s) extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approval(s) are required in order to complete this Open Offer.

(E) In case of delay in receipt of any statutory approvals as disclosed above or which may be required by the Acquirer at a later date, as per Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, SEBI may, if satisfied, that non-receipt of approvals was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approvals, grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the Public Shareholders for the delay. Provided where the statutory approvals extend to some but not all holders of the Equity Shares, the Acquirer have the option to make payment to such holders of the Equity Shares in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Open Offer.

(F) In Accordance with the provisions of Regulation 18(11A) of the SEBI (SAST) Regulations, if there any delay in making payment to the public shareholders who have accepted this offer, the Acquirer will be liable to pay interest at the rate of 10.00% per annum for the period of delay. This obligation to pay interest is without prejudice to any action that the SEBI may take under Regulation 32 of the SEBI (SAST) Regulations. However, it is important to note that if the delay in payment is not attributable to any act of omission or commission by the Acquirer or if it arises due to reasons or circumstances beyond the control of the Acquirer, SEBI may grant a waiver from the obligation to pay interest. Public Shareholders should be aware that while such waivers are possible, there is no certainty that they will be granted, and as such, there is a potential risk of delayed payment along with the associated interest.

(G) In terms of Regulation 23 (1) (c) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, in the event that, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, the approvals specified in this DPS as set out in this part or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received or refused, and, or any other condition stipulated in the SPA for acquisition attracting the obligation to make the Open Offer is not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, and such agreement is rescinded then the Acquirer shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer, through the Manager to the Open Offer, shall, within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.There are no conditions stipulated in the SPA between the Acquirer and the Seller, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirer and in view of which the Offer might be withdrawn under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER

Major Activities	Schedule [1]
Public Announcement	Saturday, January 03, 2026
Publication of Detailed Public Statement	Friday, January 09, 2026
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, January 16, 2026
Last Date for a public announcement for competing offer(s)	Friday, February 02, 2026
Last date for receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer	Monday, February 09, 2026
Identified Date [2]	Wednesday, February 11, 2026
Date by which Letter of Offer will be dispatched to the Shareholder	Wednesday, February 18, 2026
Last date by which a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company shall give its recommendations	Monday, February 23, 2026
Last Day of Revision of Offer Price / Share	Wednesday, February 25, 2026
Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	Wednesday, February 25, 2026
Date of commencement of tendering period	Thursday, February 26, 2026
Date of Closing of tendering period	Thursday, March 12, 2026
Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the acquired share	Monday, March 30, 2026
Post Offer Advertisement	Wednesday, April 08, 2026
Post Offer Report	Wednesday, April 08, 2026

[1] The above timelines are indicative (prepared based on timelines provided under the SEBI (SAST)Regulations) and are subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

[2] Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owner (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer and the Sellers of the Target Company) are eligible to participate in the offer anytime before the closure of the Offer.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES

(A) The Open Offer will be implemented by the Acquirer through stock exchange mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended vide SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 as amended from time to time, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/ CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offer. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism will be available in the Letter of offer which shall also be made available on the website of SEBI – www.sebi.gov.in

(B) All owners of Equity Shares (except the Acquirer and Promoters Sellers) whether holding Equity Shares in dematerialized form or physical form, registered or unregistered, are eligible to participate in the Offer any time before closure of the tendering period.

(C) Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e., the date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. Accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

(D) The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that the Equity Shares are fully paid up and are free from all liens, charges and encumbrances. The Acquirer shall acquire the Equity Shares that are validly tendered and accepted in this Offer, together with all rights attached thereto, including the rights to dividends, bonuses and rights offers declared thereof in accordance with the applicable law and the terms set out in the PA, this DPS and the Letter of Offer.

(E) The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from SEBI's website or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares and their folio number, DP identity-client identity, current address and contact details.

(F) In the event that the number of Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders under this Offer is more than the number of Equity Shares agreed to be acquired in this Offer, the Acquirer shall accept those Equity Shares validly tendered by such Public Shareholders on a proportionate basis in consultation with the Manager to the Offer.

(G) BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.

(H) The Acquirer have appointed Buying Broker for the Open Offer through whom the purchases and the settlement of the Open Offer shall be made during the tendering period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited
Address: Express Zone A Wing 10th Floor, Western Express Highway, Goregaon east, Mumbai - 400063
Contact Person: Mohammed Waseem
Website: https://anandrathi.com/
Tel.: +91 1800 420 1004/ 1800 121 1003
E-mail ID: customersupport@rathi.com
Investor Grievance Email ID: grievance@rathi.com
SEBI Reg. No.: INZ000170832

(I) All the shareholders who desire to tender their shares under the open Offer would have to intimate their respective stock broker (Selling Broker) during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.

(J) The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker would be required to place an order / bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Open Offer using the Acquisition Window of BSE. Before placing the order / bid, the Selling Broker will be required to mark lien on the tendered Equity Shares. Details of such Equity Shares marked as lien in the demat account of the Public Shareholders shall be provided by the depository to the BSE Clearing Limited.

(K) In terms of the Master Circular, a lien shall be marked against the Equity Shares tendered in the Open Offer.

(L) In the event the Selling Broker of a Public Shareholder is not registered with the BSE, then the Public Shareholders can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code ("UCC") facility through BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Public Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Public Shareholders may approach Buying Broker i.e., Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited for guidance to place their Bids. The requirement of documents and procedures may vary from broker to broker.

(M) As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(N) The cumulative quantity tendered shall be made available on BSE's website i.e., www.bseindia.com, throughout the trading session at specific intervals during the Tendering Period.

(O) As per the provisions of Regulation 40(1) of the Listing Regulations and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

(P) Equity Shares should not be submitted/ tendered to the Manager, the Acquirer or the Target Company.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN THE OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED TO THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS ON THE IDENTIFIED DATE AND WHICH SHALL ALSO BE MADE AVAILABLE ON THE WEBSITE OF SEBI – WWW.SEBI.GOV.IN

X. OTHER INFORMATION

(A) The Acquirer, accepts full responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company and/or the Sellers), and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer.

(B) The information pertaining to the Target Company and/or the Sellers contained in the Public Announcement or this Detailed Public Statement or the Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or provided by the Target Company or the Sellers, as the case may be, or publicly available sources which has not been independently verified by the Acquirer or the Manager. The Acquirer and the Manager do not accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company and/or the Sellers.

(C) The Acquirer accept full responsibility for their obligations under the Open Offer and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligation under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer.

(D) Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer have appointed Grow House Wealth Management Private Limited, Ahmedabad as Manager to the Open Offer and the Manager to the Offer issues this Detailed Public Statement on behalf of the Acquirer.

(E) The Acquirer have appointed Skyline Financial Services Private Limited as the Registrar to the Open Offer, details are as below:

Name: Skyline Financial Services Private Limited
Address: D-153A, 1st floor, Phase I, Okhla Industrial Area, Delhi -110020
Tel: +91-11-26812683, 011- 40450193-97
Email: ipo@skylinerta.com
Investor Grievance Email: grievances@skylinerta.com
Website: www.skylinerta.com
Contact Person: Mr. Anuj Rana
SEBI Registration No.: INR000003241

(F) In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed are due to rounding off and/or regrouping.

(G) This Detailed Public Statement would also be available at SEBI's website i.e. www.sebi.gov.in

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT

Grow House Wealth Management Private Limited
(CIN: U67100GJ2022PTC133630)
A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway,
Ahmedabad-380054, Gujarat, India
Tel: +91 79353 33132 / +91-79-35333682
E-mail: takeover@growhousewealth.com
Website: www.growhousewealth.com
Contact Person: Mr. Hill Shah
SEBI Reg. No: INM000013262
Validity: Permanent

For and on behalf of the Acquirer:
Sd/-
Kunjit Maheshbhai Patel
Acquirer

Place: Ahmedabad
Date: January 08, 2026

Page 02 of 02

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৪০ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ পৌষ, ১৪৩২

গেরুয়া নিশানায় গান্ধীও!

সম্পাদকীয়

আশঙ্কাটা দেখা দিয়েছিল কেন্দ্রে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সরকার গঠিত হওয়ার পরই, যখন কিনা সে বছরের বাজেটে কেন্দ্র 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট' (মনরেগা) প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ অনেকটাই কমিয়ে দেয়। ২০০৬ সালে আইনটি বলব হওয়ার পর আট বছরের অভিজ্ঞতায় যখন আইনটির সার্থকতা প্রশ্নাতীত হয়ে উঠেছে, তখন সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপে শঙ্কিত হয়ে বিশ্বের ২৮ জন তাবড় অর্থনীতিবিদ 'মনরেগা' প্রকল্পের প্রতি সুবিচারের অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হলেও তাঁদের সেই আশঙ্কাই এক দশক পরে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত আইনটি বাতিল করে নতুন একটি বিল এনে 'মনরেগা'র বহু গুরুত্বপূর্ণ দিককে উচ্ছেদ করে ফেলা হলো। এখানেই পরিবর্তনের শেষ নয়, এই প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলে বিলের নামকরণ করা হলো 'দ্য বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)ঃ ভিবি-জি রাম জি বিল ২০২৫'। দুর্জনেরা বলছে, হিন্দি-ইংরেজি মেশানো এ রকম নামকরণের পিছনেও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে- 'রাম' রাজনীতিকেকে সামনে আনা। তা যা-ই হোক, 'জি রাম জি বিল ২০২৫' যে ভারতের শ্রমজীবী ও অসাম্প্রদায়িক মানুষের জন্য একেবারেই কোনও সুখবর নয়, তা বলতে কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয়। ভারতের গ্রামীণ জনতার কর্মহীনতার সংকটকে হ্রাস করার লক্ষ্যে, ২০০৫ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার 'ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট ২০০৫' প্রণয়ন করে, যা ২০০৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর নামে অভিহিত হয়। এই আইনের মূল কথা ছিল, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বছরে অন্তত ১০০ দিনের জন্য গ্রামের শ্রমজীবী পরিবারগুলির জন্য রোজগার সুনিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার মূল দায়িত্ব বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। মজুরি বাবদ খরচের পূর্ণ দায়িত্ব-সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ইত্যাদি খরচের শতকরা ৭৫ ভাগের দায়িত্বভারও থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। উপাদান ইত্যাদির খরচের শতকরা ২৫ ভাগ এবং বছরে ১০০ দিন কাজ না দিতে পারলে শ্রমজীবী পরিবারগুলিকে বেকার ভাতা দেওয়ার দায়িত্ব থাকে রাজ্য সরকারের উপর। এই আইনের অধীনে গৃহীত প্রকল্পগুলির লক্ষ্য হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রামের বিভিন্ন পরিকাঠামো ও জীবিকার উপায় গড়ে তোলার উপর। সংক্ষেপে এই ছিল 'মনরেগা'র সারবস্তু। এই আইন বলব হওয়ার পর দ্রুতই এর সুফল দেখা দিতে শুরু করে। গ্রামীণ ভারতের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ এই আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে তাদের রোজগারের সঙ্কট কিছুটা দূর করতে সক্ষম হয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের ২০১১-১২-র সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৩৮ ভাগ পরিবারের 'মনরেগা'র জব কার্ড রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যা ছিল ৬০ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, 'মনরেগা' প্রকল্পে শ্রমজীবী মানুষকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রেও গত দশকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বেশ এগিয়ে থেকেছে। কোভিড অতিমারীর প্রাক্কালে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই আইনের আওতায় রাজ্যের জব কার্ডধারী প্রতিটি পরিবারকে বছরে গড়ে ৫০ দিন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কোভিডকালে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে ৫২ দিন। গোটা দেশের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৪৮ ও ৫২। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী 'কংগ্রেস শাসনের ব্যর্থতার জীবন্ত স্মারক' হিসাবে 'মনরেগা' প্রকল্পকে উপহাস করলেও, কোভিডকালে এর প্রয়োজনীয়তাকে আরও বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। অন্য দিকে এই প্রকল্পের সুবাদে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট, পুকুর ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও জীবিকার উপায়ও গড়ে উঠতে থাকে। শুধু তাই নয়, তফসিলি জাতি ও জনজাতির লোকদের এই প্রকল্পে তুলনামূলক ভাবে বেশি অংশগ্রহণ থেকে বোঝা যায় যে, এই আইনে প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হচ্ছে বেশি। 'মনরেগা' আইনে মহিলাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে সেই সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই প্রকল্পের সুবাদে কৃষিমজুরদের দর কষাকষির সুযোগ তৈরি হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে কৃষি মজুরিও বাড়তে থাকে। অথচ, দুঃখজনক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই রকম এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের টাকা ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া বন্ধ করে। এমনকি শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির টাকাও আটকে দেওয়া হয়। অথচ, সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া এই আইনেরই একটি অংশ, যা দীর্ঘ দিন ধরে না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক চরম শ্রমজীবী-বিরোধী ভূমিকা পালন করে। প্রায় দু'দশক ধরে 'মনরেগা' যখন প্রান্তিক মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আইন (প্রকল্প হিসাবেই তারা বোঝে) হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তাকে আরও শক্তিশালী করার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার এর মর্মবস্তুকেই সমূলে উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করল। প্রকল্পের অধিকাংশ খরচের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দিয়ে 'মনরেগা' যেখানে আর্থিক ভাবে দুর্বল রাজ্যগুলিতেও এই আইনের প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করেছিল, সেখানে নতুন আইনের বিলে মজুরির খরচের ৪০ শতাংশের ভার রাজ্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে (উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, এবং জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ) আর্থিক ভাবে দুর্বল রাজ্যগুলিতে কাজের গ্যারান্টি অনিশ্চিত করে তোলা হলো। এ কথা বলা ভুল হবে না যে, নতুন বিলে কাজের গ্যারান্টিকে ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করে আসলে রাজ্যের কাঁধে ভর করে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে রাজ্যগুলিরই আর্থিক দায় বাড়বে। ফলে আর্থিক ভাবে দুর্বল রাজ্যগুলিতে কাজের গ্যারান্টি প্রস্তাবিত নতুন আইনে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে 'মনরেগা' যেখানে বেকার ভাতা দেওয়াটাকেই নিশ্চিত করতে পারেনি, সেখানে রাজ্যের উপর খরচের বোঝা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ কাজের গ্যারান্টির আইনকে হিমঘরেই বন্দি করে ফেলা। শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ স্থির হওয়ার ক্ষেত্রে 'মনরেগা'তে রাজ্যের মতামতের যে অগ্রাধিকার ছিল, তা সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে এই বিলে রাজ্য-ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ স্থির করার অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'মনরেগা'য় রাজ্যগুলির পরিকল্পনা ও কাজের আনুমানিক চাহিদার ভিত্তিতেই কেন্দ্রকে বরাদ্দ স্থির করতে হতো, কিন্তু প্রস্তাবিত নতুন আইনে রাজ্যের মতামতের আর কোনও জায়গা থাকছে না।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

পরাজয় থেকে পালিয়ে যেয়ো না, হতাশাকে আলিঙ্গন করো। সুখ ও আরাম থেকে ব্যথা বেদনা (মূলবোধে) পৃথক নয়। -ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সামগ্রিক অর্থ। আমার সেই প্রিয়তমই এই বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখছেন, দ্বারে ডাক দিচ্ছেন। তার কোনো অভাব নেই, তবুও তিনি মানুষের অভাবের সাজ গ্রহণ করে আসেন, যাতে তার সেবায় সুযোগ লাভ করি। তাঁর ক্ষুধা নেই, তবুও তিনি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে তাকে দিতে পারি। তিনি সাক্ষা করতে আসেন, যাতে তাকে আসন দিতে পারি। আমার যা কিছু সবই যে তার। একান্তভাবেই তার। আমার আমিত্ব কে সম্পূর্ণ। লোপ করে তিনি সেইখানে প্রকাশিত হোন-এই প্রার্থনা। যে শিক্ষা চিত্তবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নমম্রতা ও কমণীয়তা বিনষ্ট করে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

যে-কর্মে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম্ম, আর যাতে মনে সংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি আনে, ফলকথা, যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কুকর্ম। সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও। সরল হও, কিন্তু বেকুব হয়ো না। তাই বলে দুর্বল হৃদয় হয়ো না। পৃথিবীর পূর্ধ্বতন অবতার, প্রেরিত ও মহাপুরুষদিগকে আপ্ত বলিয়া স্বীকার করা এবং সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকা উচিত। বিনীত হও... মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্খপূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা ইঙ্গিতে বেশি টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যায় না। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হ'য়ো না, সাবধান হওঠকবে তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়-ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। জগতে মানুষ যত-কিছু দুঃখ পায় তাঁর অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে, ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানশাস্ত্র

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে অতি প্রাচীন, এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। এমনকি অনেকে একথাও বলেন যে, এই পৃথিবীর কোন প্রাচীন সভ্যতাতেই যখন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা শুরু হয়নি, তখন ভারত ভূখণ্ডে কিন্তু এক উন্নততর চিকিৎসাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে তা বলে এযুগে বসে এই প্রাচীন শাস্ত্রকে শুধুমাত্র কতগুলি উদ্ভিদ এবং দ্রব্যগুণের পরিচয় বলে মনে করলে সম্পূর্ণ ভুল করা হবে। কারণ, ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে একথা বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতের এই সুপ্রাচীন শাস্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল যে, এতে মানুষের বিভিন্ন ধরণের রোগের কারণ ও নিরাময়ের উপায় যেমন বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল, ঠিক একইরকমভাবে শরীরবিদ্যাও এতে আলোচিত হয়েছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলিতে মানব-শরীরের যন্ত্রপাতি, রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা এবং হৃদপিণ্ড প্রভৃতির ক্রিয়া যেভাবে বর্ণিত হয়েছিল, তা আজও অনেকক্ষেত্রেই এযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এছাড়া এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করলে একথাও জানা যায় যে, এযুগের মত সেযুগেও চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের কিন্তু শব ব্যবচ্ছেদ করে হাতেনাতে শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জ্ঞানলাভ করতে হত। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই এই শাস্ত্রে তখন শব ব্যবচ্ছেদের উপরেই সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। এসব ছাড়া এতে উন্নত ধরণের শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি তো বর্ণিত হয়েছিলই, একইসাথে শল্যচিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বহু অস্ত্রশস্ত্রেরও পরিচয় প্রদান করা হয়েছিল। আর এসব দেখেই ঐতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তখন রোগনির্ণয় ও শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসব সূক্ষ্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত, সেসব থেকে একথাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখাই সেযুগে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শাস্ত্রটির আয়ুর্বেদ নামকরণ হওয়ার কারণ কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালের ভারতের মানুষ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেই আয়ু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারতেন বলেই এর নাম তখন আয়ুর্বেদ রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে প্রাচীন পুরাণমতে বেদের সার হল আয়ুর্বেদ। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই প্রাচীন ভারতে কাশ্যপ সংহিতার রচনাকার মহামুনি কশ্যপ মতপ্রকাশ করেছিলেন যে-ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব-এই চারটি বেদ রচিত হওয়ার পরে যে পঞ্চম বেদ রচিত হয়েছিল, সেটারই নাম হল আয়ুর্বেদ। অন্যদিকে আয়ুর্বেদের প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সুশ্রুত জানিয়েছিলেন যে, এই বিদ্যা লাভ করলে মানুষ নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়, এবং রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারে। সুতরাং প্রাচীন ভারতে সমাজ ও পরিবেশ-উভয়কেই সুস্থ ও সুন্দর করতেই যে আয়ুর্বেদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই সেযুগের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই আয়ুর্বেদ অবশ্যপাঠ্য ছিল, এবং সেযুগে যাঁরা গুরুকুলে শিক্ষা নিতে যেতেন, তাঁদের বেদের অন্যান্য অংশের মত আয়ুর্বেদকেও অবশ্যই জানতে হত। তবে পরবর্তীসময়ে অবশ্য এই শাস্ত্রটির সঙ্গে ধর্মনীতি, সমাজনীতি এবং এমনকি দর্শনও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে জায়গা করে নিয়েছিল। কিন্তু এই আয়ুর্বেদের উপত্তি ঠিক কিভাবে ঘটেছিল-এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করবার জন্য অবশ্য পৌরাণিক কাহিনীর উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কারণ, এবিষয়ে শাস্ত্র এখনো থাকলেও এই শাস্ত্র সৃষ্টি হওয়ার ইতিহাস সেযুগের কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। যাই হোক, এবিষয়ে কথিত রয়েছে যে, একবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করবার জন্য প্রজাপতিদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এরপরে প্রজাপতিরা ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করে তা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন। এরপরে ক্রমে ইন্দ্র থেকে মহর্ষি ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ থেকে আত্রেয়, এবং আত্রেয় থেকে অগ্নিবেশ এই বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। আর এই অগ্নিবেশের শিষ্যই ছিলেন মহাত্মা চরক, যাঁর সম্বন্ধে আজও ভারতে বহু কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তবে আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে যদিও একথা জানা যায় যে, ব্রহ্মা প্রজাপতিদের মূলতঃ কায়চিকিৎসা-প্রধান উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও ইতিহাস আবার বলে যে, প্রাচীনযুগের ভারতে এটি ছাড়াও আরও একধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যেটির নাম ছিল শল্যচিকিৎসা। ধন্বন্তরি এই চিকিৎসা শাখার প্রবর্তক ছিলেন। আর যদিও প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে এই ধন্বন্তরি সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হয়েছিলেন বলে বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও ঐতিহাসিকেরা অবশ্য বলেন যে, ইনি আসলে প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শল্য চিকিৎসক কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি ছিলেন। তবে এই ধন্বন্তরি যিনিই হোন না কেন, আর তিনি সমুদ্রগর্ভ থেকেই উঠুন না কেন বা কোন মানবীর গর্ভেই জন্মান না কেন-সুশ্রুত যে তাঁরই শিষ্য ছিলেন, এবিষয়ে কোন বিতর্ক নেই আর তিনিই যে নিজের গুরুর কাছ থেকে শল্যচিকিৎসার বিদ্যা অর্জন করে মনুষ্য সমাজে প্রচার করেছিলেন-এবিষয়েও কোন বিতর্ক নেই। তবে প্রাচীন ভারতে এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রের যখন প্রচলন ঘটেছিল, তখনও পর্যন্ত কোন কিছু লেখবার প্রচলন ছিল না। আর তাই এসময়ে শ্রুতিধর শিষ্যরা তাঁদের গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করে শুধুমাত্র কতগুলো শ্লোকের মাধ্যমে সেই শিক্ষা নিজেদের মনে গেঁথে রাখতেন। এরপরে শিক্ষা শেষ করে এই শিষ্যরা যখন সংসারে প্রবেশ করতেন, তখন নিজেদের অধীত-বিদ্যা তাঁরা সেখানে প্রয়োগ করতেন। এছাড়া তাঁরা নিজেরাও নিজেদের বাস্তব জীবনে বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন। আর শেষবয়সে নিজের অধীতবিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা-এই উভয়ই তাঁরা প্রিয়তম শিষ্যদের দান করে যেতেন। প্রথমদিকে এভাবেই দীর্ঘকাল ধরে শিষ্য পরম্পরায় এই শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে চালু ছিল। কিন্তু এরপরে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে বহু তথ্য এবং বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে হতে এত বিশাল রূপ নিয়েছিল যে, তখন যতই শ্রুতিধর শিষ্যই হোন না কেন, তাঁর পক্ষে সব তথ্য মনে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। আর তাই এসময় থেকেই অনেকে এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, মহর্ষি অগ্নিবেশই প্রাচীন ভারতের প্রথম কায়-চিকিসক ছিলেন, যিনি তখন কায়-চিকিৎসার উপরে একটি আস্ত সংহিতা রচনা করেছিলেন এর নাম ছিল 'চরক সংহিতা'। অন্যদিকে এরপরেই শল্য চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত তাঁর 'সুশ্রুত সংহিতা' নামক গ্রন্থটি লিখেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীন ভারতে রচিত এই দুই সংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং পরবর্তীসময়ে কালক্রমে এই দুই সংহিতাকে অবলম্বন করেই এদেশে অন্যান্য বহু সংহিতা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। তবে আসল অগ্নিবেশ সংহিতা অবশ্য বহুকাল আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এবং জনশ্রুতি রয়েছে যে, অগ্নিবেশের শিষ্য চরক এই সংহিতাটিকে সংস্কার করেই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর 'চরক সংহিতা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই 'চরক সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত সংহিতা' এখনও প্রচলিত থাকলেও ইতিমধ্যে বহুকাল ধরে বহু প্রতিভাধরের হাতে পড়ে এই প্রাচীন সংহিতাগুলির আগের রূপ এখন আর বজায় নেই। তাছাড়া যদিও এগুলিতে থাকা বহু তথ্য বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন চরক ও সুশ্রুত সংহিতার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত থাকা সংহিতাগুলির যথেষ্টই সাদৃশ্য রয়েছে। এই সংহিতাগুলি থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মোট আটটি ভাগে বিভক্ত ছিল আর একারণেই প্রাচীন ভারতে এগুলিকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলা হত। এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ ছিল-(১) কায় চিকিৎসা বা উপযুক্ত ভেষজের সাহায্যে সমূহ দৈহিক রোগ নিরাময় করবার ব্যবস্থা (২) শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের দ্বারা রোগ নিরাময় পদ্ধতি (৩) শলাক্য চিকিৎসা বা চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও কণ্ঠের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার, এবং বিকৃত অঙ্গের পুনর্গঠন (৪) ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগের চিকিৎসা (৫) কৌমার ভৃত্য বা শিশুরোগ চিকিৎসা, এবং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রতিপালন বিধি (৬) অগদতন্ত্র বা বিষের চিকিৎসা (৭) বাজীকরণ তন্ত্র বা প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা এবং (৮) রসায়ন তন্ত্র বা রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা। এছাড়া আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে পুনরায় দুটি খণ্ডে ভাগ করা যেতে পারে। এরমধ্যে প্রথম খণ্ড হল শরীর বিজ্ঞান বিষয়ক, এবং দ্বিতীয় খণ্ড হল বিভিন্ন রোগ ও এসবের চিকিৎসা বিষয়ক। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, এসবের মধ্যে প্রথম খণ্ডটিই সবথেকে বেশি আশ্চর্যজনক। কারণ, এই খণ্ডে মানুষের শরীর সংক্রান্ত এমন কিছু কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়, যা বর্তমান সময়ে প্রচলিত থাকা উন্নত শরীর বিজ্ঞানকেও বিস্ময়ে অভিভূত করে দিতে পারে। শাস্ত্রের এই অংশে মানুষের শরীরের বিভিন্ন হা।, মাংসপেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতির পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, একইসঙ্গে এগুলির উপাদান, গঠনপ্রণালী এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এই অংশে মোটামুটিভাবে সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত আকারে মানুষের শরীর ও এর বিভিন্ন অংশের পরিচয় প্রদান তো করা হয়েছিলই, একইসাথে রক্ত সংবহনতন্ত্র, পরিপাকক্রিয়া, মল-মূত্রের বিবরণ, গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ ইত্যাদি মানুষের মস্তিষ্কে কেমন অনুভূতির সৃষ্টি করে-এসবের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছিল। এসব ছাড়াও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের এই অংশটির অন্য যে দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সেগুলির মধ্যে একটি হল মনোবিজ্ঞান, এবং অপরটি হল দ্রব্যগুণ। আসলে মানুষের বহু রোগ যে বাস্তবে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ, একথা চরক ও সুশ্রুতের আমলের ভারতীয় চিকিৎসকদেরও জানা ছিল। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই তখন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করবার জন্য বহু ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং সেযুগের চিকিৎসকদের মনোবিজ্ঞানের বিষয়েও শিক্ষালাভ করতে হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাতঞ্জল দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনেও কিন্তু মানসরোগ চিকিৎসার বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে দ্রব্যগুণ পরিচয়ের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কতগুলি ভেষজের গুণাগুণ এবং খাদ্যের কথা আলোচনা করা হয়েছিল। তবে শুধুমাত্র আয়ুর্বেদে নয়, বাস্তবে খাদ্যের সম্বন্ধে ভারতে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বহু মত প্রচলিত রয়েছে। আর আহার শুদ্ধ হলে মানুষের মনও যে শুদ্ধ হয়, একথায় ভারতীয়রা সুদূর অতীত থেকেই বিশ্বাসী। তাই প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও কোন খাদ্য শরীরের পক্ষে হিতকর, কোনটি অহিতকর, কোন খাদ্য গ্রহণ করলে কি কি রোগ হতে পারে, অপুষ্টির অভাবে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ঘটে-এসব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। এবং একারণেই অনেকে মনে করেন যে, আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভারতে আহারের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা প্রচলিত ছিল। তবে পরবর্তীকালে অবশ্য শঙ্করাচার্য এবং রামানুজাচার্য-আহার সম্বন্ধে তাঁদের নিজের নিজের মত পোষণ করেছিলেন বলে লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে শাঙ্করভাষ্য অনুযায়ী বিশুদ্ধ আহারের ফলে মানুষের শরীরের সব ইন্দ্রিয় নিজের যথাযথ কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে রামানুজাচার্য আবার খাদ্যকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে এগুলির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং তাঁর মত ছিল যে, উত্তেজক দ্রব্য আহার করলে মানুষের মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় ও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। এছাড়া ময়লা, কীটদষ্ট এবং বাজারের খাদ্যগ্রহণে মানুষের মন অপবিত্র হয় এবং এসব ভক্ষণ করলে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি ঘটে। যাই হোক, এসব তথ্য বিশ্লেষণ করেই ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আলোচিত খাদ্যের গুণাগুণ হয়ত এই শাস্ত্রের নিজস্ব নয়, বরং এতে প্রাচীন মতামতগুলিই শুধু বর্ণনা করা হয়েছিল। তবে এযুগের মত সেযুগেও কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের ওষুধ তৈরি করবার বিভিন্ন বিধি ও এসবের ফর্মুলা মুখস্থ করতে হত। আর যদিও তখন রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু তবুও যেগুলি সেসময়ে প্রচলিত ছিল, সেগুলির প্রস্তুতপ্রণালী এবং সেবনবিধি তাঁদের অবশ্যই জানতে হত। কিন্তু সেকালে তাঁদের কতগুলো উদ্ভিদের মূল, পাতা, ফুল, বীজ প্রভৃতির সঙ্গে সবথেকে বেশি পরিচিত হতে হত কারণ, এগুলি তখন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। এবারে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চিকিৎসা খণ্ডের দিকে নজর দেওয়া যাক এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন রোগের পরিচয় ও এসবের নিরাময় ব্যবস্থা। আর একাজের জন্য প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যরা মানুষের বিভিন্ন শারীরিক ব্যাধিকে মূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন যথা-(১) স্বাভাবিক ব্যাধি, (২) আগন্তুক রোগ, এবং (৩) সংক্রামক ব্যাধি। এরমধ্যে স্বাভাবিক ব্যাধি বলতে তাঁরা তখন বায়ু, পিত্ত, কফ-এই তিনটি জিনিসের উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই বায়ু, পিত্ত ও কফ 'ত্রিদোষ' নামে অভিহিত হয়েছিল। কারণ, সেযুগের চিকিৎসকদের ধারণা ছিল যে, মানুষের কোন কায়িক ব্যাধি আসলে এই ত্রিদোষ থেকেই উৎপন্ন হয়। এছাড়া তাঁরা আরও মনে করতেন যে, মানবমনের যেমন তিনটি গুণ রয়েছে-সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অনুরূপভাবে মানব শরীরেরও তিনটি দোষ রয়েছে, যথা-বায়ু, পিত্ত ও কফ। আর তাই এই ত্রিদোষজনিত স্বাভাবিক রোগ বলতে তখন তাঁরা জ্বর, অজীর্ণ, অম্ল, কাশি প্রভৃতিকে নির্দেশ করেছিলেন। তবে সেযুগে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা কিন্তু বর্তমানেরই প্রায় অনুরূপ ছিল। আর এযুগের মতোই সেযুগেও কলেরা, বসন্ত, যক্ষা প্রভৃতি যেসব রোগ অন্য রোগাক্রান্ত শরীর থেকে সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হত, সংক্ষেপে সেগুলিকেই সংক্রামক রোগ বলা হত। এসব ছাড়া তখন আগন্তুক রোগ বলতে সেসব রোগগুলিকে বোঝানো হত, যেগুলি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলে উৎপন্ন হত যেমন-অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা, পতন প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট রোগ।

ভারতীয় সঙ্গীতজগতে রাহুল দেব বর্মণ একটি বিশেষ নাম

বিশেষ প্রতিনিধি

বিখ্যাত বাবাদের পুত্র হলে সাধারণত সন্তানদের ভয়ঙ্কর একটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। যদি পিতা - পুত্র খেলোয়াড় হন, কিংবা সিনেমা অথবা সংগীত। আর ডি বর্মণের পিতা কিংবদন্তি শচীন দেব বর্মন। তরুণ বয়সে যখন রাহুলদেব সংগীত পরিচালক হিসেবে ভাল ভাল সুর করেছেন তখনও অনেক লোক বলেছেন, এ কি আর ও করেছে, সব ওর বাবা সুর করেছেন ছেলে নিজের নামে চালিয়ে যাচ্ছে। সেসব কথা পঞ্চমের কানে যায়নি এমন নয়। শুনে তিনি আশাহত হয়েছেন কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করার অদম্য স্পৃহা যেন আরও জাগ্রত হয়। পণ করেছিলেন এমন কিছু সুর করবেন যাতে লোকে বলবে রাহুলদেব বর্মণের গর্বিত পিতা শচীনদেব বর্মণ। হ্যাঁ পঞ্চম সেই কাজটি কেবল সাফল্যের সঙ্গে উত্তরে যাননি একটা গান কিভাবে হিট গানে পরিণত করতে হয় তাঁর থেকে ভাল খুব কম সুরকার বুঝতেন। আর ডি বর্মণের সৃজনশীলতায় সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় রাগ সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের অপরূপ মেলবন্ধন। ভারতীয় সংগীতের অনেক বোদ্ধাদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, কেউ কেউ বলেন সুর-বৈচিত্র্যের জনমোহিনী প্রভাবে পিতা শচীনদেবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন পুত্র পঞ্চম! ভিন্ন মতের মানুষের সংখ্যা কম নয়। তাদের মতে শচীন কর্তার স্থান কেউ কখনও টপকে যেতে পারেন নি, পারবেন না। পিতা সেরা না পুত্র সেরা সেই বিতর্কে আপাতত ধামাচাপা দিয়ে একটা কথা হলফ করে বলা যায় সুরকার, গায়ক হিসেবে নিশ্চিত ভাবে সময়ের চেয়ে অনেকগুণ এগিয়ে ছিলেন আর ডি বর্মণ। বিখ্যাত ও প্রচণ্ড জনপ্রিয় হিন্দি ছবি '১৯৪২, এ লাভ স্টোরি'র জনপ্রিয় একটি গান 'দিলনে কহা চুপকে সে'। আসল গানটি রবীন্দ্রসংগীত 'এসো শ্যামল সুন্দর' ভেঙে পঞ্চম দেশ রাগে করলেন 'দিলনে কহা চুপকে সে'। সর্বোপরি এই তথ্যটি কখনও চাপা তো দেননি উল্টে গর্ব করে বলতে ভালবাসতেন পঞ্চম। খুব বৃষ্টি ভালবাসতেন, বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ শোনার জন্য সারা রাত নিজের ব্যালকনিতে বসে থেকেছেন অনেক দিন, রেকর্ড করতেন বৃষ্টির আওয়াজ। আন্তরিকতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠায় রাহুলদেব বর্মণ তৈরি করেছিলেন ভারতীয় সংগীতের নতুন এক ধারা, পাশ্চাত্য সুরের সঙ্গে বিটসের এক সার্থক মেলবন্ধন নতুন সুরের ঝরনাধারা। আদপে তিনি এক আশ্চর্য প্রতিভা। সংগীত পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ মেহমুদের 'ছোটে নবাব' ছবিতে। তখনও তাঁর নিজস্ব ঘরানায় উত্তরণ হয়নি। তবে দাবানলের মত আর ডি বর্মণের নাম ছড়িয়ে পড়ে যখন 'তিসরি মঞ্জীল' ছবিতে অসাধারণ সুর

করলেন। বলা যায় সেই শুরু আসল রাহুলদেব বর্মণ স্টাইলের, যেটা কখনও কোনও গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকেনি। হিন্দি সিনেমায় সুরের এমন সঙ্গম জুড়ে দিয়েছিলেন আর ডি বর্মণ ফলস্বরূপ গত শতাব্দীর ছয় থেকে আটের দশকে একের পর এক হিট গান উপহার দিয়েছেন,আজও সেই সব গান লোকের মুখে মুখে ফেরে। 'ইয়াদো কি বারাত', 'গোলমাল', 'খুবসুরত', 'সনম তেরি কাসাম', '১৯৪২, আ লাভ স্টোরি', 'রকি', 'শোলে'-র মতো জনপ্রিয় সব ছবির সংগীত পরিচালকের নাম রাহুলদেব বর্মণ। পিতৃদেব এস ডি বর্মণ তখন ছেলের গান শুনে খুশি হতে পারছেন না। বরং তাঁর কাজকর্ম নিয়ে একটু হলেও হতাশ সময়টা 'দম মারো দম'-এর। এক দিন সলিল চৌধুরীকে ডেকে শচীন কত্তা বলেও ফেললেন ''ও আমার পোলা, তোমার চেলা। কী করতাসে আমি বুঝতে পারি না। তুমি ওরে কও।'' সলিল চৌধুরী অবশ্য শচীনকত্তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ''শচীনদা আপনি যে ঘরানার, আমি সেই ঘরানার নই। পঞ্চমকে ওর মতো হতে দিন। দেখবেন ও সংস্কৃতিও হারাবে না আবার নিজের জায়গাও তৈরি করে নেবে।''

সলিল চৌধুরী ভুল কিছু বলেননি সেদিন। চমৎকার একটি তথ্য জানিয়েছেন গুলজার সেটা তাদের প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা, ছবির নাম 'পরিচয়'। গান লিখছেন গুলজার, সুর দেবেন আর ডি। হঠাৎ করেই একদিন গভীর রাতে হানা দিলেন গুলজারের বাড়িতে। বললেন, ''নিচে এসো, গাড়িতে ওঠো!'' তার পর সারা রাত গাড়ি নিয়ে মুম্বই চষে বেড়ালেন আর ডি। আর গুলজারকে শুনিয়ে গেলেন একটার পর একটা ছবির জন্য বাঁধা গান! এই পাগলামিকে অনেকেই বলবেন সৃষ্টিশীলতা! যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা বলবেন, এটাই আর ডি বর্মন! কিশোর কুমার আর ডি'র সখ্য প্রবাদের মত। 'মেহবুবা' ছবির বিখ্যাত গান 'মেরে নয়না শাওন ভাদো' কিশোরকুমার প্রথমে গাইতে রাজি হলেন না শেষপর্যন্ত আর ডি-র পীড়াপীড়িতে রাজি হয়েছিলেন। বাকিটা ইতিহাস। শুধু কিশোর কেন মান্না দে থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে, লতা মঙ্গেশকর, সংগীতের সব প্রবাদপ্রতিম শিল্পী গেয়েছেন পঞ্চমের সুরে। সমালোচকরা বলেন সুর নিয়ে যত এক্সপেরিমেন্টই আর ডি বর্মণ করে থাকুন মেলোডির জন্য করেছেন! মেলোডিকে ছাপিয়ে তিনি কোনও কম্প্রোমাইজ করেননি। এ দেশে তিনিই প্রথম ইলেকট্রনিক অর্গানের সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রোতা ও দর্শককে পরিচয় করিয়েছিলেন, গানটি হল 'ও মেরে সোনা রে'। পঞ্চম ছিলেন যুগের থেকে এগিয়ে থাকা একজন মানুষ। যে মানুষটি 'আও টুইস্ট করে'র মত গান তৈরি করতে পারেন সেই একই মানুষ অবলীলায় 'বুঢ়া মিল গয়া' ছবিতে অনায়াসে বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের আধারে তৈরি করতে পারেন 'আঁয়ো কাঁহাসে ঘনশ্যাম'। আক্ষরিক অর্থেই সংগীতের রসিক শ্রোতাদের মত সমলোচকরা কৃতজ্ঞ থাকবেন রাহুলদেব বর্মণের মত সুরের জাদুকরের সৌজন্যে আমরা অসংখ্য সুন্দর ও জনপ্রিয় সব গান শুনেছি। আশা ভোঁসলেকে বিয়ে করলেন। ঝলমল করছিল দুজনের সুখের ছবি। এক দিন আচমকাই আর ডি আশাকে বললেন আজ তাঁরা শপিং-এ যাবেন। বেরনো হল গাড়ি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কেনা হল স্রেফ দুটো কাচের গ্লাস। তার পর? ওটারই তো ঝঙ্কার আমরা শুনেছি 'চুরা লিয়া হ্যায়' গানে! এই হলেন মানুষ আর ডি বর্মণ, সৃজনশীল সুরকার আর ডি বর্মণ যিনি সুরের বৈচিত্র্য বুঁদ করেছেন আট থেকে আশি বছরের মানুষকে। কিন্তু একদিন সব আশা আকাঙ্খাকে অতিক্রম করে পঞ্চম চলে গেলেন তারাদের দেশে। পিছনে ফেলে রেখে গেলেন তাঁর সুরের সাম্রাজ্য ও গুণমুগ্ধ লক্ষ - কোটি মানুষকে। সেদিন ছিল আজকের মত এক ৪ জানুয়ারি। শেষ হয়েছিল ভারতীয় সংগীতের এক অধ্যায়, একজন স্রষ্টার সৃজনশীলতা চিরদিনের মত থমকে যাওয়া, একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। সুরের জাদুকর আর ডি বর্মন।

বিশ্ব অ্যাম্বুলেন্স দিবসে কলকাতার অ্যাম্বুলেন্স চালকদের সম্মানিত করলো কলকাতার মণিপাল হসপিটাল। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

১২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন ডিউক ইনস্টিটিউশনে

সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ ১২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শুরু হলো হাওড়া জেলার অন্যতম প্রাচীন স্কুল ডোমজুড়ের ঝাপড়দহ

ডিউক ইনস্টিটিউশনে। এই উপলক্ষ্যে আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীম স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ এবং আল আমিন মিশন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নুরুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জয়দীপ বর্মন, ডোমজুড়ের প্রধান কবিতা পাল, সৃষ্টিধর ঘোষ, স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্যামসুন্দর দত্ত, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থসারথি পতিত প্রমুখ। পার্থবাবু জানালেন, ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা ,প্রদর্শনী, সঙ্গীত, আলোচনা চক্র, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন একটি স্মরণিকা ও প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য ১৯০২ সালে হাওড়া জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ফ্রেডরিক উইলিয়াম ডিউক এর নামানুসারে ডিউক ইনস্টিটিউশন এর নামকরণ হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কোচের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা মজবুত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৮ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এয়ার ব্রেক এবং নিউম্যাটিক সিস্টেমের লিকেজ সনাক্তকরণ এবং কোচের সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে গুয়াহাটি কোচিং ডিপোর সিক লাইন ও পিট লাইনে অ্যাডভান্সড ফ্লুক আইআই৯০৫

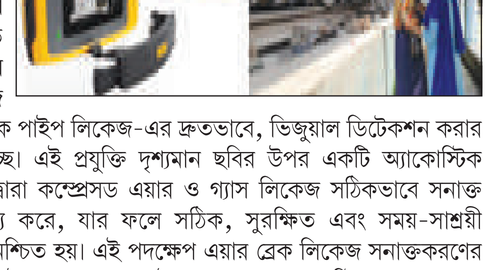

অ্যাকোস্টিক ইমেজার টেকনোলোজি চালু করেছে। অ্যাকোস্টিক ইমেজার-এর ব্যবহার ডিভি লিকেজ, এয়ার বেলো লিকেজ এবং এয়ার ব্রেক পাইপ লিকেজ-এর দ্রুতভাবে, ভিজুয়াল ডিটেকশন করার জন্য করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি দৃশ্যমান ছবির উপর একটি অ্যাকোস্টিক সাউন্ড ম্যাপ দ্বারা কম্প্রেসড এয়ার ও গ্যাস লিকেজ সঠিকভাবে সনাক্ত করতে সাহায্য করে, যার ফলে সঠিক, সুরক্ষিত এবং সময়-সাশ্রয়ী ডায়াগনসিস নিশ্চিত হয়। এই পদক্ষেপ এয়ার ব্রেক লিকেজ সনাক্তকরণের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে, ডায়াগনস্টিকের সময় কম করে এবং সময়মতো সংশোধনে সহায়তা করে, যার ফলে পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য, গুয়াহাটি কোচিং ডিপোতে পিট লাইন কর্মীদের কম্পিউটারাইজড আরটিআর রিপোর্টিং চালানো এবং অ্যাডভান্সড ডায়াগনস্টিক টুলস-এর ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সাড়ম্বরে 'হাওড়া ফুলমেলা'র সূচনা, চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অপরাজিতা আঢ্য'কে বিশেষ সংবর্ধনা। - নিজস্ব চিত্র

কোচবিহারে পরিবর্তন সভায় বিজেপির দিলীপ ঘোষ এবং শমীক ভট্টাচার্য্য

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৮ জানুয়ারি ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলের হেভিওয়েট নেতারা আসতে শুরু করেছে কোচবিহারে। কিছুদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে এসেছিলেন। এসে তিনি প্রশাসনিক সভাসহ জনসভা করেন। এরপর কয়েকদিন আগে কোচবিহারে আসলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। অন্যদিকে আগামী ১৩ জানুয়ারি কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভায় জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে আগামীকাল কোচবিহার উত্তর বিধানসভা অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাগলবেড় চৌপতিতে পরিবর্তন সভায় আসবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সৌমিক ভট্টাচার্য এবং বিজেপির হেভিওয়েট নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দীর্ঘদিন বাদে আবার রিটার্ন ব্যাক দিলীপ ঘোষের। ইতিমধ্যে সভার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে এই সভা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এই সভার জন্য ওই এলাকার যে মাঠের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি বিরাজ বোস। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের নির্দেশে ওই মাঠে আগামী কাল পরিবর্তন সভা করবে বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওই মাঠটি ক্ষেতের মাঠ যেখানে চাষ আবাদ হয় এবং ওই মাঠের এগ্রোজন ভাগীদার রয়েছেন। বিরাজ বোস অভিযোগ করে বলেন - বিরোধী দলের সভা করতে দেওয়া হবে না বলেই শাসক দলের পক্ষ থেকে চক্রান্ত করা হয় বারবার। মানুষ সব দেখছে সঠিক সময় উত্তর দেবে। কিছুদিন আগে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার মাঠে এই পরিবর্তন সভায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি নিশীথ প্রামাণিকের বক্তব্যকে ঘিরে ব্যাপক সোরগোল পড়ে। যা নিয়ে রীতিমতো বিভিন্ন থানায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নামে অভিযোগ করা হয় শাসকদলের পক্ষ থেকে। দিলীপ ঘোষ আগাগোড়াই বিতর্কিত মন্তব্য করে থাকেন তাই দীর্ঘদিন বাদে আগামীকাল কোচবিহারের সভাতে ওকেই আবার কোন মন্তব্য শোনা যাবে এই দিকে নেতার কাছ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহারের উত্তর বিধানসভা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। এবারও উত্তর বিধানসভায় পদ্মফুল ফুটবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক সুকুমার রায়। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন - আমাদের নেতৃত্ব দিন নিয়ে সভা করতে গেলে তৃণমূলের গায়ে জ্বালা হয়। তখন একপ্রকার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সবার অনুমতি দেওয়া হয় না বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। আমরাই সভার প্রচারের জন্য খুব বেশি সময় পাইনি তবে যেভাবে মানুষ আমাদের পাশে রয়েছে তাতো আগামীকাল ওই মাঠে জায়গা দেওয়া যাবে না কম করে হলেও ৩০ হাজার লোক হবে। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায় বলেন - কোচবিহার জেলায় বিজেপির ৬জন বিধায়ক রয়েছে, গত পাঁচ বছর কোচবিহারের সাংসদ দেশের স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী পদে থেকেও কোচবিহারের জন্য কিছু করেনি। মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্য কিছু করেনি। আসলে ওদের সাথে লোক নেই। ওরা ভয় পেয়ে তাই প্রলাপ বকছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তাই আবারও শুরু হয়ে গেছে ভাষার লড়াই। বক্তব্য পাল্টা বক্তব্যে গরম হতে শুরু করেছে কোচবিহারের রাজনীতি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহারের প্রতিবাদে বীরভূমে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৮ জানুয়ারি ঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এদিকে ব্যবহার করছে বিজেপি, এমনই অভিযোগ তুলে বীরভূমের তিনটি মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার বোলপুর এবং রামপুরহাটে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দূরভিসন্ধিমূলক আচরণের প্রতিবাদে এই মিছিলের আয়োজন করে। রামপুরহাটে প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। অন্যদিকে বোলপুরে দেখা গেল অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা, সুদীপ্ত ঘোষ, কাজল শেখ, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল প্রমুখদের। বোলপুরে এই মিছিল শুরু হয় রেলওয়ে ময়দান থেকে। দুটি হুড গাড়ির একটিতে দেখা যায় অনুব্রত মণ্ডল, সুদীপ্ত ঘোষদের এবং অন্যটিতে দেখা যায় কাজল শেখ এবং অসিত মালদের। বিষয়টি রেলওয়ে ময়দান থেকে মসজিদ রোড হয়ে শ্রীনিকেতন রোড ধরে চৌমাথায় উপস্থিত হয়। রামপুরহাটেও এস বি আই ব্যাংকের পাশে দলীয় কার্যালয় থেকে গোটা শহর পরিক্রমা করে পাঁচমাথায় শেষ হয়। কেউ কোন বক্তব্য দিতে না চাইলেও, মূলতঃ কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার করে ২৬ শে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের রণনীতি জানার কৌশলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই বিজেপি এই জঘন্যতম কাজ করেছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস পথে নামে। স্লোগানে তাদের একটি দাবি আগামী নির্বাচনে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে। উল্লেখ্য, কয়লাকাণ্ডে দিল্লির একটি পুরনো মামলায় রাজ্যে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রায় দু'-আড়াই বছর পর ওই মামলায় রাজ্যে ফের সক্রিয় হল ইডি। বৃহস্পতিবার লাউডন স্ট্রিটে নির্বাচনী কৌশল রচনাকারী সংস্থা আই প্যাক-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছেছেন ইডি-র আধিকারিকরা। পাশাপাশি, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভেও আই প্যাকের অফিসেও পৌঁছায় ইডি।

Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement, in accordance with Regulation 18(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, for the attention of the Public Shareholders of

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED

Corporate Identification Number: L24299WB1993PLC059449;
Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001
Contact No: 033-22489731 / 9538 **Website:** www.shentracon.com; **Email:** investor@shentracon.com

This Advertisement is being issued by Bonanza Portfolio Limited (the **"Manager to the Offer"**), on behalf of Mr. Amit Lalit Jain (**'Acquirer 1'**) and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain (**'Acquirer 2'**) pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 and subsequent amendments thereto (the **"SEBI (SAST) Regulations"**) in respect of the Open Offer (the **"Offer"**) to acquire upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) equity shares of face value of ₹ 10/- each (Rupees Ten Only) at an offer price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share (the **"Offer Price"**) payable in cash representing 26.00% of the fully paid up equity and voting share capital of **Shentracon Chemicals Limited** (the **"Target Company"**). Further to this, Corrigendum to the Detailed Public Statement (**"Corrigendum"**) is also being issued pursuant to changes/ amendments advised by SEBI vide its letter dated Wednesday, December 24, 2025. The Detailed Public Statement made by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers had appeared on Friday, September 12, 2025 in Financial Express (English Daily - All Editions), Jansatta (Hindi Daily - All Editions),Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily -Mumbai Edition) and Duranta Barta (Bengali Daily - Kolkata Edition)

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum should be read in conjunction with the (a) Public Announcement dated Thursday September 04, 2025 (**'PA'**), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, September 11, 2025 published in newspapers on Friday, September 12, 2025 (c) Draft Letter of Offer dated Friday, September 19, 2025 (**"DLOO"**) and (d) Letter of Offer dated Tuesday, December 30 2025, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("LOO"), (the PA, DPS, DLOO, and LOO are hereinafter collectively referred to as **'Offer Documents'**) issued by the Manager to the Offer, on behalf of the Acquirers. This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Pre-Offer Advertisement and Corrigendum shall have the same meanings assigned to such terms in the PA and/or DPS and/or Letter of Offer.

1. Offer Price: The Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share of ₹ 10/- each payable in cash. There has been no revision in the Offer Price. For further details, relating to the Offer Price, please refer to Chapter 6 titled **'Offer Price and Financial Arrangements'** on page 28 of the LOO.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company ('IDC'):** The Committee of IDC have opined that the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) is fair and reasonable in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations. The IDC's recommendation was approved on Wednesday, January 07, 2026 and published on Thursday, January 08 2026, in the same newspapers in which the DPS was published, as mentioned above.
3. The Open Offer is a mandatory offer being made by the Acquirers under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to the Public Shareholders of the Target Company.
4. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to this Offer.
5. Purva Sharegistry (India) Private Limited, Registrar to the Offer, has confirmed that the dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of Target Company, holding shares as on identified Date ***i.e.*** Monday, December 29, 2025, have been completed through email and speed post on Saturday, January 03, 2026.
6. Accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any person to whom the offer is made or the non-receipt of the LOO by any such person will not invalidate the offer in any way.
7. Please note that a copy of the LOO including Form of Acceptance cum Acknowledgment, is also available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, CSE at www.cse-india.com Target Company: www.shentracon.com; Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com.
8. A summary of the procedure for tendering Equity Shares in the Offer is as below. For further details, please refer to Chapter 8 titled **'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer'** on page 34 of the Letter of Offer.
   - **In the case of the Equity Shares held in dematerialised form:** The Public Shareholders who are holding the Equity Shares in demat form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their Selling Broker/ Seller Member, indicating details of Equity Shares they wish to tender in this Offer. The Public Shareholders holding shares in Demat mode are not required to fill any Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, unless required by their respective Selling Broker.
   - **In the case of the Equity Shares held in physical form:** The Public Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out including the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement duly signed (by all Public Shareholders in case shares are in joint names) in the same order in which they hold the Equity Shares along with the documents specified in the LOO (including original share certificate(s), valid share transfer form and self-attested copy of the Public Shareholder's PAN card) to the Registrar to the Offer on or before the Offer Closing Date (by 5.00 p.m.). The envelope should be superscribed as **"Shentracon Chemicals Ltd - Open Offer"**.
   - **In case of non-receipt of the Letter of Offer,** such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificate and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Closure of the Offer. It may be noted that no indemnity is required from the unregistered shareholders.
9. The major changes suggested by SEBI vide their Observation Letter "HO/49/12/11(41)2025-CFD-RAC DCR1/I/1044/2025' dated December 24, 2025. ("SEBI Letter"), incorporated in the Letter of Offer, is as mention herein below:
   a. The additional/amended details of the Offer have been inserted in Chapter 3 titled **'Details of this Offer'** beginning on Page 12 of the LOO
      - **Point 3.1.4 (Note 2) of the LOO-** Shentracon Financial Services Ltd. ('SFSL') continues to hold 4,00,000 equity shares (held in physical mode) of the Target Company which are subject to lock-in due to non-submission of KYC documents. The Target Company has made repeated attempts to contact SFSL and its representatives to facilitate completion of KYC and dematerialisation formalities. However, the Company has not been able to trace or establish contact with any authorised representative or director of SFSL despite best efforts through available addresses, emails, and public records. As a result, the dematerialisation process also could not be completed for the mentioned shares. The Target Company will continue its efforts to locate and communicate with SFSL and shall take appropriate steps in compliance with applicable laws upon establishing contact.
      - **Point 3.1.11 and 3.2.9 of the LOO -** However, there was a delay of one (1) working day by the Acquirers in depositing the escrow amount, which occurred solely due to non-receipt of the Escrow Account number / activation details from the Escrow Bank within the prescribed timeline, despite timely completion of all required formalities.
      - **Point 3.1.12 of the LOO -** As the Acquirers have deposited 100% of the consideration amount payable under open offer in the Escrow Account, in compliance with Regulation 22 of SEBI (SAST) Regulations, Acquirers have, after expiry of 21 working days from the date of Detailed Public Statement, have been appointed as Directors on Board of the Target Company w.e.f. October 24, 2025 and has acquired management control over the Target Company.
      - **Point 3.1.20 of the LOO -** In compliance with Regulation 24(1) read with Regulation 17, as entire consideration is deposited in the Escrow Account, the Acquirers have reconstituted the Board of Directors of the Target Company by appointing themselves or person(s) representing them on the Board of Directors of the Target Company. Accordingly, Mr. Amit Lalit Jain, Mr. Hanissh Kanakraj Jaain, CA. Ashish Bakliwal and Ms. Madhuri Toshniwal were appointed on the Board of the Target Company on October 24, 2025 in compliance with the proviso to Regulation 24(1) of SEBI (SAST) Regulations and they are representing the Acquirers on the Board of the Target Company.
      - **Point 3.2.23 of the LOO -** No complaints have been received by the company and Merchant Banker in relation to the proposed open offer or the valuation of Offer Price.
      - **Point 3.3.2 of the LOO -** The Target Company has not carried on any business activity and has not generated any revenue for the past 10 years, and the acquisition is being undertaken with the intent to revive the company's operations and explore new business opportunities.
   b. The amended/ additional details of the Acquirers have been inserted in Chapter 4 titled **'Background of the Acquirers'** beginning on Page 19 of the LOO
      - **Point 4.3.4 of the LOO -** As on LOO, there were no persons on the Board of the Target Company, representing the Acquirers. However, in compliance with Regulation 24(1) read with Regulation 17, as entire consideration is deposited in the Escrow Account, the Acquirers have reconstituted the Board of Directors of the Target Company by appointing themselves and/ or person(s) representing them on the Board of Directors of the Target Company
      - **Point 4.3.5 of the LOO -** As on date of LOO, the Acquirers do not hold any Equity Shares in the Target Company Subsequently, pursuant to the consummation of the Share Purchase Agreement upon expiry of 21 days from Detailed Public Statement, the Acquirers acquired 23,17,343 equity shares of ₹ 10/- each of Target Company representing 52.21% of the equity and voting share capital of the Target Company. The Acquirers shall make an application to BSE and CSE in accordance with the provision of Regulation 31A (10) of SEBI (LODR) Regulations for their reclassification and shall become the promoters of the Target Company, subject to the compliance of the SEBI (LODR) Regulations.
   c. The amended/ additional details of the Target Company have been inserted in Chapter 5 titled **'Background of the Target Company'** beginning on Page 21 of the LOO
      - **Point 5.9 of the LOO -** Shentracon Chemicals Limited is not categorized as a "Promoter" or part of the "Promoter Group" of any other listed entity as on date.
      - **Point 5.19 of the LOO -** As on the date of the LOO, the Acquirers do not have any representation on the Board of Directors of the Target Company. However, in compliance with Regulation 24(1) read with Regulation 17, as entire consideration is deposited in the Escrow Account, the Acquirers have reconstituted the Board of Directors of the Target Company by appointing themselves and/ or person(s) representing them on the Board of Directors of the Target Company.
      - **Point 5.25 of the LOO -** There are no depository receipts of the shares issued in foreign countries by the Target Company.
10. **Material Change from the date of Public Announcement**
    a. **Appointment of new Directors:** In compliance with Regulation 24(1) read with Regulation 17, as entire consideration is deposited in the Escrow Account, the Acquirer has reconstituted the Board of Directors of the Target Company by appointing themselves on the Board of Directors of the Target Company. Accordingly, Mr. Amit Lalit Jain, Managing Director (DIN: 05263766), Mr. Ashish Bakliwal, Non - Executive Independent Director (DIN: 05149608), Mr. Hanissh Kanakraj Jaain, Executive Director (DIN: 05263777) and Ms. Madhuri Toshniwal, Non - Executive Independent Director (DIN: 11345300) were appointed on the Board of the Target Company on October 24, 2025 in compliance with the proviso to Regulation 24(1) of SEBI (SAST) Regulations and they are representing the Acquirers on the Board of the Target Company.
    b. **Resignation of previous Directors:** Consequent to the aforementioned reconstitution of the Board, Ms. Chandi Das Chakraborty (DIN: 07688518), Independent Director, Mr. Milan Sardar (DIN: 08470284), Non-Executive - Independent Director and Ms. Garima Sureka (DIN: 07138785), have tendered their resignation, with effect from November 28, 2025.
11. To the best of the knowledge of the Acquirers, as on the date of LOO, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in para 7.4 titled **'Statutory Approvals and Conditions of the Offer'** on page 33 of the LOO.
12. The schedule of activities has been revised and necessary changes have been incorporated in the LOO on Page No 2. The Revised Schedule of Activities is in compliance with the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations and the same is an under;

Schedule of Activities	**Tentative Schedule**	**Revised Schedule**
	Day and Date	**Day and Date**
Date of the Public Announcement	Thursday, September 04, 2025	Thursday, September 04, 2025
Date of publication of the Detailed Public Statement	Friday, September 12, 2025	Friday, September 12, 2025
Last date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, September 19, 2025	Friday, September 19, 2025
Last date for Public Announcement for a Competing Offer	Monday, October 06, 2025	Monday, October 06, 2025
Last date by which SEBI's Observations on the Draft Letter of Offer will be received (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager)	Monday, October 13, 2025	Wednesday, December 24, 2025
Identified Date*	Wednesday, October 15, 2025	Monday, December 29, 2025
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders	Friday, October 24, 2025	Monday, January 05, 2026
Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer in the Newspapers	Wednesday, October 29, 2025	Thursday, January 08, 2026
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	Thursday, October 30, 2025	Friday, January 09, 2026
Date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement had been published	Thursday, October 30, 2025	Friday, January 09, 2026
Date of commencement of Tendering Period	**Friday, October 31, 2025**	**Monday, January 12, 2026**
Date of closing of Tendering Period	**Friday, November 14, 2025**	**Friday, January 23, 2026**
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Friday, November 28, 2025	Monday, February 09, 2026

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the LOO is sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirers and the parties to the Share Subscription Agreement) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

13. The Acquires, jointly and severally, accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and for the fulfillment of its obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Advertisement shall also be available on website of the SEBI accessible at www.sebi.gov.in, BSE accessible at www.bseindia.com, CSE accessible at www.cse-india.com, Target Company at www.shentracon.com Registrar at: support@purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com.

Bonanza
MANAGER TO THE OFFER
BONANZA PORTFOLIO LIMITED
CIN: U65991DL1993PLC052280
Address: Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
Contact Person: Ms. Swati Agrawal / Mr. Abhay Bansal
Tel No.: 91 022 68363773 / 91 11 40748709
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com; abhay.bansal@bonanzaonline.com
Website: www.bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306
Validity: Permanent

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
CIN: U67120MH1993PTC074079
Address: Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (East) Mumbai - 400011, Maharashtra
Tel No: +91 22 31998810/ 49614132
Email: support@purvashare.com
Website: www.purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhuri
SEBI Registration Number: INR000001112
Validity: Permanent

For and on behalf of the Acquirers

Date: January 08, 2026
Place: Mumbai

Amit Lalit Jain (**"Acquirer 1"**)
Hanissh Kanakraj Jaain (**"Acquirer 2"**)

সাগরদিঘিতে পুলিশি অভিযানে হেরোইন উদ্ধার, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ সাম্প্রতিক সময় রাজ্যের সব থেকে বড় মাদক উদ্ধারের ঘটনা ঘটলো মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানা এলাকা থেকে। বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরদিঘি থানার পুলিশ কাবিলপুর এলাকার কয়েলপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কেজি ৩০০ গ্রাম উন্নত মানের হেরোইন উদ্ধার করল। সাম্প্রতিক সময় রাজ্যের কোনও জেলায় একসঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়নি বলেই পুলিশ আধিকারিকেরা দাবি করেছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া মাদকের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ মাদক তৈরি এবং পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাগরদিঘি থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই একই পরিবারের তিন সদস্য সহ মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তিদের নাম রাকিবুল শেখ, মোমিনা বিবি, হাসিনা খাতুন এবং ইব্রাহিম শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত রাকিবুল এবং মোমিনা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। হাসিনা খাতুন ওই দম্পতির পুত্রবধূ। গ্রেপ্তার হওয়া অপর অভিযুক্ত ইব্রাহিম শেখের বাড়ি লালগোলা থানার অন্তর্গত নলডহরি গ্রামে। ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে লালগোলা থানায় মাদক তৈরি এবং পাচারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় হেরোইন তৈরির কারিগর হিসেবে ইব্রাহিমের বিপুল কদর রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, রাকিবুল এবং মোমিনার সন্তানরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে কাজ করেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ওই দম্পতি নিজেদের বাড়িতেই হেরোইন তৈরির কারবার শুরু করেছিলেন। এসডিপিও (জঙ্গিপুর) প্রবীর মন্ডল বলেন, বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরদিঘি থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ পুলিশের একটি দল কাবিলপুরের একটি গ্রামে হানা দেয়। সেখানে একটি বাড়ি থেকে আমরা ৫ কেজি ২৮৭ গ্রাম উন্নত মানের হেরোইন উদ্ধার করেছি।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under 15th FC and BEUP fund of **N.I.e.T. No.-63/ HPS/15th FC/2025-26 & 64/HPS/ EO/BEUP/2025-26**. Documents and other details is available in the website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **27/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিলের জন্য সংশোধনী

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নং ইএলইজি-ওটি -১২৭৭ -২০২৫-২৬**, এতদ্দ্বারা কিছু প্রযুক্তিগত কারণে **বাতিল** করা হল।

SDAH-343/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_৫৯_২৫-২৬; **তারিখ:** ০২-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ঃ** ইএল_টিআরডি_৫৯_২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** "(শিডিউল-এ):- কাটিহার ডিভিশনের আদিনা স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার চওড়া এফওবি নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ এবং (শিডিউল-বি):- কাটিহার ডিভিশনের ওল্ড মেইডস স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার চওড়া এফওবি নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ বৈদ্যুতিক টিআরডি সংক্রান্ত কাজ"। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৬৩,৬২,৬৭৮.৬৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,২৭,৩০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৭-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ফ্লাশ্ব বাট ওয়েলডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি -০১২০২৬-এমএলজি তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ই-টেণ্ডার নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি -০১২০২৬-এমএলজি। কাজের নামঃ** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I এবং জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/রঙ্গিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেজড্ অ্যারে আলট্রাসোনিক ওয়েল্ড টেস্টারের (পিএইউটি) দ্বারা ফ্লাশ্ব বাট ওয়েলডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ। **আনুমানিক টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৭৮,৪৮,০৭৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৮৯,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মহাপ্রবন্ধক (ডব্লিউ), মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with the Republic Day Celebration, 2025 on 26.01.2026 at Red Road, Kolkata (Primary Internet Feed) **[Job No: KIT/RW/123 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-268/T/25-26 Tender ID: 2026_WBPWD_985207_1**
Bid Submission Closing : **20.01.2026 up to 11.00 AM**
2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with the Republic Day Celebration, 2025 on 26.01.2025 at Red Road, Kolkata (Secondary Internet Feed) **[Job No: KIT/RW/124 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-269/T/25-26** Tender ID: 2026_WBPWD_985439_1 Bid Submission Closing : **20.01.2026 up to 11.00 AM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমরা শ্যামল ঘোষ, বিমল ঘোষ উভয়ের পিতা স্বর্গীয় নবকুমার ঘোষ, সন্তোষী ঘোষ পাত্র পিতা স্বর্গীয় দুকড়ি ঘোষ, সকলের সাকিম ভুবনডাঙ্গা পোঃ+থানা- বোলপুর, বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪, মৌজা- দ্বারিকানাথপুর, জে.এল-১২৮, খতিয়ান নং- ৮৬২ এবং ৮৬৩, দাগ নং- ১ /২২১১ স্থিত পরিমান ১৪.৬৬ শতক ডাঙ্গা জমি শ্রী বিজয় কুমার লোধা, পিতা বিনয় চাঁদ লোধা, ব্লক এল, ফ্লোর ৭বি, ন্যাচারাল সিটি, ৪৩ শ্যামনগর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫ নিয়মাফিক পদ্ধতিতে যিনি উক্ত জমির মালিকের দ্বারা ঘোষিত বোলপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে ১২৫/ ২০১৩ আমমোক্তা দলিল মূলে জমিটি আমমোক্তা জয়ন্ত দত্ত, পিতা স্বর্গীয় বাগালচন্দ্র দত্ত, সাকিম- বোলপুর, কালিকাপুর, পোঃ-থানা-বোলপুর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। উক্ত জমি বোলপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে দলিল নং- ৭৮৩২ / ২০২৫ তারিখ- ১৫/০৭/২০২৫ রেজিস্ট্রী হইয়াছে। উক্ত জমির ব্যাপারে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়া দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বোলপুর বি.এল এবং এল.আর.ও অফিসে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লহিয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথা বিবেচিত হইবে যে উক্ত জমি সম্পূর্ণ ভাবে দায়মুক্ত এবং আমরা আইনসঙ্গত ভাবে মালিক।

শ্যামল ঘোষ, বিমল ঘোষ, সন্তোষী ঘোষ পাত্র ক্রেতা / গ্রহীতা

E-Tender Notice No-

NIT-15/JAM-1/15TH FC Tied/2025-26, E-Tender Notice No. NIT-16/ JAM-1/15TH FC Tied/2025-26, E-Tender Notice No. NIT-17/JAM-1/ 15TH FC Tied/2025-26, E-Tender Notice No. NIT-18/JAM-1/15TH FC Untied/2025-26, E-Tender Notice No. NIT-19/JAM-1/15TH FC Untied/2025-26, dt-08-01-2026 E-Tender are here by invited by the Prodhan, Jamalpur-1 G.P. from bonfire contractors to participate in the e-tender from 09.01.2026 to 21.01.2026. Date of opening 27.01.2026 at 9.00 AM for further details. Visit the website https:// wbtender.gov.in or G.P. office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/Electricity, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
1) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-40/25-26 (1st call) Name of the Work: **Refilling of Fire Extinguisher for electrical rooms at New Market New Complex under KMC;** Estimate Amount: **Rs. 2,53,056.51;** Earnest Money: **Rs. 5,100.00;** Period of Completion: **20 Days;**
2) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-80/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Supply and installation of LED lights at different places and stair of New Market New Complex under KMC;** Estimate Amount: **Rs. 1,98,492.27;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **20 Days**
3) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-87/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Supply and installation of wiring and allied Electrical works at the 3RD and 5TH floor of 48 Market ST. Under KMC;** Estimate Amount: **Rs. 1,55,490.00;** Earnest Money: **Rs. 3,200.00;** Period of Completion: **10 Days**
4) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-88/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Supply and installation of light fittings and fan along with allied electrical works Athudco Building 6TH Floor under KMC;** Estimate Amount: **Rs. 2,96,648.11;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **7 Days**
5) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-90/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Shifting of existing LT Panel and allied electrical Works at Hudco Building under KMC;** Estimate Amount: **Rs. 1,12,008.00;** Earnest Money: **Rs. 2,300.00;** Period of Completion: **7 Days**
6) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-92/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Supply of Retrofit LED tube light for IT Department, Civil Department and PMU Department at 48 Market Street KMC;** Estimate Amount: **Rs. 2,57,786.34;** Earnest Money: **Rs. 5,200.00;** Period of Completion: **15 Days**
7) NIT No.- KMC/Elect/Ely/Estm-94/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Supply and installation of ceiling fans for the replacement of old ceiling fans at the passage area of ground and 1st floors of SS Hogg Market New Complex under KMC;** Estimate Amount: **Rs. 4,23,949.52;** Earnest Money: **Rs. 8,500.00;** Period of Completion: **15 Days;** Last Date and Time of submission of BID: **20.01.2026 up to 4 PM** (for Sl. No. 1 to 7); The BID forms and other detail are available on and from : **10.01.2026** (for Sl. No. 1 to 7); The Website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 7);

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works:
1) NIT No.- LTG/53/APAS/160/WD-14/BR-III/25-26 (2nd call) Name of the Work : **Improvement of lighting arrangement at 226A/H/13/7, Bagmari Road in Ward no-14;** Estimated Amount: **Rs. 1,97,213.39;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **20 Days;**
2) NIT No.- LTG/57/APAS/176/WD-14/BR-III/25-26 (2nd call) Name of the Work : **Improvement of lighting arrengement at 224/1, Bagmari Road and its Surrounding areas in ward 14;** Estimated Amount: **Rs. 2,60,803.25;** Earnest Money : **Rs. 5,300.00;** Period Of Completion: **20 Days**
3) NIT No.- LTG/41/APAS/136/WD-14/BR-III/25-26 (2nd call) Name of the Work : **Improvement of lighting arrangement at 32/2, B. B. Ghosh Sarani with it's surrounding area in ward no-14, BR-III;** Estimated Amount: **Rs. 2,99,070.70;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **20 Days**
4) NIT No.- LTG/50/APAS/156/WD-14/BR-III/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement at B.R.S.ST. in ward 14;** Estimated Amount: **Rs. 1,86,830.99;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **20 Days**
5) NIT No.- LTG/92/APAS/218/WD-32/BR-III/25-26 (2nd call) Name of the Work: **Development of lighting at 121/4J Satin Sen Sarani and its surrounding areas in ward no 32;** Estimated Amount: **Rs. 2,92,922.70;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **20 Days**
6) NIT No.- LTG/97/APAS/234/WD-32/BR-III/25-26 (2nd call) Name of the Work : **Improvement of light at 152, Satin Sen Sarani and surrounding area in Ward no-32;** Estimated Amount: **Rs. 1,44,325.75;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion: **20 Days;** Last date and time of submission of Bid: **15.01.2026 - 11 AM** (for Sl. No. 1 to 6); The bid forms and other details are available on & from : **02.01.2026 - 4 P.M.** (for Sl. No. 1 to 6); The Website : **https://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6);

The Executive Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC invites E-Tender by two Bid system for the following works:
1) NIT No.- LTG/AP/352/1/49/V/Z-II/25-26 Name of the Work: **Installation of PA System at booth no-108 in ward - 49;** Estimate Amount : **Rs. 2,49,201.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **10 days**
2) NIT No.- LTG/AP/351/1/49/V/Z-II/25-26 Name of the Work: **Installation of PA System at booth no-107 in ward - 49;** Estimate Amount : **Rs. 2,48,716.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **10 days;**
3) NIT No. - LTG/AP/347/1/49/V/Z-II/25-26 Name of the Work: **Installation of PA system at booth no-103 in ward- 49;** Estimate Amount : **Rs. 2,49,155.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **10 days**
4) NIT No.- LTG/AP/348/1/49/V/Z-II/25-26 Name of the Work: **Installation of PA System at booth no-104 in ward - 49;** Estimate Amount : **Rs. 2,48,820.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **10 days**
5) NIT No.- LTG/AP/349/1/49/V/Z-II/25-26 Name of the Work: **Installation of PA System at booth no-105 in ward- 49;** Estimate Amount : **Rs. 2,48,699.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **10 days**
6) NIT No.- LTG/AP/350/1/49/V/Z-II/25-26 Name of the Work: **Installation of PA System at booth no-106 in ward- 49;** Estimate Amount : **Rs. 2,48,763.00;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **10 days;** Last date and time of Submission of BID : **17.01.2026 Up to 6 PM** (for Sl. No. 1 to 6); The BID forms and other details are available on and from : **09.01.2026 at 6 PM** (for Sl. No. 1 to 6); The Website : **https://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6).

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/LTG/148/WD23/IV/ZII/25-26, Published in this Newspaper on 06.12.2025 **(Key No. 1620/25-26) of Electrical Lighting/Zone-II Department** (Sl. No.1). Last date and time of Submission of bid (online) read as **20.01.2026 at 2 PM** instead of 06.01.2026 upto 2 PM.

NIT No. LTG/60/APAS/01/161/32/0002, Published in this Newspaper on 18.12.2025 **(Key No. 1736/25-26) of Electrical Lighting Zone-II Department** (Sl. No.17). Last date and time of Submission of bid will be read as **20.01.2026 upto 1 PM** instead of 07.01.2026 upto 1 PM. Bid opening date will be read as **21.01.2026 at 1 PM** instead of 09.01.2026 at 1 PM. **1911/25-26**

অফবিট

রাশিয়ান-ইউক্রেনিয়ানদের মোচ্ছব চলত সারাদিন! দুই দেশের সংঘাতে ‘একা’ হয়ে গেছে গোয়ার এই বিচ

এস. ব্যানার্জী

এক সময় গোয়ার ক্যাভেলোসিম বিচ মানেই ছিল এক টুকরো বিদেশ। বালির ওপর পা ফেললেই মনে হত, ভারত থেকে বহু দূরে কোথাও এসে পড়েছেন। চারপাশে রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, ব্রিটিশ পর্যটকের ভিড় - তাঁদের হাসি, কথাবার্তা, গানের সুরে তৈরি হত এক আলাদা আবহ। কোনও ভারতীয় হঠাৎ সেখানে গেলে খানিকটা অবাকই হতেন। নিজের দেশেই যেন পরদেশি হয়ে পড়ার অনুভূতি। ক্যাভেলোসিমের সেই ভাইব ছিল ঠিক এমনই। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত লোকাল স্যাক আর বিচ স্যাকগুলি গিজগিজ করত। কর্মীরা অর্ডার সার্ভ করতে করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। রাত নামলেই শুরু হত ডিজের তালে তালে নাচ। ভেসে আসত নানা ভিনদেশি গানের সুর। আলো-আঁধারিতে মিশে যেত নানা ভাষার হাসি, গল্প, মদ আর আনন্দ। ব্যবসা চলত রমরমিয়ে। ক্যাভেলোসিম তখন শুধু একটা বিচ নয়, যেন এক আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র। কিন্তু সময় বদলায়। বদলায় মানুষের আসা-যাওয়া, বদলায় সম্পর্কের মানচিত্রও। করোনা পরবর্তী সময় থেকে ক্যাভেলোসিমের ছবিটা ধীরে ধীরে ফিকে হতে শুরু করে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গোটা দৃশ্যপটটাই বদলে দেয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এক সময় এই বিচে একই টেবিলে বসে উদযাপন করতেন

রাশিয়া আর ইউক্রেনের নাগরিকরা। খানা-পিনা, নাচ-গান সবই হত একসঙ্গে। কে কোন দেশের, সেই পরিচয় তখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সকলেই থাকতেন ছুটির আমেজে, দেদার পার্টি মুডে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর সেই ছবিটা আর টেকেনি। ধীরে ধীরে ক্যাভেলোসিম থেকে কমতে থাকে ইউক্রেনিয় পর্যটকের সংখ্যা। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাস, ক্রিসমাসের সময়েও এই বিচে আর চোখে পড়েনি কোনও ইউক্রেনিয়ান। যুদ্ধের কারণে বদলে গেছিল মানুষের মনোভাবও। বিচের এক স্যাকের কর্মীর কথায়- যুদ্ধ শুরুর পরেও দুই দেশের নাগরিকরা আসতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে রাশিয়ানদের আচরণ বদলাতে শুরু করে। এক টেবিলে বসা তো দূরের কথা, পাশের টেবিলে ইউক্রেনিয়দের দেখলেই একজোট হয়ে অন্য রাশিয়ানরা হুমকি দিতেন, শাসাতেন। কোনও কোনও সময়ে পরিস্থিতি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইউক্রেনিয়রা কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজ সেরে চুপচাপ সরে যেতেন। তারপর এক সময় তাঁরা আসাই বন্ধ করে দেন। শুধু ক্যাভেলোসিম নয়, গোয়াকেই যেন তাঁরা ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে গেছেন। এখন এই বিচে বিদেশি পর্যটক বলতে বেশিরভাগই রাশিয়ান। গত ডিসেম্বর মাসে গোয়া গিয়েছিলাম। এক রাতে ক্যাভেলোসিম বিচে বসে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল- এই দুনিয়া সত্যিই কত বিচিত্র। দূরের কোনও দেশের ক্ষমতা দখলের লালসা, যুদ্ধের আগুন এসে পড়ে কত দূরের এক শান্ত সমুদ্রতটে। শুধু দেশ ভাঙে না, ভেঙে যায় কত পরিচয়, কত সহাবস্থান। ক্যাভেলোসিমের বালিতে দাঁড়িয়ে তখন মনে হচ্ছিল, যুদ্ধের ছায়া কেবল মানচিত্রেই পড়ে না, তা এসে পড়ে মানুষের অবকাশের মুহূর্তে, আনন্দের ঠিকানাতেও।

রবিবারেই পেশ হবে বাজেট ২০২৬

কেন্দ্রীয় সূত্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারিঃ হোক না রবিবার, রীতি মেনে ১ ফেব্রুয়ারিই পেশ করা হবে কেন্দ্রীয় বাজেট। এই বছর ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার পড়ায়, জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে ওই দিন বাজেট পেশ হবে নাকি একদিন পিছিয়ে ২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করবেন। বুধবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে সংসদীয় বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে বাজেট অধিবেশনর দিন নির্দিষ্ট করা হয়। আর তারপরই সূত্রের খবর, ১ ফেব্রুয়ারিই বাজেট পেশ হবে।

বাংলাদেশে এবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র সংসদে জয়ী জামাতে ছাত্রশিবির, কারণ নিয়ে বিতর্ক

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ৮ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ দখল করল জামায়াতে ইসলামের ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র শিবির। এর আগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশের একাধিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ দখল করেছে জামাতে ছাত্র শিবির। এবার তারা জয়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত এই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি উন্নতমানের গবেষণার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ঢাকার জমিদার কিশোরীলাল রায়চৌধুরী তাঁর বাবা জগন্নাথ রায়চৌধুরীর নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলেজকেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) এই শিক্ষার্থী সংসদের ২১টি পদের

মধ্যে ১৬টিতেই জয় পেয়েছেন এই প্যানেলের প্রার্থীরা। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সভাপতি হন পদাধিকার বলে উপাচার্যরা। নির্বাচিত ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হল সহ-সভাপতি বা ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি)। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি পদে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভূমিকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন কট্টর ইসলামপন্থী দল জামাতের ছাত্র সংগঠনগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে এগিয়ে রেখেছিল আওয়ামী লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগ। গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী দরকার ছাত্র লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লিগের ছাত্র সংগঠনের অনুপস্থিতিতে জামাতের ছাত্র শিবিরের একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল জয়ে ছাত্র সংসদ দখল নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রীতিমত তোলপাড় চলছে। স্বাধীনতার পর কখনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জামাতের ছাত্র শিবিরের এমন দাপট দেখা যায়নি। বিএনপি ও তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের অভিযোগ আওয়ামী লিগের সংগঠন ছাত্র লিগ তাদের ভোট জামাতের ছাত্র সংগঠনকে দিচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্র লিগের বক্তব্য, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা যেতে পারছে না। তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী মার্কশিট সহ পুরনো নথিপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নীতি আদর্শগতভাবেও ছাত্র লিগ কোন অবস্থাতেই জামাতে ছাত্রশিবিরকে সমর্থন করতে পারে না। ছাত্র লিগের বক্তব্য, তারা এতদিন ছাত্রশিবির’কে ঠেকিয়ে রেখেছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে বিএনপি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল জামাতের ছাত্রশিবিরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠন জামাতের ছাত্র সংগঠনের এমন প্রভাব কীসের ইঙ্গিত? আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বাকি বিশ্ববিদ্যালযগুলির মতন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র শিবিরের পর্যুদস্ত হয়েছে বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল। ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার পরিষদ-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল পাঁচটি পদে জয় পেয়েছে। বুধবার রাত একটায় জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন।

সিঁদুর অভিযানের পর নিজেদের লজ্জা ঢাকতে আমেরিকায় ৫ মিলিয়ন ডলার খরচ পাকিস্তানের!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর ওয়াশিংটনে দ্রুত ও আক্রমণাত্মক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছিল পাকিস্তান। মার্কিন বিদেশি এজেন্ট নিবন্ধন আইন-এর অধীনে সদ্য প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ৪৫ কোটি টাকা) খরচ করে ট্রাম্প প্রশাসন ও মার্কিন ক্ষমতাকেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায় ইসলামাবাদ। এফএআরএ নথিতে দেখা যাচ্ছে, সংকট মোকাবিলা, সামরিক ও কূটনৈতিক স্তরে প্রবেশাধিকার, অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমে অবস্থান শক্ত করতে একাধিক মার্কিন লবিং ও আইন সংস্থাকে নিয়োগ করেছিল পাকিস্তান। নথি অনুযায়ী, লবিং সংস্থা স্কোয়ার প্যাটন বগস জানিয়েছে, ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার চূড়ান্ত সময়ে পাকিস্তানি প্রতিনিধিরা একাধিক মার্কিন সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল- সম্ভাব্য সংঘাতের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপে আগ্রহী করা। এছাড়া সাইডেন ল’ এলএলপি এবং জ্যাভেলিন অ্যাডভাইজার্স-কেও কাজে লাগানো হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, জ্যাভেলিনের শীর্ষ দুই কর্তা জর্জ সোড়িয়াল ও কিথ শিলার দু’জনেরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ইতিহাস রয়েছে। এফএআরএ প্রকাশিত তথ্য এও

বলছে, পাকিস্তানি কূটনীতিক ও লবিস্টরা মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য, তাঁদের চিফ অব স্টাফ, পেন্টাগন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং হোয়াইট হাউসের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক ও যোগাযোগ করেন। পাশাপাশি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়, যাতে মার্কিন নীতিনির্ধারক মহলে পাকিস্তানের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। এই নথিগুলিতে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের ওয়াশিংটন সফরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। তাঁর একাধিক বৈঠক লবিস্টদের মাধ্যমেই আয়োজন করা হয়েছিল বলে এফএআরএ তথ্য নিশ্চিত করছে। নথিতে এই গোটা উদ্যোগকে ‘ক্রাইসিস ডিপ্লোম্যাসি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সূত্রপাত ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর। কেবল এই সময়েই ই-মেল, ফোন কল, টেক্সট মেসেজ ও সরাসরি বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় ৬০ বার মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। লবিংয়ের মূল বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, ভারত-পাক সংঘাত ও আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা, ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের সামরিক ও কূটনৈতিক প্রবেশাধিকার, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও বাণিজ্য ঘিরে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং গণমাধ্যমে বার্তা নিয়ন্ত্রণ। স্কোয়ার প্যাটন বগস, সাইডেন ল’ ও জ্যাভেলিন ছাড়াও সিডলি ল’ এলএলপি পাকিস্তান-আমেরিকা অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছে বলে এফএআরএ নথিতে উল্লেখ রয়েছে। টিম ঈগল কনসাল্টিং এলএলসি এবং ইসলামাবাদ-ঘনিষ্ঠ নীতিগত সংস্থাগুলিও পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে সংক্রান্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে, আলাদা এফএআরএ নথিতে উঠে এসেছে- ভারতও একই সময়ে ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক যোগাযোগ সক্রিয় করেছিল। ভারতীয় দূতাবাস বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনার জন্য এসএইচডব্লিউ পার্টনার্স এলএলসি-কে নিয়োগ করেছিল বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে। সব মিলিয়ে এফএআরএ-তে প্রকাশিত তথ্য স্পষ্ট করছে, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর ওয়াশিংটনে দ্রুত, ব্যয়বহুল এবং উচ্চপর্যায়ের লবিং অভিযানে নেমেছিল পাকিস্তান, একই সঙ্গে ভারতও মার্কিন ব্যবস্থার মধ্যে নিজের কূটনৈতিক চ্যানেল সক্রিয় রেখেছিল।

CHANGE OF NAME

I, Jannan Sheikh (Old Name) S/O–Mannan Sk resident of Haripur , Haripur Chhitka , Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741189 do hereby declared that I have changed my name from Jannan Sheikh to Jannan Sekh and henceforth I shall be known as Jannan Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/01/2026. My name Jannan Sekh & Jannan Sheikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mannan Sheikh (Old Name) S/O–Imajaddin Sk resident of Haripur , Haripur Chhitka , Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Mannan Sheikh to Mannan Sk and henceforth I shall be known as Mannan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/01/2026. My name Mannan Sk & Mannan Sheikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SERINA SARDAR, W/O- Mofijul Sardar, Residing at Vill- Jalakandua,P.O- Paniara,P.S- Panchla, Dist-Howrah,Pin-711302, That my actual name is SERINA SARDAR,(MAHEK KHATUN is my daughter's), That SERINA SARDAR and SERINA BEGUM is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld (1st Class) Executive Magistrate at Howrah, Date-23/12/25.

CHANGE OF NAME

I, NIRMAL KUMAR MONDAL (old name) S/O - MANASAPADA MONDAL residing at VILL - PASHLA PO - PASHLA PS - NABAGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) to NIRMAL MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as NIRMAL MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/01/2026. NIRMAL MONDAL (new name) & NIRMAL KUMAR MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NOOR ALAM SHAIKH (old name) S/O- BUDHU SK residing at VILL- MALLIKPUR PO - BHALKUNDI PS - KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN -742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NOOR ALAM SHAIKH (old name) to NURSALAM SK (new name) and henceforth, I shall be Known as NURSALAM SK(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/01/2026.NURSALAM SK (new name) & NOOR ALAM SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Kazi Mohatab Alam, S/O- Kazi Sarfe Alam resident of Vill-Khoshbag, P.O.- Indas, Dist- Bankura, West Bengal, PIN-722205, have changed my name and shall henceforth be known as ‘KAZI MAHATAB ALAM’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 08/01/2026. That Kazi Mohatab Alam and Kazi Mahatab Alam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD ASHARAFUL SEKH (old name) S/O - SAMED SEKH residing at VILL- NAGRJOLE UTTARPARA PO - NAGRAJOLE PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD ASHARAFUL SEKH (old name) to ASHARAFUL SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as ASHARAFUL SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 08/01/2026. ASHARAFUL SEKH (new name) & MD ASHARAFUL SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, IMDADUL HAQUE MONDAL (old name) S/O-SAFATULLA MANDAL residing at VILL - PIRTALA PO - CHOA PS - HARIHARPARA DIST - MURSHIDABAD PIN - 742166. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from IMDADUL HAQUE MONDAL (old name) to IMDADUL HOQUE MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as IMDADUL HOQUE MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/12/2025. IMDADUL HOQUE MANDAL (new name) & IMDADUL HAQUE MONDAL (old name) both name are same and one identical

CHANGE OF NAME

I, Ali Hajarat (Old Name) S/O–Imani Sk residing at Gajdharpara , Berhampore Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Ali Hajarat to Hazrat Ali and henceforth I shall be known as Hazrat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 06/01/2026. My name Hazrat Ali & Ali Hajarat both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Wayahed Kabiraj (Old Name) S/O–Ali Hossain Kabiraj resident of Shrirampur Nutanpara , Binod Nagar , Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Wayahed Kabiraj to Oyahed Kabiraj and henceforth I shall be known as Oyahed Kabiraj (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/01/2026. My name Oyahed Kabiraj & Wayahed Kabiraj both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohendre Sk (old name) S/o- Giri Sk residing at Mamdalipur, Natunpara raipur, Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHENDRE SK to MAHIUDDIN SK and henceforth I shall be known as MAHIUDDIN SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/01/2026. MOHENDRE SK (old name) and MAHIUDDIN SK (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mandakini (old name) wife of Mrutyunjay Tripathy, residing at Qr No. B-82, Pandara Road, P.O – Lodhi Road, Central Delhi – 110003, Delhi, have changed my name and shall henceforth be known as Mandakini Tripathy (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 12 dated 07/01/2026. Mandakini (old name) and Mandakini Tripathy (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mrutyunjay (old name) son of Bholanath Tripathy, residing at Qr No. B-82, Pandara Road, P.O – Lodhi Road, Central Delhi – 110003, Delhi, have changed my name and shall henceforth be known as Mrutyunjay Tripathy (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 13 dated 07/01/2026. Mrutyunjay (old name) and Mrutyunjay Tripathy (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lalita Shaw (Old Name) W/o Chandra Deo Shaw Residing at 8/1, Ram Hari Mistry Lane, Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Lalita Devi Shaw (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 08-01-2026. Lalita Shaw (Old Name) and Lalita Devi Shaw (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chandra Dev Shaw (Old Name) S/o Rameswar Shaw Residing at 8/1, Ram Hari Mistry Lane, Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Chandra Deo Shaw (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 08-01-2026. Chandra Dev Shaw (Old Name) and Chandra Deo Shaw (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sujata Saha (Old Name) W/o Jayanta Saha Residing at 21A, Gossain Para Lane, P.o - Hatkhola, P.s - Shyampukur District - Kolkata, Pin - 700005, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tanushree Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-01-2026. Sujata Saha (Old Name) and Tanushree Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hannah Ali, Sekh Hannah Ali (Old Name) S/o Golam Ambiya Residing at Vill - Pura, P.o - Dakshin Narayan Pur, P.s - Arambagh, District - Hooghly, Pin - 712412, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Hannah Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-01-2026. Hannah Ali, Sekh Hannah Ali (Old Name) and Sk Hannah Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Roshmi Adhikary Das (Old Name) W/o Bikash Das Residing at 258, H Purbo Para, Rajpur Sonarpur, P.o - Laskarpur, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700153, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Roshmi Adhikary (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-01-2026. Roshmi Adhikary Das (Old Name) and Roshmi Adhikary (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rabeya Bibi (Old Name) W/o Sk Asgar Ali Residing at Dhalipara Road, P.o - Badu, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700128, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rabeya Khatun (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 08-01-2026. Rabeya Bibi (Old Name) and Rabeya Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kamal Kumar Banerjee (Old Name) S/o Sudhansu Banerjee Residing at 67, Sarat Bose Lane, Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700081, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kamal Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Kamal Kumar Banerjee (Old Name) and Kamal Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chandra Ghosal (Old Name) W/o Kamal Banerjee Residing at 67, Sarat Bose Lane, Birati, District - North 24 Parganas, Pin - 700081, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Chandra Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Chandra Ghosal (Old Name) and Chandra Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajith Ponnanna (Old Name) S/o B K Kushalappa Residing at Harmony 3, Flat 301 Uniworld City, New Town, Kolkata - 700156, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ajith Ponnanna B K (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-01-2026. Ajith Ponnanna (Old Name) and Ajith Ponnanna B K (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Namata Dey (Old Name) W/o Ashoke Dey Residing at 21, Prafulla Chaki Road, P.s - Baranagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700036, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mamata Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-01-2026. Namata Dey (Old Name) and Mamata Dey (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarla S Choudhary (Old Name) W/o Surendra Kumar Choudhary Residing at 3rd Floor, Flat - 316 43, Kailash Bose Street, Beadon Street, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sarla Choudhary (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15 Dated 08-01-2026. Sarla S Choudhary (Old Name) and Sarla Choudhary (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Resham Parvin (old name) W/o- Abusar Ali Khan residing at Jalanga, Narayanpur, Malda , Dist-Malda, Pin-732141 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RESHAM PARVIN to RESHAM PARVEEN and henceforth I shall be known as RESHAM PARVEEN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/01/2026. RESHAM PARVIN (old name) and RESHAM PARVEEN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Madhab Halder (old name) S/o- Late Anil Halder residing at Gede Dakshinpara, Gede, Krishanagar, Dist-Nadia, Pin-741503 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MADHAB HALDER to MADHAI HALDER and henceforth I shall be known as MADHAI HALDER (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/12/2025. MADHAB HALDER (old name) and MADHAI HALDER (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Piyarul Sk (old name) S/o- Idris Sk residing at Kanapara, Ashadiyaha, Lalgola Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PIYARUL SK to PIARUL ISLAM and henceforth I shall be known as PIARUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/01/2026. PIYARUL SK (old name) and PIARUL ISLAM (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি SOHOCHORI SARDAR W/o GOBINDA SARDAR গ্রাম ছোট আজগারা পোস্ট এফ এস হাট থানা ন্যাজাট উত্তর ২৪ পরগনা আমার আধার নম্বর 591064774258 আমার ভোটার নম্বর JHN0330712 আমার ২০০২ সালে নির্বাচক তালিকায় সাবিত্রি সরদার স্বামী গোবিন্দ সরদার এপিক নাম্বার WB/15/098/207065 হয় আমি আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সহচরী সর্দার এবং সাবিত্রী সর্দার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, সাবিত্রী পারুই (আধার নংঃ ৫৫৯৯৪৩৪৯৭৪০৪) ঠিকানা- চাতাল পাড়া, শান্তিপুর, পোঃ-গুসকরা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২৮, পঃ বঃ, প্রথম শ্রেণীর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, পূর্ব বর্ধমান-এ এফিডেভিট করায় এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি, সাবিত্রী পারুই স্বামী- স্বরুপেন্দু বিশ্বাস, সাবিত্রী বিশ্বাস স্বামী- স্বরুপেন্দু বিশ্বাস, সাবিত্রী পারুই বিশ্বাস স্বামী- স্বরুপেন্দু বিশ্বাস, সাবিত্রী বিশ্বাস পারুই স্বামী- স্বরুপেন্দু বিশ্বাস সকলেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, GOLAK MANDAL S/o Rabindra Nath Mondal residing at Vill. Bansghata, PO-Amdobe, PS-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name GOLAK MANDAL instead of GOLOKE MONDAL and my father's actual name RABINDRA NATH MONDAL instead of RABIN MANDAL vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated on 02/01/2026. ABDUL SELIM MALLICK and ABDUL SALIM MALLIK both are same and one identical person. GOLOKE MONDAL S/o RABIN MANDAL and GOLAK MANDAL S/o RABINDRA NATH MONDAL both are same and one identical person.

শীতের আমেজে শীতবস্ত্রের বাজারে মন্দা, চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ শীতের আমেজ শহরে স্পষ্ট। ভোরের কুয়াশা, রাতের ঠান্ডা হাওয়া-সব মিলিয়ে শীত যে জাঁকিয়ে এসেছে, তা বুঝতে কারও অসুবিধা নেই। কিন্তু সেই শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না শীতবস্ত্রের চাহিদা। ফলে দোকান সাজিয়েও লাভের মুখ দেখছেন না শিলিগুড়ির বহু শীতবস্ত্র ব্যবসায়ী। এক সময় শীত নামলেই পাহাড় থেকে বহু মানুষ ছুটে আসতেন সমতলের দিকে। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট, মহাবীরস্থান-সহ ছোট-বড় নানা বাজারে তখন ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যেত। শীতের আগে পাহাড় ভ্রমণে আসা পর্যটকরাও একবার অন্তত ঢুঁ মারতেন এই শহরের ব্যস্ত বাজারগুলিতে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। বর্তমানে অনলাইন কেনাকাটা আর ঝাঁ চকচকে শপিংমল দখল করে নিয়েছে মানুষের পছন্দের তালিকা। পর্যটক আসছেন ঠিকই, কিন্তু পরিচিত বাজারগুলিতে আর আগের মতো পা পড়ছে না তাঁদের। শহরের দামি মল কিংবা মোবাইল অ্যাপেই এখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে কেনাকাটা। তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে প্রায় ২৫ বছর ধরে শীতবস্ত্রের দোকান দিয়ে আসছেন তাঁর কথায়, বাজারে এখন চাহিদাই নেই। রবিবারে একটু-আধটু ভিড় হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে পুরো মাস চলে না। আগে যে পরিমাণ বিক্রি হত, এখন তার দশ শতাংশও হয় না। তাই বাধ্য হয়ে কম পরিমাণ শীতবস্ত্র তোলা হচ্ছে, যার জেরে গোটা শীতে পণ্য বিক্রি অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। একই ছবি ফুটপাতের দোকানদারদের মধ্যেও। দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাথে শীতবস্ত্র বিক্রি করা তাপস মহন্ত জানালেন, শহরের উন্নয়নের নামে ফুটপাত দখলমুক্ত হওয়ায় দোকান ছোট করে অন্যত্র সরাতে হচ্ছে। পাশাপাশি মানতে হচ্ছে নানা বিধি-নিষেধ। দোকান ছোট হয়ে যাওয়ায় বেচাকেনাও কমছে। উপরন্তু ফুটপাতের দোকানগুলো নিচু করে দেওয়ায় ক্রেতারা ঝুঁকে জিনিস দেখতে চান না। তার উপর আবার ফুটপাতে দোকানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা, যা ব্যবসায়ীদের আরও কোণঠাসা করে তুলছে। তবে ক্রেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাচ্ছে। দার্জিলিং থেকে আসা ক্রেতা জানান, সমতলে শীতবস্ত্রের দাম পাহাড়ের তুলনায় অনেকটাই কম। জিনিস ভাল, দামও বেশি নয়। তাই প্রতি বছরই আসি। কিন্তু দোকান এত বেশি যে বুঝে উঠতে সমস্যা হয়। দশটা দোকান ঘুরে শেষে এক জায়গা থেকে কিনতে হয়, বললেন তিনি। তবে তার আক্ষেপ, পাহাড়েও এখন অনলাইন পরিষেবা আর শপিংমল চলে আসায় তাঁর অনেক বন্ধুই আর সমতলে আসতে আগ্রহী নন।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন নির্বিঘ্ন রাখতে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ রূপনারায়ণ নদীতে পলি জমে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা এড়াতে এবং কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্বিঘ্ন রাখতে বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রায় ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই বছরের একটি ড্রেজিং প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে রূপনারায়ণ নদীতে জোয়ারভাটার কারণে, বর্ষা ছাড়া বছরের বেশিরভাগ সময়েই নদীতে পলি জমে জলবাহী চ্যানেল গুলির গভীরতা কমে যায়। এর ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটারের জোগানে সমস্যা দেখা দেয়। যেই কারণে উপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নতুন এই প্রকল্পে শুধু নিয়মিত ড্রেজিংই নয়, নদীর তলদেশের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য হাইড্রোগ্রাফিক ও বাথিমেট্রিক সমীক্ষা, ড্রেজারের কর্মক্ষমতা যাচাই এবং জলজ আগাছা বা ভাসমান আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

গাছে বাইকের ধাক্কা মৃত্যু যুবকের, জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফুলবাড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়িতে এক ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্বপন রায় (২৩) নামে এক যুবকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দুই আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেগোছে বাইকের ধাক্কা মৃত্যু যুবকের, জখম গেছে, বুধবার রাতে ফালাকাটার দিক থেকে একটি বাইকে করে তিনজন যুবক ফুলবাড়ির দিকে আসছিলেন। ফুলবাড়ি হাইস্কুল সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাছে পৌঁছাতেই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইকটি। প্রবল গতিতে থাকা বাইক সজোরে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারের একটি গাছে। মুহূর্তের মধ্যে সবটা ওলটপালট হয়ে যায়। আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ধূপগুড়ি ব্লকের পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা স্বপন রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আহত অন্য দুজনের মধ্যে রাহুল বর্মনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাঁর বাড়ি ফুলবাড়ির দ্বারলক্ষ্মীপুরে। তৃতীয় আরোহী শংকর রায়ের চিকিৎসা চলছে।

প্রশাসনিক দফতরে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীনই শিলিগুড়ির মহকুমাশাসকের দফতরে বিধ্বংসী আগুন লাগল। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ দফতরের অফিস থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার খবর দেওয়া হয় স্থানীয় দমকল এবং পুলিশকে। খবর পেয়ে নির্বাচন দফতর (সিইও) থেকে মহকুমাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাতে অতিরিক্ত সিইও জানিয়েছেন, এসআইআর-এ এই অগ্নিকান্ডের প্রভাব পড়বে না। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। একেবারে তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণের আনার চেষ্টা করেন দমকল কর্মীরা। কীভাবে এই আগুন তা স্পষ্ট না হওয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনায় পুড়ে গেছে চেয়ার, টেবিল-সহ একাধিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে যাওয়ারও আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ। জানা যায়, বুধবার রাতে মহকুমাশাসকের অফিস ফাঁকা ছিল। বন্ধ ছিল ঘর। সেই সময় হঠাৎ করে অফিসের ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। দমকল আসার ৩০ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন প্রশাসনের কিছু উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই অফিস থেকেই এসআইআর সংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডে কিছু পুড়ে যাওয়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত নথি ডিজিটালাইজেশন করে রাখা হচ্ছে। যদিও সিইও দফতর থেকে খোঁজ করে এই প্রতিবেদককে জানানো হয়েছে, এসআইআর-এ এই অগ্নিকান্ডের প্রভাব পড়বে না।

জঙ্গলমহলের প্রাকৃতিক সম্পদ শালপাতাকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ জঙ্গলমহলের অন্যতম

প্রাকৃতিক সম্পদ শালপাতাকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন বাঁকুড়ার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মানুষজন। ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলায় শালপাতার থালা ও বাটি সরবরাহের জন্য বড় বরাত পেয়েছে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর ব্লকের ডিআরএমএস ল্যাম্পস এবং সারেঙ্গা ব্লকের সিএনজিএস ল্যাম্পস। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের নির্দেশে এই দু'টি ল্যাম্পসকে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে গঙ্গাসাগর মেলায় প্রায় ২ লক্ষ শালপাতার থালা ও ৪ লক্ষ বাটি সরবরাহ করা হবে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। ল্যাম্পস সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই থালা ও বাটি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্প্রতি গাড়িতে করে সেই সামগ্রী গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দফতরের আর্থিক সহায়তায় এবং আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের সহযোগিতায় রাইপুর ও সারেঙ্গা ব্লকে শালপাতার থালা ও বাটি তৈরির ইউনিট চালু করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলিতে এলাকার আদিবাসী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ও পুরুষরা নিয়মিত কাজ করছেন, ফলে তাঁদের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। রাইপুর ব্লকের সোনাগাড়া পঞ্চায়েতের ঝারিয়াকোচা পারসিমালা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য অর্চনা মুর্মু বলেন, আগে শালপাতা বিক্রি করতে নানা সমস্যায় পড়তে হত। এখন জঙ্গল থেকে শালপাতা সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে ল্যাম্পস-এর কাছে বিক্রি করা যায়, ফলে সংসারের খরচ চালাতে সুবিধা হচ্ছে। একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। তাঁরা জানান, থালা ও বাটি তৈরির সব কাজ নিজেরাই করেন এবং বড় বরাত পাওয়ায় কাজ ও আয় দু'টোই বেড়েছে। ডিআরএমএস ল্যাম্পসের ম্যানেজার জানান, বর্তমানে রাইপুর ব্লকের প্রায় ১৫০টি আদিবাসী পরিবার এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। অন্যদিকে, সিএনজিএস ল্যাম্পসের ম্যানেজার দুর্গাপ্রসাদ মাণ্ডি বলেন, সারেঙ্গা ব্লকের প্রায় ২০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৮০ টি পরিবার এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। গঙ্গাসাগর মেলার মতো বড় সরকারি বরাত ভবিষ্যতেও মিললে জঙ্গলমহলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং আদিবাসী মানুষজন নিজেদের এলাকাতেই কাজ করে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবেন বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

বাগান থেকে উদ্ধার মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ, পাশে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার শিশু পুত্র

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ জানুয়ারি ঃ সাতসকালে মা ও ছেলেকে খুনের চেষ্টা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুকে উদ্ধার করা গেলেও মাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘাতককে শিশুটি চিনে ফেলায় সম্ভবত তাকেও খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অনুমান। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত তারাপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত তারাপুর হাসপাতাল কলোনী উত্তরপাড়া সংলগ্ন একটি বাগানে সকালবেলা এক মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ এলাকাবাসীর নজরে আসে। মহিলার পাশেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় একটি শিশুকে। এরপরই এলাকার লোকজন খবর দেয় সামশেরগঞ্জ থানায়। সামশেরগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ এসে ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে। মহিলার পাশে উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে পাঠানো হয় নিকটবর্তী অনুপনগর হাসপাতালে। সেখানে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করে দেন চিকিৎসকরা। তবে মৃত ওই মহিলার নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এক মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ এবং পাশে গুরুতর আহত এক শিশু উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকাজুড়ে। মৃতদেহ শনাক্তকরণ সহ গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। আব্দুল মোল্লা নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালবেলা তারাপুর হাসপাতালের পেছনের বাগানে এলাকাবাসীর নজরে আসে অর্ধনগ্ন এক মহিলার মৃতদেহ। তার পাশে তিন বছরের একটি বাচ্চাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনই আমরা পঞ্চায়েত অফিস এবং সামশেরগঞ্জ থানায় খবর দিই। থানা থেকে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে এবং আমাদের এক পঞ্চায়েত সদস্য আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাচ্চাটিকে নিকটবর্তী অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে এলাকাবাসীর কেউই এখনও পর্যন্ত মৃত মহিলাকে শনাক্ত করতে পারেনি। ওই মহিলাকে অন্য জায়গা থেকে এনে খুন করা হয়েছে বলে এলাকাবাসীর অনুমান। মৃত ওই মহিলা বিবাহিত এবং পাশে উদ্ধার হওয়া শিশুটি তাঁর সন্তান বলে এলাকাবাসী জানতে পেরেছেন। এক গ্রামবাসী জানান, ওই মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার পর সেই অস্ত্র দিয়ে শিশুটিকেও খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শিশুটির মাথায় এবং মুখে গভীর ক্ষত চিহ্ন রয়েছে এবং আতঙ্কে সে নিজের নাম ঠিকানা পর্যন্ত বলতে পারছে না। এসডিপিও (ফরাক্কা) শেখ সামসুদ্দিন বলেন, ফরাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী একটি এলাকায় বাগানের মধ্যে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মহিলার দেহের পাশে তাঁর সন্তানকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বেলা ১১ টা পর্যন্ত ওই মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। কীভাবে এই ঘটনা হলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আহত শিশুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জমির পাশ থেকে উদ্ধার ব্যক্তির দেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৮ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় নিজের আলুর জমির পাশ থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার ভূতুরা পঞ্চায়েতের কেনেরা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বাবলু সোরেন। প্রতিদিনের মত এদিনও তিনি রাতে নিজের আলুর জমি পাহারা দিতে গিয়েছিলেন। তারপর সকালে বাড়ি ফিরছেন না দেখে ওই ব্যক্তির স্ত্রী জমিতে গিয়ে দেখেন, স্বামীর দেহ জমির পাশে পড়ে রয়েছে। পেটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তারপরেই তিনি গিয়ে গ্রামবাসীদের খবর দেন। খবর দেওয়া হয় মহম্মদবাজার থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। কী ভাবে এমন ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Emergent repairing works and Installation of 2nos New Feeder Pillar Box at Lock Gate Flyover under Hooghly River Bridge Commissioners.
Tender ID - 2026_HRBC_985540_1
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/14/25-26.
Last date of submission of bid (online) is **21.01.2026** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website:https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

খড়গপুর ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৬/০১ তারিখ ঃ ০৭.০১.২০২৬

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কলাইকুণ্ডাতে বিবিধ পার্কিং, খড়গপুর (দক্ষিণ) ও মেদিনীপুর (পূর্ব)-তে চার চাকার পার্কিং এবং বড়গাছিয়া, মৌড়ীগ্রাম পাঁশকুড়া (দক্ষিণ/১)-তে দুই চাকার পার্কিং-এর পার্কিং লটের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্কিংকেজিপি-২৬-১, অকশন তারিখ ঃ ২৩.০১.২০২৬, অকশন শুরু ঃ সকাল ১১টা এবং বন্ধের সময় ঃ ১২.২০ মিনিট, যা https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-1039) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

OFFICE OF DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205

SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-24/25-26,
The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for 3(Three) different works from the reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/ Government Company. Bid submission start date (online) **08/01/2026 at 6.00 pm**. Bid Submission end date (online) **21/01/2026 at 6.00 pm**. Bid opening date for Technical Proposals (online)-**27/01/2026 at 12.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

পাখি রোধী ডিস্কের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬-আরটি১ তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যাঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬-আরটি১। কাজের নামঃ** বৈদ্যুতিক খণ্ডের কম্পোজিত এবং পর্সিলেইন ইনসুলেটরে পাখির ত্রুটি (স্টে টিউব ব্র্যাকেট টিউব এবং ৯-টন ইনসুলেটর) রোধ করার জন্যে পাখি রোধী ডিস্কের ব্যবস্থা করা এবং সক্রিয় উচ্চ ভলটেজ কাঠামোতে বাঁনরের আরোহন রোধ করার জন্যে বাঁনর রোধী ডিভাইসের (নলাকৃতি প্রণালী) ব্যবস্থা করা (মাষ্ট, পর্টেল, আপরাইটস, গ্যান্ট্রী মাষ্ট আপরাইটস আদি)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯৪,৭৭,৮১০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৮৯,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপিএণ্ডজিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING E-TENDER No. 010/CGP/2026, Dated: 08/01/2026

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender for the work of Const. of CC Cover Drain with Sock Pit at 2(Two) different places. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **16/01/2026 up to 17.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **20/01/2026 up to 17.00 IST**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২৫-২৬-আরটি২ তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যাঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২৫-২৬-আরটি২। কাজের নামঃ** "নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)- টিএসআর (পি)- ৬৫.৮০০ টিকেএম" কাজের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৯,৩০,২৬০.৬৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩৮,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-০১-২০২৬ তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপিএণ্ডজিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
Bishwajit Tiwary, S/O- krishnadeo Tiwary
Sudha Tiwary . W/O- Bishwajit Tiwary
আমোক্তারনামা দাতাঃ **Mayank Jindal, S/o- Ashok Jindal**
ঠিকানাঃ **Mahatma Gandhi Road**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **6/06/22** নং বহি
——— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-1984 of 11/6/2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/244/245**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
L.R. plot- 228, 229 R.S. plot- 92 L.R.Sheet no- 81, R.S. Sheet no- 13 R.S. Khatian no-2/4
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **Bishwajit Tiwary**
পিতা ঃ **Krishnadeo Tiwary**
ঠিকানাঃ **Jalpaiguri**

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
দুলাল রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রীমতি সীমা ঘোষ**
ঠিকানাঃ **কলাইবেচীপাড়া, পোঃ খাড়িজা, বেরুবাড়ি, থানাঃ কোতোয়ালী, জেলা-জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রী দুলাল রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-2532/2023** নং বহি
——— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-2532/2023**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/3251**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-27, দাগ নং R.S.- 1897 L.R. 1707 খতিয়ান নং R.S.- 7009, L.R. - 3126 পরিমাণ -0.413 একর
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শ্রী দুলাল রায়**
পিতা ঃ প্রয়াত বেনীমাধব রায়
ঠিকানাঃ কলাইবেচীপাড়া, পোঃ খাড়িজা, বেরুবাড়ি, থানাঃ কোতোয়ালী, জেলা-জলপাইগুড়ি

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender is hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-25(01)/2025-26(2nd Call)**, **Date: 07/01/2026. i)** Bid submission start date: **08.01.2026 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **20.01.2026 at 11:00 Hrs**. **2. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-24(01)/2025-26(3rd Call)**, **Date: 08/01/2026. i)** Bid submission start date: **09.01.2026 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **24.01.2026 at 12:30 Hrs**. **3. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-26(04)/2025-26(2nd Call)**, **Date: 08/01/2026. i)** Bid submission start date: **09.01.2026 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **24.01.2026 at 12:30 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-100/2025-26** (SL No-01 to 03) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-101/2025-26 (SL No-01 to 03)& WBMAD/DKM/CP/e-NIT-102/2025-26 (SL No-03&04) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-103/2025-26 (SL No-02,03,06 to 12)
Tender Id is 2025_MAD_968765_1, 2025 MAD_968765_2, 2025_MAD_968765_3, 2025_MAD_968847_1, 2025_MAD_968847_2, 2025_MAD_968847_3, 2025_MAD_970175_3. 2025_MAD_970175_4. 2025_MAD_970704_2. 2025_MAD_970704_3, 2025_MAD_970704_6, 2025_MAD_970704_7, 2025_MAD_970704_8, 2025_MAD_970704_9, 2025_MAD_970704_10, 2025_MAD_970704_11 & 2025_MAD_970704_12 Bid Submission closing date (Online)- **27/01/2026 instated of 06/01/2026 & 07/01/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **29/01/2026 instated of 08/01/2026 & 09/01/2026** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্স ঃ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**
কাগজে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি-র শরৎ সদনে ১ (এক)টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং যোগ্যতার প্রমাণপত্র সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখঃ০৬.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে।
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৪.০১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in।

২৫৮(৩) / ২৫-২৬
৮।১।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the Amardaha Gram Panchayat
Under Shyampur-II Dev. Block
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/AGP/eNIT-21/CFC/25-26, (2) WB/HOW/AGP/eNIT-22/CFC/25-26, (3) WB/HOW/AGP/eNIT-23/CFC/25-26, (4) WB/HOW/AGP/eNIT-24/CFC/25-26, (5) WB/HOW/AGP/eNIT-25/CFC/25-26

The Pradhan, Amardaha Gram Panchayat, Sitapur, Amardaha, Shyampur, Howrah invites e-tender for similar works. Bid submission closing date(online) **15.01.2026 at 05:00 pm**. Bid opening date for Technical Proposals **17.01.2026 at 05:00 P.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Amardaha Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-27/APAS/BDO/2025-26

E tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 12.00 PM of 06.02.2026** under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No. 104/BDO/P-I Dated: 02/01/2026

Notice

Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.- **WBPUR/BDO/Niet-34/25-26** dt.02.01.2026, for 16no. schemes **(Tender ID 2026_DM_5006085_01 to 2026_DM_5006085_25)** under APAS within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. Last Date of tender submission is **09.01.2026 up to 6:55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

VIVEKANANDA INSTITUTE OF EDUCATION
(B.Ed. & D.El.Ed., Composite)
Recognized by N.C.T.E. & Affiliated to B.S.A.E.U. & W.B.B.P.E.
Vill.: Chandipur, P.O.: Senai, P.S: Goghat, Dist.: Hooghly, Pin-712611, W.B.
E-Mail: vbie2015@gmail.com, M-9635670567

Applications are invited for the D.El.Ed. department post of Principal/HOD, Perspectives in Education/Foundation of Education (04), Science (04), Humanities and Social Science (05), Bengali (03), English (01) Fine Arts/Performing Arts (01), Music (01), Health & Physical Education (01), Librarian (01) B.Ed. department post of Principal/HOD, Assistant Professor of following subjects Foundation (05), Bengali, (01), English(01), Geography (01), Mathematics (01), Sanskrit (01), History(01) Education(02) Political Science(01), Life Science (01), Physical Science (01), Music (01), Hindi (01), Commerce (01), Health & Physical Education (01), Fine Arts (01), Performing Arts (01) Librarian (01)
Norms. Qualifications are required as per NCTE, Willing candidates are requested to send their CV with all testimonials, including Aadhaar Card, Pan Card & Colour Photo mentioning. Name of post to the above mentioned E-Mail id & by post within 7 days.

Secretary

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/144/027/25-26/UTTARAN
Name of work : **Const. of U/G sewer at slum area of Kayal Para near Pre. No. 6 in Ward No. 144**; Estimated Cost : ₹ **3,99,661.81 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.01.2026 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **21.01.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/XIII/119/35/25-26/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of C.C. road at different places of 28A, 28B, 28D, 28/7 etc. Brojan Mukherjee Road bye lane surrounding area in Ward No. 119**; Work Value : ₹ **3,99,177.71**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **17.01.2026 (upto 11 am)**; Tender will be opened on : **19.01.2026 (11 am)**; The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 (From 5 pm)** from the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/ap**
(2) NIT No. : KMC/XIII/122/156/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer, surface drain and cover slab drain at different places of Dhawan Colony and Ishan Ghosh Road near Pr. No. 141, 145, 181 etc. and 514 surrounding Uttaran area in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **3,98,457.52**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(3) NIT No. : KMC/XIII/122/153/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Maintenance of damaged road by C.C. pavement at Ustad Amir Khan Sarani bye lane near Pr. No. 2039, 319, M.G. Road bye lane near Pr. No. 1221 different places of Hem Chandra Mukherjee Road Uttaran area in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **3,98,563.32**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(4) NIT No. : KMC/XIII/122/151/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Development of U/G sewer at Surya Sen Pally and Ustad Amir Khan Sarani bye lane Uttaran area near Pr. No. 55, 55/1 and 113/1 etc. in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **3,99,823.17**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 2 to 4)**.
(5) NIT No. : KMC/XIII/122/154/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrines at Khudiram Colony, 20/2 Ustad Amir Khan Sarani, 206 Sodepur Road, 82 Pally Uttaran areas in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **4,97,908.58**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.
(6) NIT No. : KMC/XIII/122/152/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Improvement of C.C. pavement at Surya Sen Pally near Pr. No. 51/2, 51/1 Ustad Amir Khan Sarani near Pr. No. 904, 113/1, Sukanta Pally near Pr. No. B-23 and Dakshin Para Green Park near Pr. No. 631 etc. Uttaran area in Ward No. 122, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **4,99,285.74**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **35 Days (For Sl. No. 5 & 6)**; Last date of submission of bid : **20.01.2026 (upto 11 am) (For Sl. No. 2 to 6)**; Tender will be opened on : **22.01.2026 (11 am) (For Sl. No. 2 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **09.01.2026 (From 5 pm) (For Sl. No. 2 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 to 6)**.
(7) NIT No. : KMC/XIII/120/053/25-26/APAS (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of sewer line at Nafar Chandra Das Road near Pr. No. 47/1/1, 6/1, 13, 14D, 15 etc. in Ward No. 120, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **2,99,331.20**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.
(8) NIT No. : KMC/XIII/120/088/25-26/APAS (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of road at Bhupen Roy Road bye lane near Pr. No. 51/D by C.C. pavement work with construction of bench with shed in Ward No. 120, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **3,57,063.98**; Earnest Money : ₹ **7,200.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 7 & 8)**; Last date and time of submission of bid : **24.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 7 & 8)**; Tender will be opened on : **27.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 7 & 8)**; The bid forms and other details are available on and from **14.01.2026 (From 11 am) (For Sl. No. 7 & 8)**; The website **https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 7 & 8)**.

1913/25-26

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়

৫, বিটিএম সরণী, ৬ তলা, কলকাতা- ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের আইনানুগ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার /গহনা/ মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা/ নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করছেন না। এতদ্বারা নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে, যদি তারা ২২.০১.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে সমস্ত পাওনা (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ / চার্জসহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে তাদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারগুলো ব্যাংক কর্তৃক ২৩.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত ই-অকশন ওয়েবসাইটঃ http://egold.auctiontigernet-এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার খরচে ই-নিলামে তোলা হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবিদার কোনো ব্যক্তির কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এ বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এছাড়াও, প্রয়োজনে ব্যাংক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং.	শাখা অফিস	ঋণগ্রহীতাদের নাম	ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্ট	মোট গ্রস ওয়েট (গ্রাম)	মোট নিট ওয়েট (গ্রাম)	বকেয়া পরিমান (টাকা)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি মূল্য (টাকা)
১	যোধপুর পার্ক	দেবাশীষ সমাদ্দার	৪০১০৭৭৬১০০০০২৩০	২৭.৬০	২৫.৩০	১,১৯,৯১৬.৫০	২,৬২,৯৬৬.০০	২৬,২৯৬.০০
২	শরৎ বোস রোড	নাট্টু সাহা	৪০১০৭৭৬১০০০০১০১	২০.৮০	১৯.৫০	৭৬,৭০৪.৮৬	২,০৭,০৩১.০০	২০,৭০৩.০০

ইএমডি (আমানত) জমা দেওয়ার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ
অ্যাকাউন্টের নামঃ মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড
ব্যাংকের নামঃ আইসিআইসিআই ব্যাংক, চলতি হিসাব নং.ঃ০০২৪০৫০১৯৪০৮, শাখাঃজেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ, আইএফএসসি কোডঃ ICIC0000024

নিলামের শর্তাবলীঃ গহনা / অলঙ্কারের মানের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়। অলঙ্কারগুলো ''যেমন আছে তেমনই'' ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। সোনার দায়িত্ব তার, যিনি গহনাগুলো বন্ধক রেখেছিলেন এবং যিনি নিলামে জয়ী হবেন। সফল দরদাতাকে সোনা বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিলামের অর্থ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাংক নিলাম বিক্রি বাতিল করতে পারে। আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাংক কোনো কারণ উল্লেখ না করেই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন / সংশোধন/ বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সোনার অলঙ্কার নিলামের পর কোনো ধরনের দাবি গ্রহণ করা হবে না। ব্যাংক যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান করার এবং তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন ও মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দর দেওয়াকে এই মর্মে গণ্য করা হবে যে দরদাতা নিলাম সম্পর্কিত শর্তাবলী গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত কর ও শুল্ক এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং ক্রেতার সতর্কতার নীতি প্রযোজ্য হবে। এর দ্বারা এটিও বোঝানো হবে যে দরদাতা নিলামের সময় প্রচলিত শর্তাবলী, যদি কোনো সংশোধন থাকে, তা মনোযোগ সহকারে পড়েছেন। একবার দর দেওয়া হয়ে গেলে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসঙ্গতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি সংস্করণটিই প্রামাণ্য বলে গণ্য হবে। আগ্রহী পক্ষগণ **১৩.০১.২০২৬ এবং ২০.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টার** মধ্যে সাইটে সোনার গহনা পরিদর্শন করতে পারবেন।
অনলাইন নিলামটি ২৩.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (অকশন টাইগার), যোগাযোগ করুন ৯০২৩৭২৪৭৮০ / ৬৩৫১৮৯৬৬৪০ অথবা ইমেল আইডিঃ egold@auctiontiger.net

তারিখঃ ০৯।০১।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নাবালিকা শুটারকে যৌন হেনস্থা, অভিযুক্ত জাতীয় শুটিং কোচ অঙ্কুশ

সংবাদ সংস্থা, ফরিদাবাদ, ৮ জানুয়ারিঃ জাতীয় স্তরের এক মহিলা শুটারকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ! হরিয়ানা পুলিশে অভিযোগ দায়ের হল জাতীয় শুটিং কোচ অঙ্কুশ ভারদ্বাজের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণী ১৭ বছরের এক শুটার, যিনি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দিল্লিতে এসেছিলেন। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ফরিদাবাদের মহিলা থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির ডঃ কর্ণী সিং শুটিং রেঞ্জে আয়োজিত একটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার সময়। অভিযোগ, পারফরম্যান্স মূল্যায়নের অজুহাতে কোচ অঙ্কুশ ভারদ্বাজ ওই শুটারকে ফরিদাবাদের একটি হোটেলে ডেকে পাঠান। প্রথমে লবিতে দেখা করার কথা বলা হলেও পরে তাঁকে হোটেলের ঘরে যেতে চাপ দেওয়া হয়। সেখানেই যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার অভিযোগের

গুরুত্ব বিবেচনা করে পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫১ (২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে ঘটনার দিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে। ফরিদাবাদ পুলিশের জনসংযোগ আধিকারিক যশপাল যাদব জানিয়েছেন, মামলার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। অভিযুক্ত অঙ্কুশ ভারদ্বাজ ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-র অধীনে নিযুক্ত ১৩ জন জাতীয় পিস্তল কোচের একজন। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই তাঁকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এনআরএআই-এর সেক্রেটারি জেনারেল পবন কুমার সিং জানিয়েছেন, ''মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোচ অঙ্কুশকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং তাঁকে কোনও নতুন দায়িত্ব দেওয়া হবে না।'' এফআইআরে আরও দাবি করা হয়েছে, অভিযোগ জানালে অভিযুক্ত কোচ শুটারের কেরিয়ার নষ্ট করে দেওয়ার এবং পরিবারের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছিলেন। ভয় ও মানসিক আঘাতের মধ্যে ওই শুটার হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং পরে পরিবারের কাছে পুরো বিষয়টি জানান। এরপরই পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। অভিযোগকারিণীর দাবি, এই কোচের বিরুদ্ধে অনুরূপ আচরণের শিকার হয়েছেন আরও এক জন মহিলা শুটারও। পুলিশ সেই তথ্যও খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। মামলার তদন্ত চলছে।

দাদাদের হোয়াইটওয়াশের দুঃখ ভুলিয়ে দিল ভাইয়েরা!

প্রোটিয়াদের ঘরে ঢুকে চুনকাম বৈভবদের

বেনোনি, ৮ জানুয়ারিঃ কিছুদিন আগে টেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকা দল লাল বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়াকে নাকানিচোবানি খাইয়েছে। টেস্ট সিরিজ জিতেছে। তাও কিনা হোয়াইটওয়াশ! এই লজ্জার হার নিয়ে জল কম দূর গড়ায়নি। কোচ গৌতম গম্ভীরের কুর্সি নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত শুরু হয়েছিল। মাস ঘুরতেই দাদাদের নির্মম পরাজয়ের মধুর প্রতিশোধ নিল ভাইয়েরা। যুব ওয়ানডে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরে ঢুকে তাদের ৩-০-তে বধ করল ভারত। অধিনায়ক বৈভব সূর্যবংশী এক হাতে ম্যাচের রাশ ধরলেন, অন্য হাতে দেখালেন ব্যাটিংয়ের ধার। বেনোনির উইলোমুর পার্কে সিরিজের শেষ ম্যাচট শুরু থেকেই ভারতের দখলে। টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অনূর্ধ্ব-১৯ টিম ইন্ডিয়া। ওপেনিংয়ে নামেন বৈভব সূর্যবংশী ও অ্যারন জর্জ। প্রথম কয়েক ওভারে নতুন বল সামলে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন দু'জনেই। জুটিতে ওঠে ২০০-এর বেশি রান। এই পার্টনারশিপেই কার্যত ম্যাচের ফয়সালা হয়ে যায়। বৈভব ছিলেন আক্রমণাত্মক, অ্যারন সংযত। বৈভব ৭৪ বলে ১২৭ রান করেন-১০টি ছয়, ৯টি চার। অন্যদিকে অ্যারন নিজের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন (১০৬ বলে ১১৮ রান)। প্রথম উইকেট ভাঙে ২৬তম ওভারে, ততক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে ফেরার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। ওপেনিং জুটি ভাঙার পরেও ভারতের ইনিংসে কোনও ধস নামেনি। মিডল অর্ডারের ব্যাটাররা ঝুঁকি না নিয়ে রানের গতি এগিয়ে নিয়ে যান। লক্ষ্য একটাই-বোর্ডে এমন স্কোর দাঁড় করানো, যাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য লড়াই

কাগজে-কলমেই কঠিন হয়ে যায়। ৫০ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ৭ উইকেটে ৩৯৩। যুব পর্যায়ের ক্রিকেটে এই রান তাড়া করা যে কতটা কঠিন, তা ভালোই জানত দক্ষিণ আফ্রিকার শিবির। বোলিংয়ে টান্ডো সোনি কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রথম ইনিংসের ধাক্কা আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা টিম। প্রথম পাঁচ ওভারের মধ্যেই পড়ে যায় চার উইকেট। ভারতের বোলাররা লাইন-লেন্থে কোনও ঢিলেমি দেখাননি। ফিল্ডিংয়েও ছিল টানটান শৃঙ্খলা। অধিনায়ক বৈভব সূর্যবংশী শুধু ব্যাটেই থামেননি। বল হাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। বাকি বোলাররাও দায়িত্ব ভাগ করে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রমশ ম্যাচ থেকে ছিটকে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে যায় লক্ষ্য থেকে বহু দূরে। ব্যবধান-২৩৩ রান! এই জয় শুধু একটি ম্যাচ বা একটি সিরিজ জয়ের গল্প নয়। পুরো সিরিজ জুড়েই ভারত প্রতিটি বিভাগে এগিয়ে-ব্যাটিংয়ের শুরু থেকে ডেথ ওভার, বোলিংয়ের নতুন বল থেকে মিডল ওভার, ফিল্ডিংয়ের তীক্ষ্ণতা-সর্বত্র নিখুঁত টিম ইন্ডিয়া! বিশেষ করে বৈভব সূর্যবংশীর নেতৃত্বে দল যে পরিকল্পনা মেনে খেলেছে, সেটাই এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের চাবিকাঠি। সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে যুব দলের স্পষ্ট বার্তা-সিনিয়র দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ভারতের ক্রিকেটের পাইপলাইন এখনও যথেষ্ট শক্ত।

কোচ বদলেও ফল বদলায়নি চেলসি-ইউনাইটেডের

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৮ জানুয়ারিঃ টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার হতাশায় কদিন আগে এনজো মারেসকাকে কোচ পদ থেকে সরিয়ে দেয় চেলসি। তাঁর বদলে কোচ হিসেবে এসেছেন ৪১ বছর বয়সী লিয়াম রোজনিয়র। কিন্তু কোচ বদলেও ভাগ্য বদলায়নি চেলসির। গতকাল রাতে ফুলহামের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে তারা। এটি প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে তাদের দ্বিতীয়

হেরে গিয়ে হতাশ চেলসির খেলোয়াড়রা।

হার। ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও কদিন আগে কোচ পদ থেকে ছাঁটাই করে রুবেন আমোরিমকে। কিন্তু কোচ বিদায় করেও ফল বদলাতে পারেনি তারাও। গতকাল রাতে বার্নলির মাঠে ২-২ গোলে ড্র করে ইউনাইটেড। চেলসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হতাশার রাতে খুশি হতে পারেনি ম্যানচেস্টার সিটিও। ঘরের মাঠে ব্রাইটনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে তারাও। সব মিলিয়ে গতকাল রাতটা প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ দলগুলোর জন্য বেশ হতাশারই ছিল। মারেসকার বিদায়ের পর চেলসির দায়িত্ব নিয়েই ফুলহামের মাঠে যেতে হয় রোজনিয়রকে। তবে দলের সঙ্গে প্রথমবার ভ্রমণে গিয়ে স্ট্যান্ডে বসে হারের সাক্ষী হতে হলো এই কোচকে। অবশ্য ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় চেলসিকে। কারণ, ২২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়া। চেলসি এ মরসুমে প্রিমিয়ার লিগে ৫টি লাল কার্ড দেখেছে। এর আগে মাত্র একবারই (২০০৭-০৮ মরসুমে) এর চেয়ে বেশি (৬) লাল কার্ড দেখেছিল দলটি। একজন কম নিয়ে খেলা চেলসি পিছিয়ে পড়ে ম্যাচের ৫২ মিনিটে। ফুলহামের হয়ে প্রথম গোলটি করেন রাউল হিমিনেজ। তবে ৭২ মিনিটে গোল করে চেলসিকে সমতায় ফেরান লিয়াম দালেপ। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। ৮১ মিনিটে ফুলহামের হ্যারি উইলসনের গোলে নিশ্চিত হয় চেলসির হার। এই হারের পর ২১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের আটে নেমে গেছে চেলসি। এখন দলকে দুরবস্থা থেকে টেনে তোলার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নতুন কোচ রোজনিয়রকে। ইউনাটেডে এখন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ডানকান ফ্লোচার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তবে আমোরিম-পরবর্তী যুগও ইউনাইটেড শুরু করল হতাশা দিয়ে। ঘরের মাঠে ম্যাচের ১৩ মিনিটে ইউনাইটেডের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বার্নলি। লিড নিয়েই বিরতিতে যায় আয়োজকরা। ম্যাচের ৫০ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করে ইউনাইটেডকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন বেঞ্জামিন সেসকো। কিন্তু ৬৬ মিনিটে জায়দন আন্থনির গোলে সমতায় ফেরে বার্নলি। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয় দুই দলকে। এই ড্রয়ের পর ২১ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের সাতে ইউনাইটেড। ব্রাইটনের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্র করে ম্যানচেস্টার সিটি। ৪১ মিনিটে আর্লিং হলান্ডের পেনাল্টি গোলে এগিয়ে যায় সিটি। কিন্তু কাওরো মিতোমা ৬০ মিনিটে ম্যাচে ফেরান ব্রাইটনকে। এরপর চেষ্টা করেও আর লিড নিতে পারেনি সিটি।

পয়েন্ট হারিয়ে হতাশ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

এই ড্রয়ে টেবিলে দ্বিতীয় সিটির পয়েন্ট ২১ ম্যাচে ৪৩। ড্রয়ের ফলে প্রিমিয়ার লিগে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে এখনো অপরাজিত ব্রাইটনের কোচ ফাবিয়ান হুরসেলার। এই প্রতিযোগিতায় গার্দিওলার দলের বিপক্ষে চার ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে হুরসেলার দল ২টিতে জিতেছে এবং অন্য দুই ম্যাচে ড্র করেছে। এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসও গড়েছেন এই কোচ। গার্দিওলার বিপক্ষে শীর্ষ লিগে নিজের প্রথম চারটি ম্যাচেই হার এড়ানো প্রথম কোচ তিনি।

বাজবলের বিষদাঁত ভেঙে সিডনিতে রাজ অস্ট্রেলিয়ার

৪-১ স্কোরে একপেশে অ্যাশেজের ইতি

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ৮ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্টের শেষ দিনে কোনও নাটক, কোনও আবেগ ধরা পড়ল। মাঠে ফুটে উঠল স্রেফ হিসেবি ক্রিকেট, ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ আর একপেশে, অনিবার্য ফলাফল। সিডনিতে ৫ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া ২০২৫-২৬ অ্যাশেজ সিরিজ শেষ করল ৪-১ ব্যবধানে। স্কোরলাইনই বলে দিচ্ছে, পুরো সিরিজে কোন দল এগিয়ে! ১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া প্রথমে কিছুটা চাপে প।ছেলি। ওপেনার ট্র্যাভিস হেড ২৯ এবং জেক ওয়েদারাল্ড ৩৪ করে সাজঘরে ফিরলেন। অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ থামলেন ১২ রানে। শেষ টেস্টে অবসর নেওয়া উসমান খোয়াজা করলেন মাত্র ৬। কিন্তু এরপর আর কাঁটা ঘুরল না। ক্যামেরন গ্রিন ২২ এবং অ্যালেক্স কেয়ারি ১৬ করে ম্যাচ শেষ করলেন। পঞ্চম দিনের দুপুরের পরেই কাজ সারা। অস্ট্রেলিয়া জিতল ৫ উইকেটে। ইংল্যান্ড চেষ্টা করেছিল। জশ টং ফের একবার ধারাবাহিক চাপ তৈরি করেন। কিন্তু অন্য প্রান্তে সহায়তা মেলেনি। লক্ষ্যটাই ছিল খুব ছোট। এবারের অ্যাশেজে

অস্ট্রেলিয়া এক-দুটি ম্যাচে নয়, তারা ভাল খেলেছে পাঁচটি টেস্ট জুড়ে। ব্যাটিংয়ে বড় জুটি, বোলিংয়ে ধৈর্য আর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভুল না করা-এই তিনটি জায়গাতেই ইংল্যান্ড পিছিয়ে। অজিদের হয়ে হেড সিরিজে করলেন ৬২৯ রান। পার্থ টেস্টে কার্যত একাহাতেই ম্যাচ বের করে নেন। তাও দু'দিনের মধ্যে। শেষ টেস্টে তাঁর সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডের শেষ আশা নিভিয়ে দেয়। সিরিজ সেরা হলেন মিচেল স্টার্ক। পাঁচ টেস্টে ৩১ উইকেট। কম্পটন-মিলার মেডালও তাঁর কপালে ঝুলল। স্টিভ স্মিথ অ্যাশেজে ১৩ তম শতরান হাঁকালেন। তালিকায় আপাতত দু'নম্বরে, ডন ব্র্যাডম্যানের ঠিক পরেই। সংখ্যাটা নিছক পরিসংখ্যান নয়-এই সিরিজে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল দেখার মতো! ইংল্যান্ডের ছবিটা একেবারে আলাদা। জো রুট সিরিজে ৪০০ রান করলেও দুটি ইনিংস ছাড়া তেমন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। টপ অর্ডার বারবার ভেঙেছে। বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি-সংখ্যাই বলে দেয় সমস্যা আসলে কোথায়! এই সিরিজ শুধু অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডে আটকে ছিল না। হয়ে উঠেছিল বাজবল বনাম বাস্তবতার লড়াইও। স্টোকসরা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু জরুরি মুহূর্তে দায়িত্বশীল পারফরম্যান্সে অসফল। সিডনি টেস্টেই তা স্পষ্ট। প্রথম ইনিংসে জো রুটের ১৬০, হ্যারি ব্রুকের ৮৪ সব ছিল। কিন্তু জবাবে মাঠে নেমে অস্ট্রেলিয়ার বড় লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে জ্যাকব বেথেল ১৫৪ করে ম্যাচ টানেন। ইংল্যান্ড লিড পায় ১৫৯ রানের। কিন্তু দিনের শেষে সেটাও যথেষ্ট নয়। আসলে অজিরা জানত, কোথায় ধৈর্য ধরতে হবে। কোথায় আঘাত হানতে হবে। ইংল্যান্ড জানত, কী করতে চায়। কিন্তু জানত না, কখন থামাটা দরকারি! শেষ পর্যন্ত অ্যাশেজের পালা চুকল ৪-১-এ। কোনও বিতর্ক নেই। কোনও 'কাছাকাছি' লড়াইয়েরও গল্প নেই। এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া টেক্কা দিয়েছে। স্কোরলাইন সেটাই নিশ্চিত করেছে কেবল।

অনেক সুযোগ হাতছাড়া করে ম্যানচেস্টার সিটির টানা তৃতীয় ড্র

আর্লিং হলান্ডের সফল স্পট কিকে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও জয়ে ফেরা হলো না ম্যানচেস্টার সিটির। দ্বিতীয়ার্ধে গোল হজম করে ফের পয়েন্ট হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

ম্যানচেস্টার, ৮ জানুয়ারিঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ব্রাইটনের বিপক্ষে ১-১ ড্র করেছে সিটি। প্রিমিয়ার লিগে এটি তাদের টানা তৃতীয় ড্র। ২১ ম্যাচে ১৩ জয় ও চার ড্রয়ে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে সিটি। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আর্সেনাল। ম্যাচে ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২২টি শট নেয় সিটি, এর ছয়টি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে ব্রাইটন ৬ শটের তিনটি রাখতে পারে লক্ষ্যে। প্রতিপক্ষের মাঠে শুরুটা দারুণ করে ব্রাইটন। প্রথম আট মিনিটে দুটি সুযোগ পায় তারা। তবে দুটি শটই ঠেকিয়ে দেন সিটি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা। ধীরে ধীরে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নেয় সিটি। তৈরি করতে থাকে সুযোগ। কিন্তু সেগুলো কাজে লাগাতে পারছিলেন না কেউই। প্রথমার্ধের শেষ দিকে বদলে যায় খেলার চিত্র। ৪১তম মিনিটে সফল স্পট কিকে সিটিকে এগিয়ে নেন হলান্ড। সবশেষ চার ম্যাচে এটিই নরওয়ের স্ট্রাইকারের প্রথম গোল। চলতি আসরে হলান্ডের গোল হলো ২০টি। সিটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৭৩ ম্যাচে করলেন ১৫০ গোল। জেরেমি ডোকুকে ব্রাইটনের দিয়েগো গোমেস ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়েছিল সিটি। শুরুতে অবশ্য আয়োজকদের আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি। পরে ভিএআরের হস্তক্ষেপে মনিটরে

ফাউলের রিপ্লে দেখার পর তিনি পেনাল্টি দেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে একটুর জন্য দ্বিগুণ হয়নি ব্যবধান। টিজানি রেইন্ডার্সের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন গোমেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফের হতাশ হয় সিটি। ৪৬তম মিনিটে বের্নার্দো সিলভার শট ব্যর্থ হয় পোস্টে লেগে। খেলার ধারার বিপরীতে ৬০তম মিনিটে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান কাউরু মিতোমা। ডি বক্সের বাইরে থেকে তার গতিময় শট ঠেকাতে পারেননি দোন্নারুম্মা। পরের ১০ মিনিটে দুইবার কোনোমতে গোল হজম থেকে বেঁচে যায় সিটি। বিস্ময়করভাবে ফাঁকা জালে বল পাঠাতে পারেননি গোমেজ। ৭০তম মিনিটে মিতোমার শট ব্যর্থ হয় বাম দিকের পোস্টে লেগে। এরপর যেন জেগে ওঠে সিটি। একের পর এক আক্রমণে অনেক সুযোগ তৈরি করে আয়োজকরা। হলান্ড বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করার পর ৮৬তম মিনিটে সেরা সুযোগ হাতছাড়া করেন হায়ান শের্কি। বিপজ্জনক জায়গায় বল পেলেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। সুযোগ আসে এরপরও, কিন্তু একটাও কাজে লাগাতে পারেননি হলান্ড, শের্কিরা। একরাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটি।

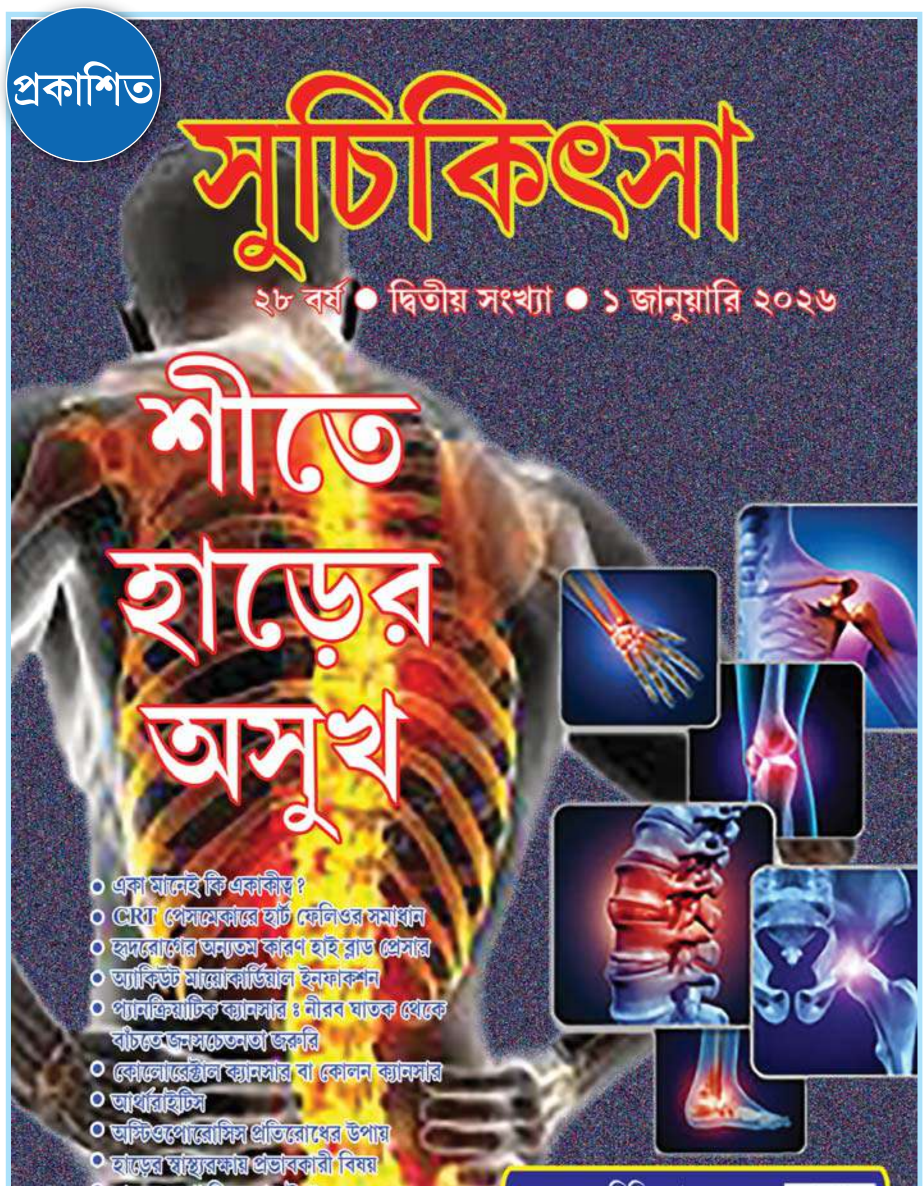

বিলবাওয়ের জালে গোল উৎসব করে ফাইনালে বার্সেলোনা

ম্যাচ জুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলল বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে ১৬ মিনিটের মধ্যে চার গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিল তারা। বিরতির পর গোলের দেখা মিলল আরও একটি। আথলেতিক বিলবাওকে গুঁড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠল শিরোপাধারীরা।

সংবাদ সংস্থা, জেদ্দা, ৮ জানুয়ারিঃ সৌদি আরবের জেদ্দায় বুধবার রাতে সেমি-ফাইনালে ৫-০ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। জোড়া গোল করেছেন রাফিনিয়া। একবার করে জালের দেখা পেয়েছেন ফেররান টরেস, ফের্মিন লোপেস ও রুনি বার্দগি। বার্সেলোনার দাপটের চিত্রও স্পষ্ট পরিসংখ্যানেও। প্রায় ৮০ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রেখে গোলের জন্য ১৩টি শট নেয় তারা, যার ৭টি ছিল লক্ষ্যে। বিলবাওয়ের ৯ শটের ৩টি লক্ষ্যে ছিল। লামিনে ইয়ামাল ও রবের্ত লেভানডফস্কিকে বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান বার্সেলোনা কোচ ফ্লিক। ষোড়শ মিনিটে প্রথম লক্ষ্যে শট রাখতে পারে বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে থেকে গোলরক্ষক উনাই সিমন বরাবর মারেন পেদ্রি। ২০তম মিনিটে দারুণ সুযোগ হারান লোপেজ। বক্সে ঢুকে ওয়ান-অন-ওয়ানে সিমনের বরাবর শট করেন তিনি। এক মিনিট পরই গোলের দেখা পায় লা লিগায় টানা ৯ ম্যাচ জয়ী বার্সেলোনা। ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পাস দেন বার্দগি, ঠিকমতো শট নিতে পারেননি লোপেজ, বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে শটে জালে পাঠান টরেস।

৩০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফেলে বার্সেলোনা। বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পাস দেন রাফিনিয়া আর প্রথম স্পর্শে বাঁ পায়ের জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন লোপেজ। ৩৪তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন বার্দগি। ফের্মিনের পাস ধরে বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে নিচু শট তিনি, সিমন ঠেকিয়ে দিলেও তার হাতের নিচ দিয়ে গড়িয়ে জালে জড়ায় বল। ৩৮তম মিনিটে দুর্দান্ত গোলে স্কোরলাইন ৪-০ করেন রাফিনিয়া। বার্দগির পাস ধরে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে বুলেট গতির শট নেন তিনি, কাছের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায় বল। প্রথম দল হিসেবে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে প্রথমার্ধে চার গোল করার কীর্তি গড়ল বার্সেলোনা। ৪২তম মিনিটে বার্সেলোনার রক্ষণে ভীতি ছড়ায় বিলবাও। তাদের মিডফিল্ডার সানসেতের নিচু শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রাখে বার্সেলোনা। ৫২তম মিনিটে দ্বিতীয় গোলের দেখা পান রাফিনিয়া। বক্সের ভেতর থেকে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। হ্যাটট্রিকের পথে বেশিদূর অবশ্য ছুটতে পারেননি রাফিনিয়া। ৬৫তম মিনিটে তাকে তুলে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে নামান কোচ। ৭২তম মিনিটে বার্দগির বদলি নামেন ইয়ামাল। বাকি সময়ে দুই দলই সুযোগ পায় কিছু, কিন্তু জালের দেখা পায়নি আর কেউ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com